29.2.96 চন্দননগর

মরুৎ, অপ্‌, ক্ষিতি, তেজ, ব্যোম - এদের মধ্যে মায়ের ঠিকানা পাবে, তাহলে সে কোথায় আছে? আছে - যার চোখ আছে সেই তাকে দেখতে পায় - সর্বতীর্থ সার মায়ের চরণছায়া, তুইও আমার কায়া ছাড়বি?

4.3. 96 চন্দননগর

মিথ্যা কথা বলা আমি পছন্দ করি না, যা বলি সেটা কাটবার সাধ থাকলেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরও কাটতে পারবে না।

এর দেখা সবাই পায়না, অত্যন্ত পাপী হয়েও যারা একবার 'সীতারাম' বলে, জানে তাদের সব পাপ স্খালন হয়ে যাবে।

রামকুমারকে বললাম - গান তো গাইলে অনেক কিন্তু 'আসল' জিনিষটা পেয়েছো? সে বলল না। আমি বললাম - পাবে কোত্থেকে? টাকা - ধনের পেছনে ছুটছে মানুষ।

আমার এই ফটো (Photo) পৃথিবীর ঘরে ঘরে, প্রত্যেক ঘরে থাকবে - কেন? না এই ফটো কথা বলে - পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যা চাইবে সব পাবে।

এই যে শেষনাগের ছবি - মাথার উপর দেখ ওঁঙ্কার - মাথায় ওঁ থাকে - আমার অনেক ছবি - কারোর সাথে কারোর মিল নেই (সদগুরুর বৈশিষ্ট)। আমরা মনে করি আমরা ভগবানের দাস তিনি যা করাবেন তাই করতে হবে - কিন্তু তা নয় - ভগবান মানুষের দাস।

আমার জীবনে যদি আমি পয়সাই চাইতাম তাহলে অনেক টাকা পেতাম। আমার বাড়ি সোনার ইট দিয়ে তৈরী হতো - আট-দশখানা বাড়ি কলকাতায় - একটা বাড়ি ভবানীপুরে আর অন্যটা থিয়েটার রোডে। সব ভাইদের দিয়ে দিলাম আর দিলাম ৩২ লক্ষ টাকা - চাই না তোমাদের টাকা, গরীবের জল ঝরানো ঐ টাকা ঈশ্বর চায় না। আমি ছোট থেকেই স্পষ্ট বক্তা কারোকে ভয় পাই না। বাবা, মা, গুরু, এমনকি ভগবানকেও না।

হারামজাদী আমায় তুই এত কেন ঘুরাস? বল? সোজাসুজি দেখা দিতে পারোস না।

আয় মা সাধন সমরে ট্র
যুগে যুগে মা তেজোময়ী সাধনময়ী
ভজন পূজণ দুটি অশ্ব জুড়ে
তাতে ন্যায়জ্ঞান - ব্রহ্ম বাণ
পরম ধনুকে টান - বসে আছি ধরে

আয় দেখি মা সাধন সমরে ---
এই যে রামঠাকুর! - আমাকে ডেকে বললেন পাগলা, এই মন্দিরে তুই তিনমাস পূজা করবি। বৈশাখ মাস থেকে শুরু। আমি বললাম পুজো দিচ্ছেন আর আমি তো কোনো বিধি জানিনা -- বললেন ''তুই বীজমন্ত্র পাঠ করবি আর গায়ত্রী পাঠ করবি - এই পাঠেই পূজা সম্পন্ন হবে''। -- তাই মন্দিরে পূজা করি। বাবার নির্দেশ ছিল যে ভক্ত শিষ্যরা পূজা দেবে। আমরা বাবার নির্দেশে পূজা না দিয়েও যদি কোনো শিষ্য নির্দিষ্ট ফল চায় তো নিবেদিত ফলগুলো সবার মধ্যে যেন আমি বিতরণ করে দিই। অর্থাৎ ফল তুলে রাখা যাবে না। কারণ সঞ্চয় প্রবৃত্তি বারণ এবং যার যা নির্দেশিত ফল সেইভাবেই যেন বিতরণ করি। বৈশাখ মাসে একদিন পূজা শেষ করে ফল বিতরণ করে আমি যখন মন্দির বন্ধ করে আশ্রমে চলে আসব, তখন দেখি সবাই চলে গেছে; শুধু এক গুরুভাই বেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে - জিজ্ঞাসা করলাম ও দাঁড়িয়ে কেন - তো বলল বাবার নির্দেশে ওর আম নেবার কথা কিন্তু পেয়েছে বেল - গুরুর আদেশ। - ও আম না নিয়ে যায় কি করে - তার ছেলের মুখ থেকে রক্ত পড়ছে - ফল প্রসাদ ওকে খাওয়াবার নির্দেশ রয়েছে গুরুর। রাত তখন ৭টা - বাজার থেকে আনিয়ে দেবতাকে নিবেদন করে যে সেই আম তাকে দেব - তারও উপায় নেই। কি করি? তখন আমি বাবাকে বললাম বাবা কি করি. ওর ছেলের মুখ থেকে রক্ত পড়ছে যে। তার পরই একটি লোক মাথায় মস্ত বড় ঝাঁকা নিয়ে মন্দিরের দিকে আসছে - ঝাঁকা ভর্ত্তি পাকা আম - এমন, যে যেন একেবারে ক্ষীর গড়াচ্ছে। তাকে তার ভাগের আম দেওয়ার পরে বাকি ঝুড়ি ভর্ত্তি আম সব আবাসিকদের মধ্যে বিতরন করা হলো। কারণ সঞ্চয় প্রবৃত্তি বারণ। সবাই ঐ সুমিষ্ট আম খেয়ে একেবারে আত্মহারা। এদিকে আমি তো দেখতে পারছি ঐ ঝুড়ি ভর্ত্তি আম নিয়ে সেই অচেনা ব্যক্তি অমন অসময়ে এলেন কোথা থেকে? উচু পাঁচিল ঘেরা মন্দির, আশ্রমের যে প্রাঙ্গন তার ফটকে কিন্তু তালা পড়ে গেছে - এই খেল বাবা দেখাইছে - আমি তো দেখলাম তা কিন্তু সবাই দেখল না। শুধু আম খেয়েই খুশি। বাবা রামঠাকুরকে জিজ্ঞেস করার পর ঠাকুর বলেছিলেন ''আমিই আম দিসি''।
যাক আমি বললাম বাবা সাড়ে পনেরো আনা হয়ে গেছে বাকি ১/২ আনা ভগবান পেয়েছি। - ভক্ত পেলে তার ঠিকানা দিন তাকে আমি প্রণাম করব।

এই ভক্ত - এই হোলো ভগবান - চাইতে জানতে হয় - লোকে মেয়ের বিয়ে, ছেলের ভবিষ্যত চায় - কিন্তু আসল জিনিষ কোথায় - তার দর্শন, কিছুই জানে না।
যেমন আমি রামকুমারকে উল্টাইয়া দেখা দিচ্ছি - আজকাল যাও ঐখানে (চন্দনগরে) দেখে এসো। ১৮ বছর ধরে ওর পাত্তা ছিলনা। এখন পাল্টায়ে গেছে।
বাবার ভাবাবেশ -

রাধাকৃষ্ণের যুগল মিল

দেখবে নয়ন ভরে

শ্যামের বামে সৌদামিনি

কেমন আলো করে

রাধাকৃষ্ণের যুগল মিল ....

বাবা শিবপূজনজীকে টাকা দান করলেন তাকে বললেন বাবা পূর্ণিমার দান করলাম - তুমি ব্রাহ্মণ মানুষ। দান বড় জিনিস - আমরা দিতে জানি না, কেবল চাই -- আরও দাও, আরও দাও - এও আমার এক ছেলে (শিব পূজনকে ইঙ্গিত করে) ধুতি দাও, শাড়ি দাও, এচোঁড় দাও। ও আর কোথাও যায় না। কারোর কাছে চায় না।

আরে তিনি যখন যাকে টানেন তখনই সে আসে।

রাধা - তিনি যদি আমায় দয়া না করতেন কি করে আসতাম?

বাবা - হ্যাঁ মা রাধা ঠিক বলেছিস।

কত জায়গায় যে গেলাম - কত সাধু সন্ত - সৎপুরুষের দেখা সাক্ষাৎ করলাম - দেখলাম, ওরা কোথায় যে উঠে গেল -

লোকে বলে - সিদ্ধিপ্রসাদ - সদগুরুর প্রসাদ খেতে হয় - তাও খায়।
বাবা বিশ্বনাথ বাউলের গান লাগাতে বললেন - দেখ, দিয়ে দেখ - কে কতটুকু নিতে পারে (গানগুলি চলছে ..)
বাবাজীর খাস মহলে যাবি যদি মন - মনরে - সে কেমন অবস্থায় আছে সবাই তার কথা TV-তে দেখে - বিদেশে শুনছে - সেটাতো কেউ ভাবে না! কেউ বুঝতে পারে না।

আমাদের এতো অভাব কেন দেখা যায়, কারণ এটাই আমাদের স্বভাব - 'সেই' ভাবেতে থাকলেই হয় - ভাব সাগরে বসে আছে যে - ভাবসাগরে বসে মানুষ -- এই গান শুনলে চৈতন্য এসে যাবে মানুষের - তবে যে সত্য খুঁজেছে, এখানে সেই মানুষের কথা আছে। আমি তোমাকে যে কথা বলেছি - সবাই সেই কথা বলেছে - গান, TV সবার মাধ্যমে একই কথা আছে। যখনই সবার মধ্যে একভাব আসবে, তখনই কারো মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকবে না। আমি তো দেখি সবাই এক পুরুষোত্তম।
মহাবীর! যেদিন আমার গলা চলে যাবে - জানবে আমিও চলে গেছি - আমার যদি গলা ঠিক থাকত তাহলে কতই না গান গাইতাম - গান যে আমার প্রাণ - ফুল, শিশু, সুগন্ধ ও গান - এছাড়া আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাইনি - আমি চেয়েছি তোমরা আমায় মনটা দাও আর আমার মনটা তোমরা নাও। জপ তপ পুজাপাঠ আর কি দরকার - তুমি যাকে পুজো করছ তার সেবা করে তার কথা শুনেই তো পুজো হয়।

তবে, আমি যখন যাকে তুলে দিই - তাকে তুলেই দি। এই যে কালীপদ গুহ রায় - খ্যাপা বাবা - কত বড় তান্ত্রিক যোগী, সাধু - সে কিনা আমার জুতোর পুজো করে।

আমার চোখের জল ঝরছে - মুছতে মুছতে ভাবছ - কত মুছব - কিন্তু আমার তো এ সব সময় ঝরছে - তোমাদের কাছে আর তো কিছুই নিই নি - শুধু চোখের জল নিয়েছি। আমি মা কে বলি - 'আমার সব নিয়েছিস এখন বাকি রয়েছে মন আর চোখের জল - তাহলে এও তুই নে মা' - আমার বলে আর কিছুই রাখিস নি।'

সংসার ক্ষেত্রে তার নাম ছিল নিরঞ্জন - (কালনার ছেলে) - আমি তার নাম দিলাম ভবা পাগলা - সে গাইত - ''এমন মানব জনম আর হবে না; এই পৃথিবীতে বারে বারে আর আসা হবে না''

বাউল গানের বাদ্যযন্ত্র আলাদা - একতারা - শুনলেই বোঝা যায় - বাউলগান হচ্ছে। আমার মানব জনম বিফলে যায় - ফল তো পায় না - ওরে শ্যামা, বেলা যে যায় বেলা যে যায়.... আমার গুরু যে ফকির - মায়া গুরু আমার এইবার গেল। - ভাবি তার কি এই সত্যের প্রচার হবে না? সত্যের প্রচার হচ্ছে কিন্তু যারা অসত্যের দ্বারা আবৃত, তারাই ভাবছে:- না, সত্যের সন্ধান পেয়ে গেছি।

আমার কাছে আসাটা যতটা সহজ মনে হয় - তত সহজ নয়। এইটা বাধা, সেইটা বাধা - আসতে থাকে - আর তাঁকে স্মরণ করে যদি বেরিয়ে যাই তাহলে কোনো বাধাই - বাধা হয় না। কত জায়গা থেকে কত লোক আসে, গান গায়। সব এখানে এসেই কেমন হয়ে যায় - ঐ যে জার্মান সাহেব - তার স্ত্রীর জ্যোতি দর্শন হয়েছিল - ওরা এখানে এসে কেমন হয়ে যায়।

তপন ঃ- এই তো গুরু শক্তি।

আসলে ওদের ভিতরে ক্ষুধা আছে, জিজ্ঞাসা আছে - তাই ওরা আমার গান শুনতে পায় - কথা শুনতে পায় -

তপন ঃ- আমরা করব কি? আমরা কুপুত্র -

তোমার বিবেক - তোমার চৈতন্য উদয়ের জন্য এই পৃথিবীর সৃষ্টি - মানুষ হয়ে এসেছ - মানুষ হয়ে কাজ করে যাও স্বর্গ নরক সব এইখানেই -

- বাবা বাঙ্কুর সঙ্গে যোগদামঠের অধ্যক্ষ শান্তানন্দজীর সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ তুললেন। বাঙ্কু আড়িয়াদহে অবস্থিত যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটিতে একবার গিয়েছিল - যোগানন্দ মহারাজের প্রতিষ্ঠান - সে সেখানে সরাসরি মঠাধ্যক্ষ মহারাজের সাক্ষাৎ করে এবং সরাসরি তাকেই প্রশ্ন করে মহারাজ আপনার কি তৃতীয় নেত্র (Third Eye) খুলে গেছে? তিনি খানিক থমকে সরাসরি বলেছিলেন না। বাঙ্কু সেই কথা গুরু বাবাকে চন্দননগরে এসে বলে বাবা এই সাহসী বাক্যলাপে বাঙ্কুকে আশীর্বাদ করেন।

আপনি আচারি ধর্ম পরকে শেখাও। আমি আমার নিজের ওপর দিয়ে পরীক্ষা করে নি। তারপর একে ওকে দিই। এবং ঐ হিসেবেই চলি। দেখ সত্য গোপন থাকে না। মিথ্যাও গোপন থাকে না। সত্য বেরিয়ে পড়ে ফাঁক দিয়ে।

আমি মানুষকে ভুলিয়ে কুপথে নিয়ে যাই - আবার আমি মানুষকে ভুলিয়ে আমার শ্রীচরণে নিয়ে আসি। বিষও 'তিনি', অমৃতও 'তিনি' কিন্তু গুঁতা না খেলে মানুষ ভগবানকে ডাকে না।

এই গোপাল, ঠাকুরকে ভোগ দিবা - খিচুড়ি - পাঁপর ভাজা - চাটনি - পায়েস সে বেটা খুব ভালবাসে - দুধ খুব খায় - আমরাই পাই না।

বলবন্ত ভাই ঃ- খেয়ে খেয়ে sugar হয়ে গেছে (বাবা হাসছেন)

ঠিক বলেছো খেয়ে - খেয়ে sugar হয়ে যাচ্ছে - যারা nearest and dearest তারাই এখানে বসতে পাচ্ছে। আবার যখন দেখি একে আমার ভাল লাগছে না। তখন আমি ঐ কাত হয়ে শুয়ে থাকি - আবার যখন ওরা চলে যায়, তখন আমি উঠে বসি। আমার স্বভাব আমি ভাল মন্দ সব বলে দিই। ন্যায় অন্যায় বিচার না করে যা সত্য, তাই বলি।

''ভাব সাগরে ভাবের মানুষ বসে আছে ভাব ধরে'' - কি ভাব তার কি জানি। আমি শত চেষ্টা করেও বুঝতে পারব না - যখন তিনি চাইবেন - বুঝব।

ব্রহ্মার বরে হিরণ্যকশ্যিপুর বড়ই বাড় বাড়ন্ত। সে মনে করল আমিই ভগবান, ভাবল ব্রহ্মার বরে ওর মৃত্যুই হবে না। তিনি হিরণ্যকশ্যিপুকে সব রকমের নিরাপত্তা দিয়েও আবার ফাঁক রেখে দিলেন - তিনি হিরণ্যকশ্যিপুর বধ করলেন সন্ধ্যার সময় (না দিন - না রাত্রি) আর বধ করলেন নৃসিংহ রূপে (না মানুষ না পশু রূপে)। তবে তার হাতে মৃত্যু কত বড় সৌভাগ্য - আর প্রহ্লাদের বিশ্বাস - বিশ্ব চরাচরে সে দর্শন করে 'হরি - হরি - হরি'। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে হরি আছেন - হামমে তুমমে খড়মমে থামমে - নৃসিং হিরণ্যকশ্যিপুর বধ করলেন তাঁর উরুর উপর রেখে - তার লীলা বোঝা বড় ভার।

আমিই আমার নিজের বিষয়ে বলতে পারি - সাধনা ঘোরাফেরা। পরিব্রজ্যা, কল্পাবাস, শ্মশান সাধনা ও পঞ্চমুন্ডির সাধনা - এই সব আমার করা।

পঞ্চমুন্ডির সাধনা তেমন জাগ্রত ক্ষেত্রে কেউ পারে না। আমি বহরমপুরে কৃপাময়ী কালীবাড়ির কাছে - তোমাদের মাকে নিয়ে পঞ্চমুন্ডির সাধনা করেছি - সেখানে কেউ পঞ্চমুন্ডিতে বসতে পারে না। আমি যখন মাকে নিয়ে সেখানে সাধনায় বসতে যাই তখনই বাদল ঠাকুরের মুখটা কালো হয়ে গেল হ্যাঁ। এই আসনে সাধনায় বসে সাত সাতজন সাধু মরে গেল আর ইনি কিনা তার স্ত্রীকে নিয়ে সাধনা করবেন। কিন্তু আমার তাও সাধিত।

মিশেছি ভাল ভাল লোকের সাথে গোপীনাথ কবিরাজ, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, আনন্দময়ী মা, রামঠাকুর, কালীপদ গুহ রায়। একমাত্র ভোলাগিরি মহারাজের কাছে বেশী থাকিনি - বাবা

আমায় ডেকে বললেন - পাগলা, খালি জিহ্বা কৌন কাম, সদা হি বোলো সীতারাম - এত তো শিষ্য শিষ্যা ছিল তাঁর, তবে কেন তিনি আমাকেই ডেকে বললেন? -

তপন গাঙ্গুলী ঃ- অষ্টসিদ্ধি কি বাবা?

- ছটা রিপু - ছটা উপরিপু দস্যু। ঐগুলিকে দমন করার নাম হলো অষ্টসিদ্ধি পরিচয় - দস্যুটাই সবচেয়ে বেশী ভয়ানক - সবাইকে দমন করা গেলে দস্যুকে নয় - মন হোলো সেই দস্যু - মনকে ধরা গেলেই গুরুকে ধরা যায় - মনটা যদি ধরা যায়, তাহলে উপরের চন্দ্র সূর্য আদি দেবতারা কেউ কিছু করতে পারবে না।

তবে বাবা তোমাদের এও বলছি - যেখানে প্রয়োজনে লোকে সদার্থে মিথ্যা বললে সেই মিথ্যা বলা পাপ নয় -

তপন ঃ- বাবা অন্ধকারে চিত্ত মন বুদ্ধি আচ্ছন্ন, গুরু মনের কাছে কিছুতেই পৌঁছাতে পারছি না।

খুব সত্যি, মনটা না টানলে কি করে আসবে? এই যে তুমি, কিভাবে এলে আমার এখানে।

তপন ঃ- তাহলে তুমি আমাদের নিজের কোলে নেবে তো? (মায়ের হাঁচি) - আহা! মায়ের হাঁচি সত্যি হাঁচি।

আরে আমি কি বলেছি না? তোমরা নিজেরাই তো উতলা হোচ্ছো, নিজেরাই ছটফট করছ। একটু চুপটি করে বস স্থির হয়ে, তবে তো? এই যে রুবি, তার মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল হয়, কি না হয়। তো মন্দিরে - গুহ্যেশ্বরী মায়ের মন্দির - নেপাল গেলাম - মাকে দেখলাম (পাগলিনি বেশে মন্দিরে যাবার রাস্তায়) রাস্তায় কি গালাগালি এবং মায়ের বিগ্রহ দেখে শুনেও চলে এলাম (কিছু না বুঝেই)

(রুবিকে) আচ্ছা দক্ষিণা দিলি না তো? আমার এতগুলো কথা লিখলে! -

তবে আমি বলি মানুষকে পূজা কর - মানুষকে সেবা কর - তাতেই, তা হলেই তাঁর পূজা হয়, আর কিছুতেই না। আসল কথা কি বল মা। আমাকে তুমি যাই দাও। - আমি কিন্তু ভুলি না। ‘‘তত্বম অস্যাদিলক্ষম’’ সম্পূর্ণ পৃথিবীটা তার জানা -

তিনি আমাকে যা করাচ্ছেন তাই করছি। ভাল হলে ভাল - মন্দ হলে মন্দ -

তুমি যেমন নাচাচ্ছ নাচছি - খাওয়াচ্ছ, খাচ্ছি, যেমন রাখছ তেমন আছি।

যার মন্দিরে তিনটি ঘরে সব কিছু ভিন্ন ভিন্ন। পুরোহিতও ভিন্ন। ভোগের ঘরও ভিন্ন --

- সব ধর্ম সমন্বয়ে আছে - শৈব, শাক্ত - বৈষ্ণব সব কিছুই আছে ওখানে (রায়পুর মন্দিরে) ঠাকুর বলেছেন ‘‘যতমত ততপথ’’ - এক রূপ ভিন্ন ভিন্ন।

কংস বধের রূপ - জরাসন্ধ বধের রূপ - আবার তার বৃন্দাবনের রূপ - ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন রকম -

- দেখবে কতলোক আসছে, কত জ্ঞানী গুণি বাইরে হতে আসছে -

তোমাদের অনেক কাজ করতে হবে, দেখবে কোনটাইতে নেই - টাকাতেও নেই, ভোগেও নেই - করতে হয় তাই করা সংসার করছেন শুধু লোকশিক্ষার জন্য। তাকে দেখে অন্যরা শিক্ষা নেবে না? - আমার এক এক সময় লিখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আমি কি লিখব? সবই তো বলে ফেলেছি, তাও আবার ইনিয়ে - বিনিয়ে যাতে ভুল না হয় কখনো - তা আবার লিখব কি?
- আমি রাত জেগে তোমাদের বাণী শুনি তোমাদের বাণি শুনতে শুনতে আমার রাতটা বেশ কেটে যায়।
আমি ভক্তের কাছেই থাকি - আর কোথাও তো থাকি না। না দেবতার কাছে, না লক্ষ্মীর কাছে, না স্বর্গে - না অন্যত্র। শুধু ভক্তের কাছেই আমি থাকি।

বাসন্তী পূজো - সপ্তমী ২৬ মার্চ - অষ্ঠমী ২৭ মার্চ - নবমী ২৮ মার্চ রাত ৯টা

তপন ঃ- গুঁতো খেয়ে যখন ভগবানকে ডাকা হয় তখন তিনি সেই ডাকে সাড়া দেন না?
না, কারণ আমি তাকে অমৃত দিয়েছি - চৈতন্য, ভাল-মন্দ জ্ঞান দিয়েছি - নিজে জান - কিন্তু যদি তা না কর - তাহলে উনি কেন সাড়া দেবেন?
তপন ঃ- বাবা যদি গুরুভাই নিজের চলার পথ থেকে বিপাকে পড়ে - অথবা যদি গুরু পরীক্ষা নেন তখন তার (আত্মার) উত্তরণ হবে?
কখন যে কার কি সময় হয়। উনি বলেন - তোরা চলে আয় আমার পথে - কিন্তু না এলে তখন কি হবে?
এ যে বাবা সাধন ভজনের অনেক রাস্তা - চিশ্তি (সুফী মত) বৈষ্ণব - শাক্ত - যে যে পথ ধরে এগোয় - তার সেই পথেই সিদ্ধি লাভ হয়।
তপন ঃ- বাবা ‘নাম’ বড়, না জপ, না যাগযজ্ঞ, কোনটা বড়?
সব স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বড় - সময় বিশেষে তবে ‘নাম’ আর নামী এক।
কৃষ্ণ সব সময় তোমার কাছে আছেন। তুমি তার নাম নিচ্ছ - কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছ না। গৌরাঙ্গদেব, জগতের পথে যিনি কি করতে পারেন - কি না করতে পারেন? আবার তিনিই রাস্তা দিয়ে আসতে গিয়ে দেখেন - একজন গীতা খুলে শুধু কাঁদেন! কেন? সে ভক্ত বললেন তাকে গুরুদেব বলেছেন যে গীতা যা এবং সেটাকে যিনি বলেছেন দুজনাই এক - নাম আর নামী এক। আমি তো গীতা পড়তে পারি না, তাই কান্না। তখন গৌরাঙ্গদেব বললেন যাও, তোমায় আর গীতা পড়তে হবে না। যদি মনে ভক্তি ভাব উদয় হয় - তাহলে হবে আপনিই। আকুলি - বিকুলি প্রাণ - আর তিনি তো হাত উঁচিয়েই আছেন, ডাকছেন আয় কাছে আয় -

তবে যার চোখে জল ঝরে, তার অনেক প্রাপ্য। আমি তোমাদের অনেককেই বলছি দৈনিক গীতা এক অধ্যায় করে পড়া উচিত --

গীতার মাহাত্ম্য কত। গীতার অর্থ হচ্ছে ত্যাগ। যেমন মরা - মরা করেই হয় রাম। আমি কিন্তু খুব বিস্তারিত ভাবে তোমাদের সব বলে দিয়েছি - এমনভাবে কেউ করেনি। তবে হ্যাঁ ২০ - ২৫ বছর আগে যা বলেছি সেটা আজ ফলছে - যদি ধৈর্য না ধর তাহলে কি কিছু হবে?

দুই সাধু তপস্যায় বসে - গৌরাঙ্গদেব বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করে পাঠালো কত বছর পরে ঈশ্বর দর্শন দেবেন? উত্তরে গৌরাঙ্গদেবকে বিষ্ণু বলে পাঠালেন ঐ তেঁতুলগাছের অগুনিত যত পাতা আছে ততগুলি অগুনিত জন্মের পর ঈশ্বর দর্শন লাভ হবে। শুনে তো প্রথম সাধু ভয় পেল। তপস্যায় বসতে নিজের আসন ওঠাইল - কিন্তু দ্বিতীয়জন খুব খুশী, বলল যাক তবু তো প্রভুদর্শন দেবন। ১০/২০ হাজার বছর পরই হোক না কেন? সে কিন্তু তখনই দেখল তার পিছনে ভগবান দাঁড়িয়ে।

- এতে নারদের অনুযোগ হোলো- আরে। প্রভু তুমি চতুর শিরোমনি। আমায় বল এই, আর তাকে বল তাই - প্রভু বললেন - আরে বাবা, যার মনে আমার জন্য অটুট ভক্তি জেগে যায় তাকে আমার অদেয় কিছু থাকে?

তপন, নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তি, বিশ্বাস একে আপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে - কাঠের খুঁটি পুঁতে যদি তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে ভজা যায় তাহলে তার ভিতর থেকেও তিনি বেরিয়ে আসেন।

যাক হোলিতে এক রকম পূজার আনন্দই হোলো - তিনি সবসময় আনন্দময়, যার মনে যে রকম - অবশ্য এই কারণেই আনন্দ তো হবেই - সব সময় এই আনন্দকে ধরে রাখবার চেষ্টা করবে - তখন দেখবে, তুমি উত্তরোত্তর এই আনন্দের মধ্যে ঘুরছো।

লজ্জা ঘৃণা ভয় - এই তিন থাকতে নয় - ঘৃণা গেলেই সব যায় যদি এই লজ্জা ঘৃণা থাকত তাহলে কি আর রাধিকা তার কাছে আসতে পারত?

বাসন্তী পূজার উৎসব ঃ- চন্দননগর ধাম ষষ্ঠী তিথি - ২৫.৩.৯৬ বিকেল ৫টাঃ

বাবা রুবিকে ঃ- ভারতী দাশগুপ্ত (প্রিন্সিপাল বিদ্যাভারতী গালর্স হাইস্কুল কলকাতা) কি বলল? (ভারতীদির গুরু বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন) মা, তোর বক্তৃতা রেডিওতে শুনলাম (প্রসার ভারতী A-I-R-এর হিন্দী প্রোগ্রাম, রুবির talk ছিল)। তোর ভাষাতে লঘনউর হিন্দী মেশানো আছে - আমি আর কি জানি? তাই এত বোকা সেজে রইলাম।

যাবতীয় যা কিছু সব মাকে দাও - আমায় বলো এত টাকা দিতে হবে ব্যাস।

দূর্গাপুরের মন্দিরের জন্য কামারপুকুরের পুরোহিত আসছে - আমি তো চাই যে সে সেখানে থাকবে - থেকেই যাবে, নিষ্ঠা ভরে মায়ের পূজা করবে, সেও বলেছে - আমি চিরকাল ঐ মন্দিরে থেকে যাবো।

আছে রে মানুষ এই মানুষেতেই, আছে রে আছে মানুষ এই হুঁশেতেই। যদি পারো তারে চিনে নিতে - আছে রে আছে মানুষ এই মানুষেতেই-কে কারে চিনবে মানুষ মাতা পিতা ভ্রাতা আবার মানুষ হয়ে এসেছিল নদের গোপাল হায় এই পৃথিবীতেই-আছে রে আছে মানুষ এই মানুষেতেই - আকারণ মন্ত্র আবৃত্তি ওঁ ফটফট কত কী !

শুধু চোখের জল - আর হৃদ পদ্ম - ''মা, তুই এইটুকু নে'' -

গুরুর চরণ হচ্ছে সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেখান থেকে সব দেবতার আবির্ভাব হয়।

রায়পুরের মন্দিরে - তিনটি মন্দিরে আলাদা - আলাদা পুরোহিত থাকবে - কিন্তু তাদের কামনা বাসনা কোনোরকম পিছুটান থাকা চলবে না। তবেই সে মানুষ, কিন্তু মানুষকে চিনবে কে?

মানুষ এত গুঁতো খায় তবু মোহ মায়া ছাড়তে পারে না, আমার নাতি, বাড়ি গাড়ি অমুক তমুক। এদিকে বেলা যে চলে গেল - অথচ তুই কত জন্ম আসতেছিস যাচ্ছিস - ঐ যে দুটো পিশাচ -জনম ও মরণ ঠিক পেছনে তাড়া করে - একটা টেনে আনে, একটা টেনে নিয়ে যায়। যাই কর, গুরুকে ধরে কর - তাকে বাদ দিলে কখনও হয়?

ফারাক্কাওয়ালারা কবে আসবে? অলোকেশ তো কলকাতায় check up করাতে আসবে --

আমি এখানে অনেকেরই চেহারা চিনতে পারি না - আমারই কাছে তারা কাজ করে - অনেক পরে তাদের নাম মনে পড়ে, কিন্তু আগে তোমার ছেলেপুলের নাম ধাম সবই ঘুরত এই মাথাটার মধ্যে, এই মাথাটার মধ্যে যে কত কোটি নাম ধাম ঘুরত।

তাই বলি তোমরা যাই কর সব সময়ে উপরে উঠবে শীর্ষে। সংগীতই হোক - সাহিত্যেই হোক - কর্মেই হোক বা যোগেই হোক - সর্ব ক্ষেত্রেই উপরে উঠতে হবে।

<u>সপ্তমী তিথি ঃ- ২৬.৩.৯৬</u>

আগের বছর ৯৫ সালে 30th Sep. 1995 তে দুর্গাষষ্ঠীর দিনে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া গানের V.D.O. বাবা দেখেছেন। গান ধরলেন, তারপরই থেমে রামকুমার বলতে আরম্ভ করলেন।

''আপনাদের সর্বজন নমস্য আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বাবাজী আজ ওঁর এখানে উদ্বোধন উৎসব। এখানে আমি একটি কথাই বলি, মা শক্তিকে বিশেষ প্রার্থনা করব - মা শক্তি দিন - কিন্তু কথা হচ্ছে যিনি মাকে আহ্বান করছেন (হেসে) মায়ের না তাঁর - তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছা - ওঁর কথা কারোর সঙ্গে মেলে না। পরম শ্রদ্ধেয় বাবাজী আমার সামনে বসে আছেন - তার শক্তিতেই আজ আমি এই হয়েছি - তিনি যা করান আমি তা করি - আমাকে অনেকে (অনুষ্ঠানের জন্য) বলতে এসেছিল। কিন্তু ওঁর আকর্ষন আমাকে এখানে টেনেছে - (আগে অন্য আরেকটি অনুষ্ঠান করব বলে আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম, তা হলে আমার এখানে আসা হত না) সব ঠিক ছিল আমি বাড়ি থেকে বেরোবার ১৫ মিনিট আগে খবর এল প্রোগ্রাম ক্যান্সেল্ড অদ্ভুত ব্যাপার।

সুতরাং আমার সামনে মা শক্তি এবং পরম শ্রদ্ধেয় বাবাজী বসে আছেন - তার আনুমতি নিয়ে আমি গান শুরু করব।''

বাবা ঃ- জাহানাবাদ শ্মশানে আমি অনেকদিন ছিলাম - খুব জাগ্রত কেউ যেন আমাকে টেনে নিল -

আমার কাছে যারা দীক্ষা নিয়েছে - কিঞ্চিত উপকার তারা নিশ্চয় পেয়েছে - কারণ আমার শিষ্যদের আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি - চাই, আমার উপরে তোমরা একজন দাঁড়াও - একা বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণকে নিয়ে কোথায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল - আসলে তিনি কে? তিনি কোথাকার? কোথায় যান? কিভাবে আসেন? সব দেখতে হবে - না হলে উপরে উপরে ভাব থাকলে হবে না। যখন বাবা থাকবে না, সবই থাকল কিন্তু আনন্দ নেই - কেন? কারণ আনন্দ গেছে আনন্দধামে -

''কুরুচি কুমন্ত্র যত নিকট হাত দিও নাকো।

জ্ঞান নয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।''

সব সময় মনকে ধরতে শেখ, তাহলে তাকে পাবে কেননা মনই এমন যে তাকে পায়। যদি একটা লোকের সাধনায় পৃথিবী টলে যায় তাহলে হাজারো লোকের সাধনায় তিনি না এসে পারেন? মাকে বারে-বারেই আসতে হবে।

এই যে ছলনা লীলা খেলা কত দেখালাম, ভগবান কৃষ্ণ কি দেখিয়েছে? তার যে গুরু তার গুরু আমি। তাই মনকে শক্ত করে ধর, তবেই তাকে পাবে।

রসিকতা করবে কেমন করে? সাপ ও মরে লাঠি না ভাঙে সবাইকে কথা কথিতে বাঁধতে হবে। পদ্মনাভের মন্দিরে - মোহন্তর সাথে দেখা করতে চাইলাম, তার ম্যানেজার বলল - তিনি কারোর মুখ দেখেন না। আমি বললাম বেশ আমরাও মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি - কেউ কারোর মুখ দেখবে না।

জনৈক ঃ- আমাদের আনন্দলোক আশ্রমে এত আনন্দ - তা কি তুমি না থাকাকালীন থাকবে?

-হ্যাঁ তখন ছয়জন এর আস্বাদন বিশেষ কখনও করে পাবে। কারণ - যদি আমি যে দৃশ্য, যা দেখলাম যা শুনলাম - তাতে যে আনন্দর অনুভুতি জাগে তাকে মিথ্যা বলি কিভাবে?

আমি তখন Irrigation কাজ করি - আনেক ঘুরে ঘুরে দেখলাম বীরভুমের মাটি, অতি খাঁটি - অনেক বীর গুনীদের জন্মস্থান - পাঁচপীঠের অবস্থান এখানে তাই আমি ভাবলাম - এখানে যদি একটি মন্দির করি, তাহলে সেটি অতি খাটি মন্দির হবে। সেই মহান লোকেদের আশীর্বাদ নিয়ে মন্দির শুরু করলাম। দেখ, সংসার ধর্ম করাকালীন যে কর্ম করা হয় সেটা সঙ্গে যায় না, কিন্তু দেশ ও দশের জন্য কর্ম করলে সেটা সঙ্গে যায়।

আমাদের রাজবাড়ি ছিল, অত ঘর, অত বড় বাড়ি, আমাদের থাকতে হত বৈঠকখানায় (পূর্ণমন্ডলকে বাবা) - তোমার বাবা একটি সাচ্চা লোক ছিলেন, আর ধর্ম্মভীরু ছিলেন - আজকাল তো ধর্মের উপরে দেখি আস্থা নেই - কিন্তু ধর্মে আস্থা থাকলে তবেই ঠিক - যে সাচ্চাগুরু হবে সে তাকে আস্তে করে এগিয়ে দেবে ''আমার কাছে'' - তবে এক জন্ম হোক, দশজন্ম হোক আমার কাছে আসতেই হবে - যতই দোষ থাকুক - কারো কারো এক জন্মেই হয়ে যায়, সেটা হয় যখন তার অহেতুকি কৃপা হয়, কৃপা, কিছু করে পাওয়া - তার সেবা, স্মরণ করা, তিনি কি করলে আনন্দ পান বা খুশী থাকেন - তিনি একগাদা টাকা চান না তিনি তোমার 'মন' চান।

মহাবীর কি রকম যেন আওয়াজ হচ্ছে ?

তপন ঃ- আনন্দধ্বনী বাবা - এতক্ষণ তোমার কথাই কুশল বলছিল -

তাই তো হবে - যেখানে 'তার' কথা হবে সেখানেই আনন্দ --

যে বড় হতে চায় তাকে কাজ চুরি করতে হয় - সকাল সকাল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম - আর মাঝরাতে উঠে ভোর অবধি পড়তাম। কারোকেই জানতে দিতাম না। তুমি জানতেই দিবা না। গোপন জিনিসকে গোপন রাখতে হয়। সৎ প্রার্থীকে ফিরাবে না - অসৎ প্রার্থীকে দান করলে ক্ষতি হয়।

আনন্দবার্তার কথা - গোটাটাই গুরুর কথা, গদ্যে লিখবে -

কৃষ্ণা ঃ- এমনিই এক ব্যক্তিকে কল্পনা করিয়াছিলাম।

এখন আমার স্মৃতিশক্তি ততটা প্রখর নেই কতবার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছি ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যে মৃত্যুঞ্জয় - তার আবার মৃত্যু ভয় কি? - কৃষ্ণের তৈরী ছিল অমরাবতী - তা বাবাজী মহারাজ কিছু কাজ করত - সন্ধ্যার সময় শিষ্যদের নিয়ে বসত - পবিত্রতা - চরিত্রের পবিত্রতা নিয়ে আলোচনা করে সবাইকার দোষ দেখিয়ে দিত - আর বলত এই তোমার দোষ - তুমি দোষমুক্ত হও - তা যদি না হয় তোমার গোপন অথবা প্রকাশ্যের দোষ তোমার মধ্যেই থেকে যাবে। দোষ থাকলে তার কাছে যাওয়া হবে না।

- এক গুরু শিষ্যদের পরীক্ষা করতে শুরু করলেন - সাজানো বাগানে বসে এক শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন দ কি অর্থ? শিষ্য বলল দ এ দয়া, দান, দমন। বৎস, তোর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। এক শিষ্যকে তার ২৫ বছর বয়স হয়ে গেলে বললেন - তুই কারোর অনিষ্ট করবি না। আর দেখার চেষ্টা করবি ''যত্র জীব তত্র শিব'' - একবার হোলো কি, সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল - হঠাৎ এক পাগলা হাতির সঙ্গে দেখা - তার পিঠে বসে থাকা মাহুতের সাবধান বাণি সে অগ্রাহ্য করলো। যে সে যেন পাগলা হাতির মুখোমুখি না হয়ে হাতির পথ থেকে সরে যায়। সে সরল না কারণ তার গুরু তাকে বলে দিয়েছেন যে 'যত্র জীব তত্র শিব' অতএব শিবরূপী পাগলা হাতি তার কোনো ক্ষতি করবে না। -

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে সামনে আসতেই সেই পাগলা হাতি তাকে মারল এক মোক্ষম ঝাপটা - রক্তারক্তি ব্যাপার সে ফিরে গিয়ে গুরুকে বলল যে সে শিবরূপী হাতির ঘায়ে ঘায়েল হয়েছে। তখন গুরু বললেন ''তুই হাতি দেখলি আর তার উপরে বসে নররূপে নারায়ণকে দেখতে পেলি না?''

- তোমরা কাজটা কর - মানেটা ভাল করে বুঝে কর - কথার পরিব্যপ্তিটা বোঝো, দর্শন স্পর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন।

২৩.৫ ঘন্টা দিন রাত্রির সংসারকে দাও, বাকি আধ ঘন্টা কালের সময়টা গুরুকে দাও, তখন কেউ তোমার আর গুরুর মাঝে আসতে পারবে না। মাস্টারী ছাত্র কেউ না। নিজের কথার সত্যের উপর স্থির থাকো (Man of Word হওয়া) যাকে যা কথা দিয়েছো - সেটা পূরণ করবে।

তপন ঃ- বাবা প্রবল জ্বর (High Fever) বলে মেডিকেল লীভ (Medical Leave) বলে এখানে এসেছি -

হ্যাঁ fever- এর চিকিৎসা আছে - কিন্তু এই fever-এর তো কোনো চিকিৎসা নেই।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করলে অনায়াসে শক্তি বাড়বে - কামে সহজে প্রেম আসে - কিন্তু সবসময় নিজেকে হুঁশিয়ার রাখবে - যে আমি কোনো কারো পরনিন্দা পরচর্চা, অনিষ্ট সাধনে থাকব না।

ভক্তির নানা শ্রেণীভেদ আছে - আক্রুর, সুদামা, বিদুর, গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের ভক্তি প্রত্যেকের রকমফের আছে। ভীষ্ম ছিলেন তেজস্বী। বীর পুরুষ অষ্টম গর্ভের সন্তান। ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞানী লোক ছিলেন কিন্তু শকুনির কু-পরামর্শে অজ্ঞানী হয়ে গেল - পঞ্চ পান্ডবদের বনবাসে পাঠাল ১২ বছর বনবাস আর ১ বছর অজ্ঞাতবাসে থাকবে তারা। শকুনি লোক লাগালো পঞ্চাপন্ডবদের মারবে বলে - কিন্তু বিদুরের সব নখদর্পনে, কে কোথায় আছে, কি করছে - যদি সৎ অভ্যাস রাখ তাহলে মানুষ সব পারে। যদি সততার ফল চায়, তাহলে মানুষ সচ্চরিত্রতার ভালবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে পারে - তার ফল ভাল হবে। তুমি দেখবে তোমাদের গুরুভাই নয় এমন লোকেই বেশি দিয়েছে।

<u>রামনবমী - ২৮.৩.৯৬ (চন্দননগর) সন্ধ্যে ৬:২০ বন্দনার পর</u>

যেখানে গুরুবন্দনা হয় সেখানে কু, খারাপ কিছু আসতে পারে না - গাছের একটা পাতাও নড়তে পারে না তার ইচ্ছাভিন্ন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও তার কথা শুনতে বাধ্য।

বুঝলা তপন - যে গুরু-প্রেমে মাতোয়ারা হয়, গুরু কথা হলেই কেঁদে ভাষায়, যেখানে গুরুর কথা হয় সেখানেই সে কেঁদে মাতোয়ারা হয়। কেউ তাকে টলাতে পারে না। গুরুর নামেই তার চোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরায়।

- যারা গুরু কৃপাকে ঠিক না বোঝে - তারা অন্যপথ ধরে কাজ করছে। তাতে ওদের ক্ষতি। চিন্তাটা মনে আসে তখন আমি প্রয়োগ করি চিন্তা কি আমি করি? কি - কেন? এই প্রশ্নটা সব সময় আমার মনে ঘোরে। যদি তীব্র আশা আকাঙ্খা থাকে - ভাল বস্তুর উপর - তাহলে সেটা পাবেই - যদি তীব্র হয় আকাঙ্খা তবে তাকে টেনে বার করে নিয়ে যায়। চিন্তা - ও চিতা - দুটোতেই মানুষ জ্বলে - চিন্তায় জ্বলে ধিক ধিক করে আর চিতায় জ্বলে ধক-ধক করে। মা চিন্তা করে করেই অসুস্থ হলেন।

এক এক শ্রেণীর লোক নিয়ে চলি কিন্তু পাগল হলেও তত খ্যাপা নই- যা যা বলি ঠিকই বলি। মেজদা যে ঠিক আছে, পাগল হই নি। মানুষের জন্য করলাম বেশী আর গালি খেলাম ততোধিক বেশী। কিন্তু মায়ের ছেলে বলে মাথাটা ঠিক রাখলাম। তুমি তার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় গেলে কিছু করার নেই - আমি মারতে পারি না। কিন্তু বলতে পারি। এ রাস্তা ছাড়ো, জ্ঞান নয়নকে প্রহরী রেখো সে যেন সাবধানে থাকে। কুরুচি কুমন্ত্র যত নিকট হতে দিও না গো! যদি জ্ঞান তোমার ভিতরে ঢোকে সে তোমায় ঠিক রাস্তায় নিয়ে যাবে। তুমি যদি কোনো কথা জাননা - পড়াশুনা জাননা, তবু তোমার মুখ থেকে জ্ঞান, মহাভারতের কথা সব বেরোবে, শুধু যদি তুমি তাকেই ধরে থাক। যদি মনের মধ্যে কু-চিন্তা, কু-ভাব যখন আসবে, তখন মনকে বলতে হবে - এই আমারই মধ্যে তোর বাস। আর তুই আমারই সর্বনাশ করতে এসেছিস?

যদি ক্ষমা দান আর ত্যাগ এই নিয়ে চলতে পার, তবে তোমার মধ্যে কোনো কুজিনিষ, চিন্তা বা ভাব কখনই আসতে পারে না।

মনটারে ঠিক কর মা, মনটাকে ঠিক কর। আত্মপ্রবঞ্চনা করে লাভ নেই - নেপালে আমায় অভিনয় করতে হয়েছিল - সেখানে দেখেছে কিন্তু চৈতন্য জাগে নাই! কর্ম না করে আমি কিছু পেতে চাই না - কিছু কর্মের বিনিময়ে তিনি তোমার কাছে দক্ষিণাটা নিতে চাইবেন - গুরু আছে ধামে, কি করে তাকে যমে? তাকে ধরে সব করা গুরুকে ধরে সংসার কর।

আমার রায়পুরে আশ্রমে যে সাপটি আছে তার মাথার মনি কত বড়। সাতরাজার ধন। তার বাসাটা কেমন, জায়গাটা দেখ। সিদ্ধির আসনের নীচে -

গিরীশ ঘোষ যখন মদ খেত ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে খেত - পরে তার গ্লাসে ঠাকুর ভেসে উঠতেন, সে তখন গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে দিল - কারণ তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন অতি বড় অনাচারীকেও টেনে তোলেন। রাশটানা তার ইচ্ছায়, অন্য কিছু হতে পারে না।

আগেকার দিনে এইভাবেই গুরুগৃহে পাঠ ধ্যান চলত - আধ্যাত্মিক, জাগতিক -- গুরুশিষ্যদের নিয়ে সব সময় আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। তারপর - অনুশীলন। ছাত্ররা অপরাগ হলে ঘা খেলেও গুরু আঘাত পেতেন।

আসলে যদি নিজেকে ফাঁকি না দাও, পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাও, তাকে পেয়ে যাবে - তবে নিজেকে দয়াবান - ক্ষমাশীল - ত্যাগী হতে হবে। তবেই না সে ভাববে - নাঃ এবার যেতে পারা যায়।

মূর্খদের উপদেশ দিলে তাদের রাগ বাড়ে ও নিজের ক্ষতি হয়। যেমন পাখিরা তোড়ে বর্ষনের সময় বাঁদরদের ভিজতে দেখে বলল তোমাদের হাত পা আছে তোমরা বাসা বানাতে পারোনা? দেখ আমরা কেমন ঠোট দিয়ে বাসা বানাই।

শুনে বাঁদরেরা রেগে গেল - জিব ভেঙালো আর পাখিগুলির বাসা উল্টে ফেলে ভেঙে দিল। এই রকম এখানেও মূর্খ আছে কেউ কেউ। মানুষকে ডানপিটে হওয়া চাই, না হলে উন্নতি করতে পারে না। ঐ বৈকুণ্ঠ ধামের দেখা মিলছে তোমরা দেখতে পাও না - আমি পাই - উফ্ সেখানে কি সুন্দর নাম গান হচ্ছে। তাদের মধ্যে - তোমরা শুনতে পাওনা, আমি শুনতে পাই। আমরা থাকি Atmosphere-এ আর ওরা থাকে Inosphere-এ ওদের উপরেও অনেকে আছে - তাকাও - যাক ওরা আছে খুব আনন্দে - তা ওদের নাম গান এখানেও হয় - এখানেও আস্তে আস্তে প্রচার শুরু হচ্ছে!

<u>১৪.৪.৯৬ - চন্দননগর</u>

-কেহ নাহি যার

-তুমি আছ তার

দুঃখ দীনের সাথী।

বাবাই ঃ- দাদু তুমি বিপদে আপদে রক্ষা করার পর কিছুক্ষণ মন ঠিক থাকে - তারপর আবার মন দূরে সরে যায় -

ঈশ্বরের কৃপা পেয়েও যদি কারো মনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না আসে তাহলে কেন তিনি .....

বাবাই ঃ- আমার মনে হয় স্থুলে আসে না -

তবে কিসে আসে?

বাবাই ঃ- তুমি যদি দাদু কৃপা করে মনে বিশ্বাস জাগাও তাহলে মন ক্রিয়াও করে -

যদি প্রত্যক্ষে সূর্যকে দেখেও না আসে বিশ্বাস, যদি না তাকে দাও মনের প্রসারতা।

বিচারে বিচারে বাড়ে মনের অসাড়তা, আসলে অহংকার মনকে দূরে সরিয়ে রাখে - অহংকার অভিমান ত্যাগ করে তার কাছে যেতে হয়। আমার কাছে আসতে হলে একেবারে সাদামাটা হয়ে আসতে হবে। মনের মধ্যে 'কিন্তু' নিয়ে নয়। এই যে নেপালে (রুবিকে দেখিয়ে) ওকে

দেখিয়ে আমি বললাম মাগো তোমার এই ভক্তরা ঠিক নয় - একটু (তার) ঝিলিক দেখিয়ে দে- মাও ছলনা করে কি কাঁচা খিস্তি দিল - তুমি ভাবো --

আমি একটা রাজার ব্যাটা ছিলাম। টাকা পয়সা কি ছিল না আমাদের? আমরা ব্রিটিশ সরকার-কে আট আনা খাজনা দিতাম - ঐ অতসব টাকা আমি দান করে দিয়েছি। আমাদের দাদামশাই Unon Borad - District Board-এর Chairman ছিলেন - ঋষিতুল্য লোক ছিলেন। ওঁনারও মামার সম্পত্তি প্রাপ্তি হয়েছিল, আমরাও মামার সব সম্পত্তি পেয়েছিলাম - তবে জগতের যা হলে মঙ্গল হবে, ভাল হবে সেটাই সব সময় চেষ্টা করেছি। আহা! গুরু সবার মূলে - দেবতাদের গুরু, দৈত্যদের গুরু - মানুষের গুরু। গুরু সবার মূলে। আমাকে তবে রামঠাকুর, ভোলাগিরি মহারাজ বলতেন তুই পাগলা, জগৎগুরু পাবি। --

আচ্ছা সব মহাপুরুষরা আমায় পাগলা কেন বলত? যেমন দাদাঠাকুর বলতেন।

দেশের বাড়িতে (ছোট বেলায়) আমি গাছে পা ঝুলিয়ে (রাতে) বসে আছি সব পাহারাদারেরা ঝুলন্ত পা দেখে চেঁচাতে লাগল - ব্রহ্মদৈত্য বেরিয়েছে। কিন্তু কই আমি তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কি রকম হোলো। ওদিকে তারা ভয়ে বন্দুক ছুঁড়তে লাগল ব্রহ্মদত্যিকে। অনেক পরে বুঝলাম আচ্ছা ওরা আমাকে বলছে না তো?

১৯৯৫ - ১৯৯৬ গেল - মানুষ যেন মানুষ হয়ে দাঁড়ায় - ভুল কাজ না করে সুখে শান্তিতে যেন বৎসরটা কাটে।

আগুন, আগুনের কাজ করবে - জলে নামলে জলে ভিজবে - কিন্তু তবু অনেকেই জেনেশুনে জলে ভিজতে নামে -

- কলি বলনা সবে ভাই

সে খেলা খেলাই

হরি পিতা হরি মাতা

হরি জীবের অন্নদাতা

চেয়ে দেখতো অন্তিম কালে

অন্য বন্ধু নাই ----’’

আমায় করাইতেছে যাহা আমি তাই করি - কারণ তিনি আমাকে (দিয়ে) যা করান তাই করি - এই দেখ এতো কথা বলি --’’

আমি শালা ঘরের চিন্তা নাই

আমার শুধু এই চিন্তা হরি

বিষয় চিন্তায় তোমায় যেন না ভুলি --’’।

- আমার মনে বাড়ি গাড়ি টাকা নয়, শুধু তার চিন্তাই থাকে।

লখনউতে আমি অতুলপ্রসাদ সেনের (A.P. Sen) বাড়িতে যেতাম। আমায় বলতেন তুমি বেশী করে আস না কেন? রবিবারে আসনা? এখানে কত (মেহফিল) জলসা বসে। ক্লাস নিও অন্যদিন গুলিতে।

লখনউতে পাহাড়ী স্যান্যালের বাড়িতে খুব রমরমা। তাদের ২২৭টা বাড়ি ছিল। দোলের সময় তাদের বাড়িতে খুব ধুমধাম করে উৎসব হতো। ওদের একটা জাফরীকাটা হলঘর ছিল - সেখানে বাইজি নাচ হোতো। দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দামী আতর ছোড়া হোতো। ছোড়া হতো লাল আবির, গোলাপ জল। মেঝেতে পাতা থাকত মলমল চাদরের ফরাস। সেদিন সান্যাল বাড়িতে আমাদের অনেক ব্যবস্থা হয়েছিল। অতিথি সমাগমে বাড়ি মুখর। দ্বিজেন সান্যাল ডাকতেন। আমি যেতাম আমার মেস থেকে।

যখন বাংলায় দুর্ভিক্ষ হোলো চালের crisis হোলো। মানুষ খেতে পাচ্ছিল না, বাংলার দুর্দশার কথা আমি লখনউতে বসে কাগজে পড়তাম - আমি ভাবলাম আমিও তো ঐ দেশেরই ছেলে আমার মেসে যে কয়েকজন বাঙালী বাস করতেন, সকলকে একত্র করে - একটি গানের জলসার আয়োজন করলাম।

আমার সংগীত বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যালের অনুমতি চাইলাম জলসার আয়োজন করার এবং তার নিজের ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার। উদ্দেশ্য ছিল ঐ জলসা করে টাকা তুলব ও ত্রান কার্যে তা দান করব। এইভাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করব। তা, প্রিন্সিপ্যাল সাহেবদের কাছে আর্জি নিয়ে গেলাম। প্রিন্সিপ্যাল হামিদ হুসেন খাঁ সাহেব বললেন - কি হে বাঙালীবাবু? সব শুনলেন - সম্মতি দিলেন - এবং স্বয়ং রাত তিনটেয় মঞ্চে এসে বসলেন - সকাল সাতটা পর্যন্ত চলল তার সঙ্গীত পরিবেশনের অনুষ্ঠান। তখনকার দিনে, সে যন্ত্র সংগীতই হোক বা কণ্ঠ সংগীতই হোক, যে কোনো রাগ অতি সুন্দরভাবে পরিবেশনা করা হোতো। সে রাগ পীলুই হোক বা ভৈরোঁ তারপর ভৈরবীতে শেষ। যেমন করলেন হামিদখা সাহেব। তবে ভৈরবী রাগ সব সময় গাওয়া যায়। অন্য রাগ রাগিনীর হোলো ইমন, হটমন, কল্যান, খাম্ভাজ, দরবারী, জয়-জয়ন্তী, মেঘমল্লার, শীরাট মল্লার, অগ্নিমল্লার- এই সব রাগ রাগিনীর গাইবার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। তখনকার সময় সংগীত সাধনা ছিল ঈশ্বরমুখী -

লখনউতে চাটুজ্যেদের হোটেল - আগে থাকত কর্পোরেশনের মোটা পাইপের মধ্যে। তার বাসস্থানের অভাব ছিল। অর্থসংকটে সে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। আমি তাকে বললাম - এখানে পানের দোকান দাও। সেখান থেকে সে প্রভূত উন্নতি করল- পানের দোকানের পর বাড়তি আয় দিয়ে সে দিল মিষ্টির দোকান - তারপর শুরু করল হোটেলের ব্যবসা। তবে ঐ লোকটার মধ্যে একটা বড় গুণ ছিল। সে কখনও মিথ্যার আশ্রয় নিত না। সব সময় সত্য কথা বলত। একবার আমি বসে আছি বারান্দায়, দেখলাম সে গামলা ভর্ত্তি রসগোল্লা

ড্রেনে ফেলে দিল - জিজ্ঞেস করাতে সে বলল - কেউ আরশোলাকে মিষ্টির মধ্যে ভাসতে দেখেনি (আনায়াসে মিষ্টি বিক্রী করা যেত) কিন্তু না দেখুক, আমার মন দেখেছে। আমি তাকে বললাম তুমি যখন লখনউতে কাজের খোঁজে এসেছিলে - পকেটে আট আনা নিয়ে এসেছিলে - আর এখন ১৪ কোটি টাকা বানিয়ে নিলে।

কর মা অতিথি সেবা, পূর্ণ হবে মনের আশ- এই অতিথি গৃহে এলে -

অতিথির বেশে শ্রীহরি

ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ফিরি

অতিথির বেশে আসে শ্রীহরি

মা দশমহাবিদ্যার যে কোনো রূপকে যদি তুমি সাধনা কর তো সে স্বয়ং এসে তোমাকে সিদ্ধি দেবে - তবে সেই সাধনা সম্পূর্ণ নির্ভূল হওয়া চাই - সে বলবে - তুমি কি চাও? তখন তুমি বাড়ি - গাড়ি যা খুশি চাইতে পার - আর যদি বল তোমাকে চাই তবে সে বলবে ''আয় আমার কাছে'' ব্যস হয়ে যাবে সিদ্ধি - যদি তুমি উপরি উপরি বল - বাবা আমার কথা তো শুনলে এবার আমাকে দয়া কর তাহলে আমাকে পাবে না। কিন্তু! দর্শন, স্পর্শন, মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসন - এগুলি করতে হবে গভীরে -

মানুষ, মানুষ হয় পরিশ্রমের জন্য - তুমি খাটছ, তবে মূল্য পাচ্ছা - কেউ গান বাজনা বাদ দিয়ে নয়। যদি আমি জানি যে তিনিই সব - তাহলে ঘাঁটাঘাঁটি - তর্ক বিতর্ক - কেন করবো? আমার এই প্রশ্ন সবাইকে। আমি আমার ছেলে মেয়েদের জন্য সব দেখিয়েছি, তাহলে? তাঁকে দেখে কেন তাঁকে ধরে রাখতে পারবে না? যখন তোমার মধ্যে অবগুণ বেড়েছে দেখবে, তোমার গুরুকে স্মরণ করবে, আমি তখন এসে তোমাকে শান্ত করে দেবো। তবে যদি আমি একেবারেই শান্ত করে দেই, তাহলে সে পাগল হয়ে যাবে - নাঃ, তাকে আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে যে সারাতে হয়। মীনাক্ষীকে তিনি টেনেছেন তাই জয়গুরু বলে বেরিয়ে পড়া, এইরকম যদি জয়গুরু বলে বেরিয়ে পড়া যায়, তাহলে সর্বসিদ্ধি। কিন্তু সব সময় হয় না।

মীনাক্ষী ঃ- আচ্ছা বাবা, গুরুভাই বোনদের সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরের কিছু সম্পর্ক আছে নাকি?

আছে বই কি? ওকে (অমুককে) দেখলে আনন্দ হয়, কারণ ওদের মনে একই ভাব আছে। তাই একে অপরকে দেখলে আনন্দলাভ করে থাকে।

- রুবির বাড়ি (কলকাতা - বেহালায়) কেন গেলাম? কারণ ভক্তের কাছে ভগবান আসেন।

অক্ষয় তৃতীয়া হল আসল গুরুপুজোর দিন, পতি পরমগুরু তার পুজো হলেই সব পূজা হয়ে যায়। - এখানে (গুরু আশ্রয়) কোনো একাদশি নেই - যেমন নেই জগন্নাথ ধামে। আমি তো বলি খেয়ে দেয়েও গুরুপুজা করা যায়।

- রামেশ্বর মন্দিরের কাছে দেখি - সুরদাস, তাঁর পার্থিব চক্ষু নেই - কিন্তু জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত। তখনও গান করছে - তার ২.৫ হাজার বছর বয়স - ঐ মন্দিরের কাছে বসে তিনজন গান করছিল - দেখি তিনজন আমারই গান গাইছে, তারাও ছিল অন্ধ।

মিহির ঃ- বাবা আমাদের তোলা টাকা মন্দিরে (রামেশ্বরম মন্দিরে) না দিয়ে ওদের দিলেন কেন?

(বাবা সুরদাসকে উদ্বৃত করে বললেন) মাইয়া মোরি - ম্যায় নেহি মাখন খায়ো --

প্রনবানন্দর কুষ্ঠ আমি সারিয়েছি - আর রবীন্দ্রনাথের গোদ আমি সারাই। ভূপেন সান্যাল খুব উচ্চ সাধক ছিলেন।

বেহালায় অবস্থানকালে বাবা দশনার্থী - আবিরের পিসেমশাইকে বলেছিলেন - তুমি দেবদেবীদের দর্শন পাও সে তো ঠিকই - এই যে যেমন আমি সামনে বসে আছি। রাম আর গৌরাঙ্গকে তো আমি পাঠিয়েছিলাম, তাই তো এরা আমায় বলে অবতারী।

নিতাইকে বলেছিলাম তোমার পারিপার্শ্বিক দেখবে - তারা হয়তো সবাই সৎপথে চলছে না। তুমি কিন্তু সেদিকে মন দিও না।

অতিথি সেবা - (কুনাল বাগচির অতিথি সেবা প্রসঙ্গে) - অতিথি সেবাও সাধনার একটি পন্থা। এতেই সব যোগক্রিয়া হয়ে যায়।

মীনাক্ষী ঃ- বাবা আমাদের খুব ঝগড়া হয় -

রাগকে আনুরাগে পরিণত কর। আয়-ব্যায় - আজকাল দুর্মূল্যের বাজার, বাড়তি খরচ লেগেই থাকে - তো এই বাড়তি খরচ যোগানোর জন্য পয়সা আনবি কোত্থেকে? চুরি - চামারি - খুন - খারাপি করবি? অসৎপথ ধরবি? না! তখন গুরুকে স্মরণ করে বলবি বাবা - এই বাড়তি খরচের সুরাহা হবে কি উপায়ে? তুমি দেখ - দেখবি, তখন আমি এসে তোদের হাল ধরব -

অক্ষয় তৃতীয়া তিথি - ২০.৪.৯৬ : চন্দননগর

দই -মিষ্টি (মৃত্যুঞ্জয় sweets থেকে) আনতে হবে - মৃত্যুঞ্জয়ের মিষ্টি গনেশ সুইটস এর দই ভাল - আমি চেষ্টা করি বাবা সেখানকার ভাল জিনিষ নিতে - কারণ আমার ছেলেরা প্রসাদ নিবে - তৃপ্তি পায় - খাওয়া দাওয়া বাহ্যিক ব্যাপার। অন্তরের ব্যাপারটাই আসল।

ধৈর্য ক্ষমা, ত্যাগ দান - এই চারে ভগবান অর্থাৎ এই চারের মধ্যে যে আছে তাকেই বলে ভগবান।

তপনদা ঃ- বাবা অক্ষয় তৃতীয়ার গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য কি?

অক্ষয় তৃতীয়া তিথী আদিগুরু শঙ্করাচার্য, রামঠাকুরের আবির্ভাব তিথি - জন্মদিন, স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসের জন্মদিন। অক্ষয় তৃতীয়ায় জন্ম হয়েছিল বামাক্ষ্যাপা ও জগৎবন্ধুরও। দ্বিতীয়ত; কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, তুঙ্গনাথ, অমরনাথ এবং গোমুখ মন্দিরগুলি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন খোলা হয়। অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শ্রাবনী পূর্নিমা পর্যন্ত এই মন্দিরগুলি খোলা থাকে - তারপর শীতের প্রকোপ আরম্ভ হবার আগেই শ্রাবণী পূর্ণীমাতে উক্ত মন্দিরগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয় - তারপর যখন ফের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উক্ত মন্দিরগুলি খোলা হয় তখন দেখা যায় শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ এতদিন পরেও, তখনও জ্বলছে, হাজার হাজার পূর্ণ্যার্থীরা সেটি দর্শন করতে আসে।

- এটা দেখেও মানুষ কেন তাঁকে চিনতে পারে না?

- (রুবিকে) যাও কর্তা খুব বকবে। আরে আসতে তো হবেই - খাওয়া দাওয়া হয়েছে যখন - আর কি? (সবিতাকে) তুই দিদিভাই কিছু মনে করিস না আমি এমন বললাম বলে -

- হ্যাঁ সবাই ব্যস্ত এক আমি বাদে, তবে একটা কথা কি জানিস? আমার ছেলে মেয়েরা বেশীর ভাগই শিক্ষিত আমি 'ক' অক্ষর মূর্খ - কিন্তু তাদের আমি কিছুতেই বোঝাতেই পারছি না - কত আর বোঝাবো!

- ভাবছি লেখা ধরি - কিন্তু এত ঘটনা ঘটিয়েও - আমি কিছু বোঝাতে পারলাম না। লেখা ধরে আর কি করব?

(দেবুকে) দেখ দোকানে - মন্দিরে - যেখানেই গনেশ রাখবে - উপরে গনেশ আর লক্ষ্মীকে নীচে রাখবে - অথবা আলাদা, কেননা গনেশ সিদ্ধিদাতা তো। - তারপর যে কোনোও পূজাই করবে - প্রথমে গুরুর তারপরে গনেশকে পুজো করে - পুজোর কাজ আরম্ভ করা উচিত।

- কারিপাতা খুব অনিষ্টকর খাদ্য - এটি বহুরোগের কারণ - আর কলমীশাকের রস খালি পেটে খেলে অ-নে-ক রোগ দূর হয়। রসের মধ্যে মধু মিশিয়ে নিতে হয়।

উদ্ভাবন (Invention) আবিষ্কারের (Discovery) তুলনায় অনেক শক্ত (কথাটা বাবা বললেন আন্দামান দীপপুঞ্জে বিভিন্ন শেকড়ের প্রাপ্তি এবং তাদের উপকারিতার প্রসঙ্গে এবং তারই সঙ্গে জড়িত Director বড় বিজ্ঞানী (Scientist) প্রসঙ্গে)

আমার আন্দামান যাওয়ার কথা ছিল - গোপালদের অতিথিশালায় (Guest House-এ)। নিকোবারের সর্বশ্রেষ্ঠ Aquarium আন্দামানে - কথা ছিল যাব জাহাজে আর ফিরব প্লেনে - আমার একা একা কোথাও যেতে ভাল লাগে না। অবশ্য অনেক জায়গায় একাও গেছি - আবার আমার সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও গেছে।

- যেমন গোরখনাথ, তিরুপতি - নেপাল। তবে আগে মায়ের দর্শন করে ঠাকুরের দর্শন করতে হয়। - নেপালেও তাই।

প্রশান্তদা ঃ- হ্যাঁ বাবা তিরুপতিতেও মায়ের দর্শন অদ্ভুত ভাবে হয়েছিল -

রাজগীরে গেছি - সেখানকার বিখ্যাত Ropeway - চাপলাম - সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে গেল - আমি যেই বিরক্ত হয়ে বললাম - যাঃ। তক্ষুনি Trolley ফের চলতে লাগল। - আমি কোথায় যাই নাই? অভ্র, সোনা, কয়লা, সব খনি গুলিতেও, ভিতরে ঘুরে এসেছি - খনিগুলো ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪০০/৫০০ ফুট নীচের - সেখানে জল ভরে গেলে ভীষণ কষ্টকর মৃত্যু (চাসনালা খনি দূর্ঘটনার প্রসঙ্গে)।

কেদার, বদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী - এদের সবার চূড়াগুলি পড়ে ১০/১২ মাইলের ব্যাসের মধ্যে - কিন্তু পাহাড়ী রাস্তা ঘুরপথে হওয়ার জন্য পথ হয়ে যায় বিস্তীর্ণ - ১৫০ কিলোমিটার।

(প্রসঙ্গ দূর্গাপুর মন্দিরের আরম্ভ সংক্রান্ত মিটিং - যা হয়েছিল ১৯৫৫ সালে ভীষণ গরমে মিটিং ডাকা হয়েছিল) - কি করব - যা আছে তারই মধ্যে থাকতে হয়। আমি ছফুট লম্বা লোকটা শুয়েছি একটা ৩ ফুটের চৌকিতে, সমস্ত ধড় বাইরে - তোমাদের মা প্রনামীতে পাওয়া সব কাপড়গুলি বিলিয়ে দেন - কাউকে ধুতি কাউকে শাড়ি। দেওয়া ভাল।

(বাবা রুবিকে) - হ্যাঁরে তুই এখনও যাস নাই

রুবি ঃ- নাঃ বাবা আমি এখানেই থাকব -

হঃ কেমন হাইস্যা হাইস্যা বলল (পলীকে)

পলী, তোর খবর কি?

পলী ঃ- ভাল -

হ্যাঁ সে তো বটেই - সে বিষয়ের কোনো সন্দেহ আছে কি? - নিজের কথা চিন্তা না করে যে অপরের কথা চিন্তা করে, সেই ঠিক কাজ করে। নিজের কথা তো চিন্তা সবাই করে - পশু-পাখি - অপরের কথা কে চিন্তা করে?

(বাবা রামদাকে বকছেন - কেন অক্ষয় তৃতীয়ার প্রসাদ পাড়াতে বিতরণ করা হয়নি। রামদা অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করে নিলেন - কেন হয়নি?) আগেই প্রসাদ দেওয়া উচিত ছিল। আমি এখন বিছানায় পড়ে আমি কি সব নিজে নিজে দেখতে পারি আর? আমি এখন তোমাদের দিয়ে কাজ করাই।

ছোটবেলা ১০/১১ বছর বয়সে - ভয় কি হয়-মানুষের তৈরী ভয় কি হয় - আমি তা জানতাম না। ভয় ছিল না - বাড়ির লোকে দেখতে পারত না। বলত এক পয়সা আয় করতে পারিস না। সবাইকে লুটিয়ে বেড়াস? - আমি বলতাম তোমরা প্রজাদের রক্ত চুষে খাও - ভিটে মাটি উচ্ছেদ করে, তাদের খাজনা আদায় কর - প্রজার অভিশাপ থেকে কেউ কখনো পার পেতে পারে না - আমি কারোকে অসৎ পথে বিতরণ করি না। প্রজারা আমাকে খুব ভালবাসত - বলত ছোটকর্তা আমাদের সহায়। আমার সাত বছর বয়সে পৈতে হয়েছিল। আমার এক বন্ধুর মা (ঘোষেরা) আমাকে নারকেল বড়া, পাবদা মাছের ঝোল - আর ভাত খাওয়ালেন। জানতে

পেরে সমাজের মাথা পুরোহিত মশাই রেগে বললেন - খোকন কি করসে? নৌকো বানাচ্ছে? না ভাত - ঝোল খাচ্ছে? তিনি রেগে মেগে গিয়ে ডাক্তার (আমার বড়দাকে) এই অনাসৃষ্টির কথা বললেন। বড়দা আমাকে বকলেন - খোকোন, এ কি করলি ? ভাত খেলি ঘোষদের বাড়িতে? জাত গেল না? বললাম না গেল না! ভাতের আবার কি জাত? হিন্দু মুসলমান বাড়িতে ভাতের চরিত্র এক! আমার বিচার হোলো - রান্নাঘরে - বাড়ির সবার সঙ্গে একসাথে পাত পেড়ে ভাত খাওয়া চলবে না।

আমি বললাম বেশ! আমি ঠাকুর চাকরদের সঙ্গে বসে একসঙ্গে ভাত খাবো। এবার বাড়ির লোকেদের মান যায়, তাই আমার উপর প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দিয়ে আমাকে মাফ করা হল।

কিন্তু আমি ভয় পাই না। আমি মারতেও পারি, আমি বাঁচাতেও পারি। অনেকে শুধু মারতেই পারে, বাঁচাতে পারে না। কিন্তু আমি দুই-ই পারি।

যোশীমঠে - মলিনা, প্রশান্ত বোসের স্ত্রী মাথা ঘুরে পড়ে গেল- এই রকম আরেক জনও মাথা ঘুরে পড়ে যায়। আমি গুরুদেবকে বললাম - ঠাকুর গুরুর সঙ্গে এসে যদি তার শিষ্য মারা যায় তাহলে তার কি মান থাকে? তিনি বললেন তুই অলকানন্দার জল ওদের মাথায় ছিটিয়ে তিন টোকা মারবি সে উঠে পড়বে, তাই হোলো, তখন আমি বললাম - ধর্ম কি জয়, অধর্ম কি পরাজয় --

তবে আমি কখন কি খেয়ালে থাকি - কাকে কি বলি - আমার তা মনেও থাকে না। কখন কাকে কি বলছি - সে তার জামা কাপড় নিতে চলে এলো। বলল বাবা - তুমি আমায় বাঁচিয়েছ। আমি বলি বাঁচাই কি আমি? বাঁচায় সে।

(পলিকে) আমি যাকে যা বলি - তা কখনও মিথ্যা হয় না। তোর মা ৬০/৭০ বছর সঙ্গ করছে, জিজ্ঞেস করিস।

আমার ডান হাত করে বাঁ হাত জানেনা। আমি যখন যাকে যা ইচ্ছা করে - তার অজান্তেই করে দিই। কিন্তু মানুষ মোহান্ধ - কিছুতেই বেরোতে পারে না, শুধুই ভাবে আমার - আমার বাবা, আমার মা - আমার ভাই, আমার বোন - কিন্তু যখন তুমি বিছানাতে পড়ে আছ, তখন কেউ নেই তোমার কাছে - তোমার কাছে আছে শুধু দীনবন্ধু।

দেবতারা পর্যন্ত মায়ার বশে থাকেন। পূর্নব্রহ্ম সনাতন রাম - যখন লক্ষ্মণের শক্তিশেল লাগল কি ভীষণ কাতর হয়ে পড়লেন। তখন কবিরাজের নিদানে হনুমান ছুটলেন হিমালয়ে গন্ধমাদন পাহাড়ে উদ্ভিজ বিশল্যকরনীর সন্ধানে। তাঁকে অতি সত্বর ফিরতে হবে উদ্ভিজ সহ। নিয়ম হলো বিশল্যকরনীর ওষুধ লক্ষ্মণকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই খাওয়াতে হবে, তাই দেরী না করে গোটা গন্ধমাদন পাহাড়টাকেই হনুমান উঠিয়ে আনলেন লঙ্কার সমুদ্র পাড়ে, প্রভুর সেনা ছাউনিতে।

এবং লক্ষণ সুস্থ হলেন। হনুমান, অত তেজী গরম সূর্য - পবনপুত্র তাকে খপ করে বগলদাবা করল এমন তার শক্তি।

নবদ্বীপের কাছে গাড়ির ইঞ্জিন গেল ভেঙে কাছেই এক হোটেলে গেলাম -

হোটেলওয়ালারা বলল বাবা আজ তিন তারিখ - সাতদিন এখানে কাটান কারণ গাড়ি সারাতে সময় লাগবে। কিন্তু সেখানে আমার ভক্ত - শিষ্যরা বসে থাকবে? গুরুদেবকে স্মরণ করলাম। বললেন - যা হয়েছে-তুই এবার ড্রাইভারের ডান দিকে বোস। গাড়ি চলল - ৮৬ মাইল, বিনা ইঞ্জিনের গাড়ি চলেছে - তারপর গিয়ে বেলডাঙায় গাড়ি পৌছালো।

আজ কোনো ইঞ্জিন নয়, মহাপুরুষেরা সেই গাড়ির ইঞ্জিন - আর আমার সন্তানেরা সেই গাড়ির বগি (bogie) এরপরে তিনি নদীর পারে দাঁড়িয়ে আছেন, আর ভক্ত - শিষ্যরা তার নৌকায় উঠছেন এই তো খেলা। --

আমার গুরুদেব যখন আমাকে বৈদ্যনাথ থেকে নিয়ে গেলেন মানস সরোবরে আমাকে বললেন - দেখ রে - তোকে এই জায়গায় বসতে হবে। ১২বছর পর আমি এসে তোকে নিয়ে যাব। - তবে তারও আগে তিনি নিলেন আমার আরেক পরীক্ষা - তিনি বললেন - এইবার ২৩০০০ ফুট থেকে নীচে লাফ দাও। দিলাম। অন্য কাজ তো করতে আসিনি তার নাম করতেই আসা।

- যখন তিনি আমাকে হিমালয়ের গুহা থেকে উঠিয়ে আনলেন - তখন আমার শরীরের উপরে ৪/৫ হাত বরফ জমে।

(রাবনপুত্র) ইন্দ্রজিৎকে বধ করবার আগে শর্ত ছিল - যে ১২ বছর ঘুমোয়নি - মেয়েছেলের ঘুম দেখেনি - কেবল সেই লোকই ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে পারবে। লক্ষ্মণ সেই শক্তিতেই তাকে বধ করলেন। না হলে ওকে বধ করবার ক্ষমতা লক্ষণেরও ছিল না। আসলে যে বর দেয়, সেই কিন্তু তাকে মারবারও উপায় করে।

- এখনো পৌরানিক চরিত্ররা আছে কিন্তু মানুষের মনে যদি বিশ্বাস না থাকে তো কি হবে? এখনও কালিয়ানাগ আছে - এখনও শঙ্খচূড় আছে। -

- বাবা রামেশ্বরে - পকুরে স্নান করায়েছেন তিনি যে জানেন। তবে কোন কোন ভক্ত তারে দেখিবারে পায় -

নিতাই ঃ- বাবা তিনিও কি নিয়মে বাধা?

নিশ্চয়, তিনি নিয়মে বাধা বলেই তোমাকে নিয়মে থাকতে বলেছেন -

নিতাই ঃ- তবে বাবা তুমি যে তাকে প্রাণে বাঁচালে সে ক্ষেত্রে নিয়ম কি?

গুরু নিয়ম রক্ষাও করেন। তিনি জানেন কার কার পূর্ব অভিশাপ ছিল, যেমন পরেশের মেয়ে - হাত খসে গেল।

সিনহা ঃ- বাবা যে ভক্তি করে তার কি মায়াও আছে?

না! যার মনে গুরুভক্তি আছে - সে মায়ামুক্ত। তার কাছে মায়া আসতে পারে না।

কালী শিবের উপর দাঁড়িয়ে বলেছেন দেখ আমার উপর মায়া খাটে না। যখন দক্ষ যজ্ঞ হয় তখন নারদ সে কথা গিয়ে দেবীকে লাগালেন - তিনি শিবকে বললেন - আমি বাপের বাড়ি যাব। শিব বললেন - খবরদার - ঐ হোলো শিবহীন যজ্ঞ - তুমি সেখানে যাবে কি করে? তাছাড়া সেখানে তোমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। কিন্তু দেবী অনড় - না আমি যাবই - বোনেরা আসছে তাছাড়া বাপের বাড়িতে নিমন্ত্রণ আবার কিসের? রেগে গিয়ে দেবী দশমহাবিদ্যার রূপ ধরলেন। যখন তিনি ছিন্ন মস্তার রূপ ধরলেন, তখন মাকে বাবা পাঠালেন।

দক্ষ, দেবীর বাবা, তাকে দেখে বললেন এই তুই এলি কেন? - দেবী উত্তর দিলেন - সেই তো বাবা, এটা হোলো তোমার শিবহীন যজ্ঞ - এ যজ্ঞ হতে পারে না। কারণ ব্রহ্মা যজ্ঞে নিবেদিত তার অংশ গ্রহণ করলেন। বিষ্ণু যজ্ঞে নিবেদিত তার অংশ গ্রহণ করলেন, কিন্তু শিব তো এখানে নেই তার অংশ কে গ্রহণ করবে? ব্যস হয়ে গেল! যজ্ঞ পন্ড।

- মা ও তো তেমনি মেয়ে শক্তিধারিনী। শিবকে পতিরূপে ফিরে পেতে দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করলেন - তাতেও ভ্রুক্ষেপ নেই, শিবের তখন যজ্ঞ হোলো - তিনি (মা) নিজের মাই কেটে আহুতি দিলেন - তখন শিবের টনক নড়ল - সেই মাই হল বেলগাছের বেল - বেলপাতা শিবের প্রিয়। তিনি সম্মত হলেন বিয়ে করতে - এই হল তপস্যা।

[- গৌরাঙ্গ দ্বাপর থেকে কলিতে এসে এই রূপ নিল]। কলিতে নামই আসল পথ - আর কাঁদল হা কৃষ্ণ - হা কৃষ্ণ করে। পরে নিজের রূপ দেখালো - তবে শ্যাম আর শ্যামা একই। আমার দূর্গাপুরের মায়ের রূপ দেখ - কেমন দুষ্টামি ভরা মুখ। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেনা। হরিপদের স্ত্রী, আমি হচ্ছি হরিপদর ঠাকুরদার ঠাকুরদার গুরু আমাদের দেশে সবই আছে - কত মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে এসেছে তারা আজও বেঁচে আছে -

atmosphere বায়ুমন্ডল এ নেই - Ionospher এ আছে তারা সেখানে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য যুক্তি করে, প্রয়োজনে তারা মহাশক্তিকে বলে এইবার তুমি এসো আমরা আর পারছি না। তাদের এই পৃথিবীতে থেকে কিছুই করার নেই বামাক্ষাপা, আরবিন্দ, বিবেকানন্দরা এসে এই পৃথিবীতে একটা একটা ক্ষেত্র (field) প্রস্তুত করে দিয়ে গেছে। আবার যখন মহাশক্তি super power নেমে আসেন তখন তিনি তাদের দু-তিনজকে নামিয়ে আনেন নাম প্রচারের জন্য।

- এই দেখ বাউলরা যা বলে তাদের কথাগুলির অর্থকে খুব গভীরে বিচার করে দেখবে। - কেউ বা পূজে দেবী-দেবা, ঘরের মধ্যে আছেন বাবা চিন্তামনি তারে চিনি নাই - এই যদি আমি এখন বাঁশি ধরি, তাহলে লোকে দুটো গাল পাড়বে। আসল ইতিহাস তোমরা জান না আমি জানি - সত্য - সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলির সব খবর আমি দিতে পারি। তোমাদের বোঝার ভুল - তোমরা চোখের সামনে বাবাকে দেখলে তবু চৈতন্য হলো না। আর চৈতন্য কি করে হবে?

চোখে ঠুলি দিয়ে বসে আছ। তবে হ্যাঁ আমার কথা যে শুনবে সেই সব পেয়ে যাবে, যেমন মহাপ্রভু - তাকে আমি দুটো কথা বলেছি - সে সব সময় তা সব কিছু পালন করে এসেছে। যেখানে আনন্দ, সেখানে ভগবদ পাঠ। আচ্ছা - সে চায় সহজ সরল মন যেখানে কুচিন্তার স্থান নেই - মন যদি বাগাতে পার, ডাকাতেরই দল গড় -B.A, M.A. পাশদের ও এই চিন্তা আসে না। তবে তোমাদের মনে সুচিন্তা শ্রদ্ধার অভাব, অবিশ্বাসে ভরপুর সেখানে ভক্তি আসতে পারে না।

আমি তো অনেক টাকা করতে পারতাম। গোরখনাথের ছাতা বাড়িটা আমায় দান করতে চাইল আমি বললাম - নিতে পারব না - বিশাল দায়িত্ব।

মহাপ্রভু সেখানে স্বয়ং পূজারী, গোরক্ষনাথকে স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু বাবাকে ওরা সবকিছু দিতে চেয়েছিল।

তপন ঃ- যদি তোমাকে আমরা দেবতা রূপে, ব্রহ্মজ্ঞ রূপে ভাবতে পারি -

আমাকে দেবতা রূপ নয় মানুষ রূপে ভালবেসেই তোমরা দেখবে - শুনরে মানুষ ভাই সবার উপর মানুষ সত্য তহার উপর নাই -

নিতাই ঃ- আসলে বাবা, মানুষ রূপে না হলে তুমি লীলা করতে পারবে না

হ্যাঁ কিন্তু তিনি লীলা করবেন কবে?

তপন ঃ- নবরূপে তুমি নারায়ণ এটা তো অনস্বীকার্য। এই যে তুমি ২৪ ঘন্টা শিষ্য সেবা করে চলেছ। তোমার দৃষ্টি দেখলেই লোকে চিনতে পারবে নবরূপে তুমি নারায়ণ - শুধু এই মিনতি বাবা আমরা বিপথে গেলে তুমি কানটি মূলে আমাদের টেনে নিও।

রুবি ঃ- হ্যাঁ বাবা তোমার শ্রীচরণ থেকে আমাদের কখনও বিচলিত হতে দিও না।

বৃহস্পতিবারেই হোক আর অন্য সময়ই হোক - সব সময় - ভিখারীকে ভিক্ষে দেওয়া চলে - তাতে লক্ষ্মী যায়, না আসে। তুমি ভাববে সব জীবেই তিনি অবস্থান করেন - তখন আমার কিসের বড়াই? সব জীবের মধ্যেই থাকব - কাউকেই ফেলব কেন? নেবই সব কিছু উঠিয়ে। অনেকে ভাবে বাবা অমুককে দেখতে পারেন না - তা কিন্তু নয় তিনি তাকে কৃতকর্মের ফল ভোগ করাবেন - তারপর উদ্ধার।

বেদে বলেছে সাধু - সন্ত - মহাপুরুষদের কাছে যাবে - তিনি তোমার ইষ্ট মঙ্গলের কথাই বলবেন। প্রথম দর্শন করলা - তারপর মনোনিবেশ করে শ্রবণ করা - তারপরে নিজের মনে চুপ করে চিন্তা করা - আমি তার উপদেশ কতটা নিতে পারলাম - মনন। এই হোল ধর্ম আচরণ। অন্য কোনো চিন্তা কেন করবে?

শেষ সময়ে কোনো জীবের শিবত্ব থাকে না। রাম-নাম সত্য হ্যায়। আবার সেই গৌরাঙ্গদেব সন্ধ্যে স্নান সেরেই জগন্নাথদেবকে বলতেন

''জগন্নাথ স্বামী - নয়নপথগামী ভবতু মে''

গীতা ধরে সেই অন্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদতেন - জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সামনে বলতেন - আমার গুরুদেব বলেছেন গীতোক্ত, গীতা উক্ত যা - তিনি তা, অর্থাৎ আমার বাণী যা আমিও তা।

গোরক্ষণাথের আশ্রমে থাকতে দেবে না। মুখের উপর বলেই দিল - যান মশাই হোটেল ভাড়া থাকুন। এই উক্তি ছিল আশ্রম ম্যানেজার নির্মলের - সেই সময় আশ্রমের মহান্ত কমলনাথ এসে পড়ল (ওরা অর্থাৎ নির্মল রায় আমাদের প্রভাবে ছিল) বলল - নির্মল! - তারপর আমাকে দেখে উল্লসিত, জিজ্ঞেস করল - থাকবেন? আমি বললাম কি করে থাকব? তোমার ম্যানেজার তো আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তখন কলমনাথ তাকে বলল, নির্মল তুমি একে চেননা - তোমার বাবা চিনত, ইনিই আদি গোরখনাথ (এবং গোরখনাথ নিজেই শীবের রূপ ছিলেন)।

- যাই হোক আমাদের পরদিন ধুনি দর্শন করালো। আজ পর্যন্ত মোট আটজন ধুনি দর্শন করতে পেরেছিল - তাদের মধ্যে ছিলেন লোকনাথ ব্রহ্মচরী একজন, তার মধ্যে আমি আবার আমার পুত্রদের ধুনি দেখালাম, ধুনি মন্দিরের দরজা খুলে - সেখানে আমারা ছেলেমেয়েরা ছিল - তাদের দর্শন করালাম। 'ধূনি' আদি গোরখনাথের, জন সাধারণের দর্শন করার অধিকার নেই তাই নির্মল ভয় পেয়ে বলল বাবা ওরা (আমার শিষ্য শিষ্যরা) দেখতে পেল যে - আমি বললাম - কেন ওরা ভক্ত নয়? একা তুমি ভক্ত। ওরা যা দেখল - তুমি কখনও দেখতে পারবে না। তো দেখ গুরু তার শক্তিতে নিষিদ্ধ জায়গাও দেখাইয়া দিয়েছে - কেউ পারবে না। যা করবে দেখে শুনে করবে - ভেবে চিন্তে কাজ করলে, পৃথিবীর তাতে মঙ্গল হয়। অপরেরও হয়। আমার ছেলেদের আমি বলি - আপনি আচারি ধর্ম পরকে শিখাও।

আমার এখানে কোনো নির্দিষ্ট অঙ্ক দক্ষিনার জন্য নির্ধারতি নেই। যে যা পার দাও। মন দিয়ে দিলে ২ টাকাও যথেষ্ট। কিন্তু দান করা অনিবার্য - না হলে মনে দানের প্রবত্তি জাগে না।

আর তাকে ধরলে মনে জোর পাবে। কত মনের জোর - তাকে পেলে মনের জোড় বাড়ে। কালে দিনে তোমাদের লিখতে হবে বই রচনা হবে - কত গল্প হবে তাকে নিয়ে, কিন্তু তিনি থাকাকালীন কেউ তারে চিনল না।

- সব জায়গাই দেখবে, রামকৃষ্ণকে ওরা তুলে ধরেছে - কখন তারা শূন্যে চলে যাবে - নিজেও জানে না - সেও জানে না। এবং যাকে 'তিনি' চান সেও জানে না। তার রূপটা বহুত, কখনই এক নয় - তবে শয়তানকে প্রশ্রয় দিও না - যার যা প্রাপ্য সেটা তোমাকে দিতেই হবে।

- যে কোনোও অনুষ্ঠান সুন্দর সুষ্ঠু হয় যখন সবাই এক সাথে হাত বাড়িয়ে দেয় - সবাই আনন্দ পায়।

- এই যে এত অনুষ্ঠান হয় এখানে সবাই কি আনন্দ পেয়েছে? এক - এক সময় আমি ভাবি আমি কিছু ভুল করলাম না তো? তবে সব আমাকে কেন চিনে না।

- আমার সব কিছুই খোলা (open) কোনো কিছুই লুকানো নেই - সুগন্ধি - ফুল - শিশু - সংগীত আমার অতি প্রিয়-

তপন ঃ- আমার মনে পাপ বোধ জাগলে অনুতাপ হয় তাহলে কি সেটা চলে যায়?

না তার শুধু দমন নয় - কিন্তু আস্তে আস্তে তার নাশ হয় - এইভাবে লক্ষ লক্ষ বছরে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে আস্তে আস্তে, কারণ চিত্ত সেখানে - কিন্তু চিত্ত বৃত্তির নাশ তুমি কোরো না - তিনি করিয়ে নেন।

(নিজের মেজদার কথাবলছেন) তার দুই দাদা পুজোর সময় দেশে যাবার সময় Pice Hotle-এ কিভাবে গোগ্রাসে মাছ ভাত খেয়ে নিয়েছিলেন। দেশে গিয়ে মেজদা ৩ মন দুধের - এক কলসী সিন্নি খেয়ে ফেলল- বাড়ির দুধ - বাদাম, পেস্তা সুজী দিয়ে বানানো সিন্নি - আমি নিজেও গরমের দিনে ৩ সের মধু খেয়ে দেখেছি, তখন জলের মধ্যে বসতে হয়েছিল। সেখানেও আমার ঘাম ঝরছে - বলছি তো, আমি আমার নিজেকে নিয়েই কত পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি - তবে তোমাদের বলছি -

তাছাড়া আমি দীক্ষা দেবার সময়ই তোমাদের বলেছি - ধৈর্য্য ধর - ওটারই আসল পরীক্ষা - ধৈর্য শেষ পর্যন্ত to the infinity -

তোমাদের দেখতে হবে - মেঘ মনের মধ্যে আসে - বারে বারে - শ্রীগুরু সেটা কাটিয়ে দেন। - চাপে পড়ে ধৈর্য হারাবে না। শ্রীগুরু মেঘ কাটিয়েও দেন - আর ভাববে না। তার হয়েছে - আমার হবে না তাই হয়? স্বয়ং শ্রীগুরু রয়েছে আর তোমাদের হবে না? তবে মহাবীর শোনো আমি তোমাদের খাওয়াচ্ছি তা নয়, খাওয়ানোর অধিকারী আমি নই - যে যার অদৃষ্ট খাচ্ছে। - তুমি খাওয়ানোর কে? যার ইচ্ছা ভিন্ন গাছের একটি পাতা নড়ে না, - তাকে তুমি খাওয়াবে? তাহলে মনে আর কোনো দম্ভ জাগবে না। - তিনি অনবরত তার সন্তানের কাছে ঘোরেন - তুমি ঘুমাচ্ছ, কিন্তু তিনি ঘুমান না।

ছটফট করতে করতে একবার এই সন্তান, একবার সেই সন্তান, তার কাছে ঘুরি। এর মধ্যে আমি একবার সবচেয়ে উপরে গিয়ে দেখলাম - এখানে তোমাদের মা কত কষ্ট পাচ্ছেন।

(সিনহাকে ও তার ভাইদের) - আজকের উৎসব কেমন লাগল?

তপন ঃ- আমি সুখি আজ - দেখছি ভাষায় বোঝানো কঠিন - সিনহা আমার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা -

বটেই তো আজ তোমার (সিনহার) দীক্ষা হোলো - সবে বীজ পড়ল - সেটা আস্তে আস্তে বৃক্ষরূপ বাড়বে।

- তুমি অরূপ - স্বরূপ - সগুণ - নির্গুণ - দয়াল - ভয়াল হরি হে -
আমি কিবা বুঝি. আমি কি বা জানি. আমি কেন ভেবে মরি রে --

রুবি ঃ- মা শুনলাম - সবার মাথা খারাপ, কার মাথা খারাপ মা?

শ্রীমা ঃ- সবার! সঙ্ঘাতিক - আস্তে করে ঘনিয়ে আসছে তো দিন! অধর্মের মধুফল বিষম - সংসারে থাকতে হলে তো তুমি আমি করতেই হয় - তিনি তার আর কজন বলে?

বাবা ঃ- ক্ষ্যাপার কথাই ভাল - যদি জিজ্ঞেস কর, আপনি যাবেন? উত্তর দেবে রামজানে। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু না হলে .....

যখন মরুতে ঝড় উঠবার হয় তখন সে (উট) মাথা নিচু করে বালিতে বসে পড়ে আর ঝড় শেষ হলে গা ঝাড়া দিয়ে চলতে আরম্ভ করে - ঠাকুর কিভাবে চার ধারে সবকিছু ঠিক করে (set করে) রেখেছেন - ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়, এতবড় সৃষ্টি যে করলো - তিনি অনন্ত তো হবেন - হতে বাধ্য। ভক্তিটি যদি ঠিক হয়, তাহলে তার চোখের জলেই সব কাজ হয়ে গেল - সে তোমার টাকা পয়সা চায় না, চায় তোমার মন। এই প্রশ্নটা নিজেকেই কর। তোমার বাড়ি গাড়ি - টাকা পয়সা স্বজন আছে - তাঁর আশীর্বাদ আছে বলেই - তবে কোনো কোনো লোক এমন বদলে গেছে যে বোঝাই যায় না সে এক কালে খুনী ছিল। যেমন ভবা পাগলা ১০,০০০ গান তাকে লিখতে দিয়েছিলাম। ..

অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধা ভক্তিকে দাঁড়াতে দেয় না। এরা সব সময় ভক্তিকে তাড়া করে। তবে ধৈর্য তোমাকে ধরতেই হবে, গুরু যখন বলে দিয়েছেন তোমার দর্শন হবে - তখন হবেই - তবে শবরীকে গুরু মাতঙ্গ মুনি বললেন তোর ইষ্ট আসবেন, শুধু তুই তোর কুটীর ছেড়ে বাড় হবি না। তিনি ছলিয়া। কখন তোর দুয়ার থেকে ফিরে যাবেন। শবরী ৬৮ বছর তার বাড়ি থেকে বাড়ই হোলো না। (তারপর ইষ্টদেব রামচন্দ্র তার কুটিরে এলেন)।

আমি তুমি আমাদের মতোই যাবো কিন্তু অবতারপুরুষ বিনয় নম্র ভাবে থাকেন।

২১.৪.৯৬ ১২:৩০

(TV-তে মহাভারত পর্ব শেষ হোলো) বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন - হে গোবিন্দ রাখো চরণে, আশ্রয় দিও, আশ্রিত জনে

- তিনি কারো কারোকে জানতে দেন - অবশ্য নিজে সবই জানেন -

১৩.৫.৯৮ শ্রীগুরুধাম চন্দননগর

মন্দিরের ঢালাই রথের দিন হবে - ঠাকুর রয়েছে- জন্মাষ্টমী গুরুপূর্ণীমা, পর পর কত কি - তবে আমি দিতে এসেছি নিতে নয় - তোমরা সবাই সুখে শান্তিতে থাক তাই আমি চাই।
আসলে সবাই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ভোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে - কিন্তু সংসার থেকে সারটুকু নাও, সং বাদ দাও।
(তপনের মাথা চাপরে দিয়ে) ‘‘মন চাঙ্গা তো কাটারি যে গঙ্গা’’ - তাহলে আর ভয় কি? লোককে শাস্তি দেবার বিচার করার তুমি কে? একেবারে নিক্তির ওজন বিচার করতে হয়, ‘‘Justice is done when both sides are willing to be judged’’

তুমি তাদের কতটা করতে পেরেছো? এই দেখোনা ভোটের বিষয়ে - রাস্তা বাস রাস্তা (route) বাসস্টপ (stop) সব কিছুতেই গোঁজ, নিজের কাম (আখের) গোছানো - এই যে চন্দনগরে এখন হচ্ছে যার লাঠি তার কাঠি -
- এক এক সময় ভাবি তুমি সংসারে কিছুতেই শান্তি পাবে না যদি না মন পরিবর্তন কর। কারোকে দুঃখ দেবে না, এমন কাজ করবে না যাতে কারোর অনিষ্ঠ হয়।
- মনের পরিবর্তন। তার কাছে আসবে কোনো রকম অভিনয় করবে না। মনে রাখবে এই পৃথিবীতে কেউ অমর হয়ে আসেনি। মা - আর মাটি এই জগতের খাঁটি।
রুবি ঃ- বাবা দৈনন্দিন জীবনে অনেক প্রলোভন থাকে, TV-তে কাজ করার, অনেক tution করার-অনেক টাকার প্রাপ্তি।
সংসারে থাকবে কাম, ক্রোধ, লোভকে বাদ দিয়ে রাজা মন্ত্রী সেনাপতি - এদেরকে দূরে সরিয়ে দাও। ঐ দেখ মা - খুব তো গরীব ঘরের ছেলে ছিলাম না, সবার ছোট ছেলে ছিলাম দুই বোন - আট ভাই - অষ্টম গর্ভে, আমি কই - আমার তো লোভ নেই, এত টাকা পয়সা জমি বাড়ি ঘর - তারা কোথায়? কিছুতেই থাকে না - আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঐ সামনের বাড়িটা জমিদার বাড়ি। (আজ সেই বাড়িটা ভেঙে ফেলে হয়েছে এবং ঐ বাড়ির বিশাল জমির একদিকে গুরুস্কুল স্কুল চলছে) ১৬৫ বছর উল্টাইয়া গেল কত দাপট- কত মদ - ফোয়ারা কি থাকল?
বাবাই ঃ- দাদুভাই হাতে অর্থ থাকলে কি লোভ সংবরণ করা যায়?
খুব যায় আমার হাতে কোটি কোটি টাকা ছিল, কোটি কোটি টাকা দিতে চেয়েছিল গোরখনাথ মন্দির, অরবিন্দ আশ্রম।

কেউ আমার উপর ভরসা করতে পারল না। ভাবতে পারল না আমার শ্রীগুরু আছেন ভয় কি? - যে আত্মসমর্পন (surrender) করতে পারল - সেই পার পেয়ে গেল। ব্রহ্ম বলেছেন কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে, গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে।

গুরু আর কৃষ্ণ এক, কিন্তু গুরু তারও উপরে -

- আছেরে আছেরে মানুষ এই পৃথিবীতে
  যদি পার তারে চিনে নিতে
  গুরু মানুষ শিষ্য মানুষ দেখা যাবে সুক্ষ্মেতে

রুবি ঃ- বাবা সুক্ষ্মতে দেখা হবে বললে কিন্তু কই হয় না তো? - কত চেষ্টা করি -

বাবা - খুব হবে। নিশ্চয়ই হবে - সুক্ষ্মেতে যাও, তখন দেখতে পাবে তারে - দেখ ঈশ্বরকে ধুপ - দীপ - নৈবিদ্যি - সব নিবেদন করতে হয় - তারপরও জাননা কি হবে - কিন্তু গুরুকে ডাক এক নিমেষে এসে বলবে - বল? তোমার কি বিপদ? তারপর সেই বিপদ দূর করে চলে যাবে ফিরে যাবে নিজের আসরে -

(রুবিকে) - তোদের ঐ ঝিলটার দারুন পরিবেশ

(বাবা এরপর সন্ধ্যা দিলেন নিজে, তারপর স্তোত্র পাঠ করলেন)

(৬.৩৫ মি. প্রশান্ত হালদারের আগমন)

এরপর ঘটল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বাবার নাতি কবির বাবাইকে সঙ্গে নিয়ে তুলসী তলায় সন্ধ্যা দিতে গেল। বাবা তখন বাইরে চাঁদায় বসে। হঠাৎ খুব জোরে জোরে ঝোড়ো হাওয়া বইতে আরম্ভ করল - চারদিক ঠান্ডা হয়ে গেল। বাগানের বড় বড় গাছের ডালপালা ভীষণ জোরে দুলতে লাগল - এই পরিবেশে কি করেই বা সন্ধ্যে দেওয়া যায়? তখন কবীর বায়না ধরল ও দাদা? বাবা বললেন - ও? কবীর বলল হাওয়াটা একটু কম করে দাও। ঝোড়ো ঠান্ডা হাওয়া চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল উপরের বড় গাছপালার ডাল সকল নিজেদের দোলা থামিয়ে দিল - যারা ববার চরণের কাছে বসে ছিল সেই সকল শিষ্য শিষ্যারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করল।

মিনিট সাতেক লাগল তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালাতে - ৭ মিনিট পর আবার জোরে জোরে ঝোড়ো হাওয়া বইতে লাগল গাছ পালার ডাল সমূহ সজোরে নড়তে লাগল।

(৮:০৫ মি. বুড়াই বাবার নাতনি) আলু কুটছিল দেখে 'দাদা' (গুরু বাবা) খুব খুশী হয়ে বললেন - ভাল কাজ করা ভাল - কোনোও কাজই বিফলে যায় না - আমি শুধু চাই সবার ভাল হোক - ভাল বৈ মন্দ না হোক - তবে হ্যাঁ - কেউ যদি বলে - তাহলে দুঃখ - কষ্ট - রোগ যন্ত্রণা কেন হয় এই সব? তাহলে বলব - তার জন্য দায়ী সে নিজে - যতক্ষণ মন ভাল

থাকে - তার সব ভাল - কিন্তু যেই সে কাম - কাঞ্চণ - লোভের ফাঁদে পড়ে যায় তখুনি তার দুঃখ যন্ত্রণা আরম্ভ হয় - সে সংসারের মায়া মোহে ফেঁসে যায়।

- বুঝলি দাদুভাই আমার টাকার ব্যাগে মোটে ১০০/- টাকা পড়ে আছে - আবার তৎক্ষণাৎ ভর্ত্তি হয়ে যায়, সে যেখান থেকেই হোক - জমির ভিতর থেকে, আকাশ অন্তরীক্ষ দেওয়ালের ফাঁক দিয়েই হোক, যেখান থেকেই হোক এই ব্যাগ সঙ্গে সঙ্গে ভর্ত্তি হয়ে যায়। এতো অলৌকিক দেখাই - কিন্তু লোকে বিশ্বাস করে না - যখন বলি হাওয়া তুমি বন্ধ হও বন্ধ - কখনও বলি বৃষ্টি হও - হয়, যদি বলি বৃষ্টি হয়োনা - হয় না। এই যে ভোটের দিন আকাশ মেঘলা ছিল - ভাবলাম দূর মা বোনেরা কষ্ট করে ভোট দেবে, লাইনে দাড়িয়ে - তাই শুধু সেদিনই মেঘলা করে দিলাম (7th May 1996) কুনাল বাগচি তার ত্যাগ দেখার মতো - ভাই বোনেদের মানুষ করে ঠিক বাপের মত।

(বাবুয়াকে ডেকে) বাউল গান লাগাও - বিশ্বনাথ বাউলের গান (রেকর্ড) রুবি মা মন দিয়ে গান শুনবি - ভাল করে শোন। এই যে বাউলরা - এরা কত সুন্দর গান করে - আর ভিক্ষে করে বেড়ায়, ওদিকে foreigners-রা তাদের ছবি তুলে কোটি কোটি টাকা বানায়।

আমি যতক্ষণ 'আমি-আমি' করছি কথাকথি করছি। কিন্তু আমি কেউ নই - আমার পাশে আছেন শ্রী বাবাজী মহারাজ - সেই গুরুজি যা করাচ্ছেন তা হচ্ছে - আমরা করছি --

- বাবা এরা (বাউলরা) অশিক্ষিত কিন্তু এরা যা গান গায় - তা বড় বড় জ্ঞানীরাও বলতে পারে না। - এত ভেদ - তত্বের গান এরা করে - আবার ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষে করে খায় - বিদেশ থেকে অন্যরা (foreigners troups) এসে কোটি কোটি টাকা বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর এদের ভিক্ষে করে খেতে হয় - (বাউল গানের রেকর্ডে বন্দনার গান - বাবার চোখে জল)।

- জয় নিত্যানন্দ জয় শ্রী গৌরাঙ্গ, চরণের বিন্দু দাও হে আমায় মানুষতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব- সর্বত্র তার গুণগান - নবরূপে গুরুরূপে আসছেন অবতার যার দৃষ্টি আছে সে তাকে চিনছে। যার উপর গুরু কৃপা হয়েছে - সে গুরুর উপর সব কিছু অর্পন করে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করেছে।

মানুষ তত্ত্ব - (বাউল গান) -

ওরে আছে রে আছে মানুষ সেই মানুষেতে
যদি কেহ বুঝিতে পারে জানিতে পারে, পারে কি চিনিতে?
এই দেখ মানুষ আছে মানুষেতে -
মানুষ নাচায় মানুষ নাচে এই মানুষ যায়
মানুষের কাছে মানুষ হতে

আছে রে আছে মানুষ এই মানুষেতে
এই গোকুলে বৃন্দাবণে --
- গানের বাণী উপলব্ধি না করলে ঠিক রসাস্বাদন করা যাবে না।
- দেহতত্ত্ব ঃ-
- লালন ফকিরের দেহতত্ত্বের রসই আলাদা, দেহ কখনও বাড়ি কখনও গাড়ি - কখনও দেহ নৌকা -

(১) ধন্য - ধন্য বলি তারে -
বেধেছে এ মনি ঘর -
ঐ শূন্য রে পোস্তা করি -
ধন্য ধন্য বলি তারে
বসবে মাত্র একটি খুঁটি
খুটির গোড়ায় নেইকো মাটি
কিসে ঘর হবে খাঁটি
ঝড় তুফান এলে পরে -
ধন্য - ধন্য বলি তারে -

(২) মূলাধার কুঠারী কোঠা
পাগলা বেটা
বসে থাকে তার উপরে একা - একা

(৩) উপর নীচে সারি সারি
নৌকা রোজা আছে তারি
লালন কয় যেতে পারি
ঐ দরজায় যে পারি -
ধন্য ধন্য বলি তারে।

গুরু লীলা (গুরুতত্ত্ব)
বাউল বিশ্বনাথ বলেছেন -

হরিলীলা - গুরুলীলা - একই ঠিক মত করে গুরু বাক্যে পালন করতে পারি না বলে তাই আমাদের এত যন্ত্রণা। মন্ত্রমূলং গুরুবাক্য, মোক্ষমূলং গুরুকৃপা - গুরুর কৃপা হলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় -

- (গান ধরলেন বাউল)

ও তুমি জান না জাননা রে প্রিয়
তুমি মোর জীবনের সাধনা -

(মাঝপথে থেমে বাউল বলেছেন) -

- বাবাকে (গুরুবাবাকে) আমি প্রথম বীরভূমের ভগবতীপুরে দেখি - আমি প্রথম যেদিন দেখেছি মন আকুল জেনেছি (আবার গান ধরলেন)

তুমি আমার মন জাননা জাননা
তুমি জাননা রে প্রিয়
তুমি মোর জীবনের সাধনা -

(১) একদিন ফাল্গুন দোল পূর্ণিমায়
মৃদু - মৃদু বায়ু বয়
ফুলে ফুলে মধু ঝরণা
বঁধু আমার ধরিয়াছি
বধু আমার সাথে
করেছিলাম আমার যাত না - না?
জাননা রে প্রিয় তুমি মোর জীবনের সাধনা

(২) তুমি চলে গেলে আমায় ফেলে
কি অনল মোর বক্ষে জ্বেলে
একদিনও দেখতে তুমি এলে না -

(৩) তোমার বুকের কুটিরে
দেখায় বক্ষ চিরে
বুকের ব্যাথা মুখে বলা চলে না
জাননা রে প্রিয়

(৪) যেমন কাঠযোগী দাবানল

জ্বালায় পুড়ায় বন জঙ্গল
মন পোড়ানো এমন বন্ধু আহা হোলো না
বিরহের এই বক্ষ তলে
বিনা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে
জ্বলে গেল জ্বলে একি - জাননা ওরে প্রিয়

(৬) খুঁজিয়া জনম - জনম
ক্ষিতি অপ তেজ মরৎ ব্যোম ... (আধখানা গান)

রুবি, কি বুঝলি?
রুবি ঃ- উঃ তোমার স্বরূপ বাবা!
হ্যাঁ বেশীর ভাগ (সব) প্রচার করছে - এখন রেডিওতে আমার প্রচার হবে। এই গান বিশ্বনাথের ছেলে বেঁধেছে - রোমে নিজের বাড়িতে আমার ফটো ইত্যাদি টাঙিয়ে রেখেছে। এ আগে মুখ গুঁজে থাকত - বললাম বিশ্বনাথ! তুমি চলে যাবে তোমার ধামে - রেখে যাবে এদের। এদের তোমার লাইন দিয়ে যাও। (রুবিকে দেখিয়ে) এই হচ্ছে যত নষ্টের মূল - সব ধরে রাখে এতে, আমার নামে পুঁথি হবে। যেমন শাকচুন্নির পুথি, বিবেকানন্দর ভাষায় - ঘরে ঘরে থাকা উচিত।
বিবেকানন্দ তাকে জড়িয়ে কি গূঢ় কথা বলে গেল।
রুবি ঃ- বাবা তোমার কাছে যাওয়াটাই যে বড় জটিল।
কিছু জটিল নয় - ‘আমি’ - আমিটা বাদ দিয়ে - আমিত্বটা বাদ দিলে তখনই তার কাছে যাওয়া যায় -
নিজেরও তার একটু খেলাতে হয় - তা না হলে তো তাকে চেনা যায় না - কোটি কোটি লোক আমায় সর্বত্র দেখেছে - কিন্তু যারা চিনেছে তারা আমার কাছে এসেছে - যারা চেনেনি তার কোথায় চলে গেছে - কবীর দাস বলেছেন - গুরু নিবে পহচানকে, পানি পীবে ছানকে। গুরু করার পর তার আর বিচার কোরো না।
- এতকিছু করে দেখিয়েও (নেপালের ঘটনার প্রসঙ্গে গুহ্যেশ্বরি মায়ের মন্দিরে যাবার পথে) তোর মন কোথায় থাকে? মন তো বড় হবে! - অবশ্য মন দুটো আছে আমার (নিজের) পরিবারের সঙ্গে একটা মন এবং অন্য এক একটা পরিবারের সঙ্গে আমি এমনভাবে যুক্ত - যে কেউ ভোলে না? আবার কেউ বোঝা না। তবু তো কেউ বোঝে না।

১১:২৫ রাত

- দূর্গার ডানহাতে টিকটিকি পড়ল। সে এসে বাবাকে বলল, উত্তরে বাবা বললেন যা হবার তা তো ঘটবেই - কে খন্ডাবে? মেয়েদের বাঁ হাতে পড়া ভাল। দূর্গা বলল দুষ্টুমি করি - তো সব বলেই তো দিই - বাবা বললেন ঐ দুষ্টামিই তো থেকে যায় - নিজের আঙুল নরম বলে আংটির মধ্যে সহজে জল ভরে যায়, ঐটা খুলেও যায় সহজে, ঢুকেও যায় সহজে। বাবা দুর্গার সাথে একেবারে সমান ব্যবহার করছেন। বাসন ফেলা নিয়ে চালাকি, বলছেন ও হাসছেন। মধুময় বাবার ব্যবহার সবার প্রতি মধুর।

১১.৬.৯৬ চন্দননগর ধাম

- গাইছে দোয়েল গাইছে কোয়েল ...

(বাইরে দোয়েল খুব জোরে জোরে গান করল)

- আমার খুব প্রিয় শিশু সুগন্ধি, গান - আমার কোডারমার ছবি দেখবে। শিশুরা আমায় ঢেকে রেখেছে চারধার থেকে। শিশুরা আমায় খুব ভালবাসে।

সন্ধ্যে ৬:৪০ সন্ধ্যা আহ্নিক -

''মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ - পৃথিবীর সব মেয়েকে মনে করবে মা, কারণ তিনি বলেছেন - আমি পৃথিবীর সকল ছেলেমেয়ের মধ্যেই আছি -

যে নিজেকে চেনে না সে জগৎকে কি ভাবে চিনবে? পরের জিনিসকে সদা বর্জ্য করবে।

পুরুলিয়া থেকে সাধু আসবেন - কালীবাড়ি স্থাপন করতে চান - বললেন খুব উঁচু পর্যায়ের সাধুর কাছে তোরে দিতে গেলাম।

সে আইছিল আমার কাছে দীক্ষা নিতে। বন্ধ দরজা - জানলার মধ্যে দিয়া উকি দিল ...

- বাউল আর কবি গানটা তলিয়ে গিয়েছিল। আজ ৪৫ বছরে ওদের তুলেছি -

- রোম, প্যারিস ডেনমার্কে আমার ছবি দেখা যাবে ও কথা শোনা যাবে -

আনন্দবার্তা পত্রিকা একদিন হিন্দি, ওড়িয়া এবং তামিল ইত্যাদি সব ভাষাতেই বেরোবে।

- রাধাকৃষ্ণর ভালবাসা নৈসর্গিক - এই ভাবটার ব্যাখা করা যায় না - এই যে মধুর ভাবটি এই তো আসল, এখন বৃন্দাবন সেই রকমই আছে - নিধুবন সেখানে রাত্রে কারোর প্রবেশের অধিকার নেই। পাশেই হরিদাসের তপোবন।

যখন মানুষ (সাধক) একটু উপর দিকে উঠে যায় - তখন তার মনে অহঙ্কার জেগে ওঠে। তবে মহামানব যারা তারা শিশু। সবাইকে সমান দেখে। (তাপসীকে দেখিয়ে) এই মা ১০/১২ বছর থেকেই আমার সব দেখেছে ‘সে’ যাকে যা বলবে তা সব হতে বাধ্য-

এই যে যোগ - এতো সাংঘাতিক বস্তু। যোগবশিষ্ট রামায়ণে পাবে - বশিষ্ঠ বলছে রাম শুনচে। এই রামায়ণই ভাবে পাবে। পরের রামায়ণগুলিতে এর ভাব বা সুরটুকু পাবে। কিন্তু এতে সবাই একসঙ্গে। এই যে রাবণ - বড় যোগী ছিল - সব সময় রামের নাম করত। রাবণ এত বড় যোগী ছিল - যে দেবতা দানব - কেউ ওকে মারতে পারত না। মন্দোদরী রাবণকে বললে - কেন সীতাকে ধরে এনেছো?

রাবন বলল: তুমি জাননা জাননা, বোঝনা বোঝনা,
কেন যে হরেছি এরামের সীতে।
আমি এছাড় লঙ্কা হতে,
যাবো বৈকুণ্ঠেতে,
হেরি লক্ষ্মী নারায়ণ -

শমন দমন রবণ রাজা
রাবন দমন রাম
শমন ভবন না হয় গমন
যে লয় রামের নাম -

কত যুগ - যুগ আসছে যাচ্ছে - কলিতে গিয়ে নাম। সত্য আসবে তখনও রামের নাম হবে।
‘‘গভীর হয় যেখানে ভালবাসা, যেখানে থাকে না মুখেতে কোনো ভাষা’’ --
- তবে কি জান মাস্টার! শ্রীমর মুখেরই কাহিনী সবাই জানতে পেরেছে। তা ভিন্ন রামকৃষ্ণের কাহিনী তো অনেকে জানে না।

বৃন্দাবনে মদন মোহনজীর মন্দিরে - কি খেয়াল হলো বেশ কিছু টাকা দিয়ে দিলাম। নিয়ম হচ্ছে ১০০/- টাকার উপর যদি মন্দিরে কেউ দেয় তাহলে তাকে বেশ কিছুদিন ভোগ দেবে - এখন অনেক দিন পরে চিনতে পারল। বেশী টাকা দিলে জীবনভোর ভোগ দেয় - তার নাম করে বা তার নামে যদি অন্য কেউ যায়, তাকেও ভোগ দেবে।

- হয়েছিল দেখা আবার হোলো দেখা বহুদিন পরে।

আমি বহুদিন থেকে কথা গান, রসিকতার মাধ্যমে খুব গভীর কথা হালকাভাবে বলে এসেছি -

মাস্টার, তাই তো হয় তিনি যখন আসেন তখন জানান দিয়ে আসেন তার কথা বার্তায় চলন বলনে আলাদা ছাপ থাকে।

হ্যাঁ জন্মের জন্য আমি দায়ী নয় - কর্মের জন্য দায়ী - রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের কাছে অনুযোগ করেছেন -

খুঁজিয়া জনম

ক্ষিতি অপ মরুৎ তেজ ব্যোম

কিন্তু তবু না পাই প্রভু তোমার ঠিকানা-

মাষ্টার, এর অর্থ কি? অনেক কথা আছে যার আভ্যন্তরিক অর্থের মানের মধ্যে না গেলে বোঝা যায় না। ওহে গুরু জগৎ গুরু, জানা যায় না নাম তোমার। মাষ্টার জান কি, খুব কড়া মাপের শিক্ষিত হওয়া জনেরই কিন্তু ঈশ্বর লাভ হয় না। অশিক্ষিতেরই বেশী ঈশ্বরলাভ হয় - এমনকি টিপসইওয়ালারাই বেশী করে ঈশ্বরলাভ করে -

মাষ্টার ঃ- হ্যাঁ তারা তেমন হিসেব করে কথা বলতে জানে না -

- আমিও হিসেব করে কথা বলি না - যখন যা মনে হয় তাই বলি। তবে যতটা পার লিখে রেখে দেবে - বহু ঘটনা পড়ে মনে পরে যায় -

(রুবিকে বাবা বললেন) আর হেসো না। কেন প্রণাম করে চলে যাওয়া? যেওনা -

রুবি ঃ- আমি তো এখন এখানেই থাকব

- ভাল -

রুবি ঃ- আমার রাগ হয়ে আছে বাবা, তুমি আমায় একমাস - আসতে দাওনি।

- আমি তো সবই খারাপ করি

রুবি ঃ- তাই বাবা, আমি তোমার কাছেই থাকব -

- বেশ ঠাকুরের যা ইচ্ছা -

রুবি ঃ- তবে বাবা আমি যেন তোমার সব কথা লিখে রাখতে পারি।

সঠিক ভাবে লিখে যা মা, লিখে যা, পরে এই কথাগুলিই খুব কাজে লাগবে, অন্ততঃ আর কারোর না হলেও তোর তো হবে -

<u>রাত ১০:১৫</u>

গুরু মা বলছেন - পল্টুকে বলছিলাম - মায়ের পায়ের ঘঙুরের আওয়াজ শুনছি - শুধু এই ঘর - ও ঘর - মা আমার এসে থাকবে -

<u>রাত ১২টা</u>

আমি কেষ্ট ঘোষের বাড়িতে পাবদামাছের ঝোল ভাত খেয়েছিলাম। ব্রাহ্মণ হয়ে কায়েতের বাড়ি ভোজ করা? পুরোহিত তর্কালঙ্কার পঞ্চানন মশাই ও ডাক্তার বড়দা বিধান দিলেন আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

রান্না ঘরের দালানে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে পঙতি ভোজন করতে পারব না - বললাম - তোরা রেগে যাবি তো যা - আমি কি অন্যায় করেছি! রান্না ঘরের দাওয়ায় ভোজ নয় না হোক আমার জায়গা ঠাকুর চাকর দারোয়ানদের মধ্যেই না হয় হোক। তারাও মানুষ। সদা সত্যি কথা বলেছি।

- একবার এক ট্রাঙ্ক কাপড় দান করেছিলাম। কেউ কেউ নিল, কেউ নিল না, যারা নিল ভাবলাম তারাও আনন্দ করুক - এতে আসে ত্যাগ! যতই ত্যাগ করতে পারবে ততই তার কাছে পৌঁছাতে পারবে। তারপর আসে দান - চিরকলই আমি আনন্দ প্রিয়। দেশেও বলত যেখানে খোকন আছে সেখানে দুঃখ নাই - নিরানন্দ নাই - হিংসে ঝগড়া নেই। যদি লোক সেখানে পরস্পর লড়ে মরত - তাহলে আমি মাধ্যখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া মেটাতাম।

- মায়ের ইচ্ছা মেটানো আমার কাজ। নর্মদ্বেশর, মহাকাল, ওঙ্কারেশ্বর - যতটা পারছি ভারতবর্ষের সব জায়গায় ঘুরিয়ে দিয়েছি আমার কিছু শিষ্য শিষ্যাদের। এখন অপরাগ হয়ে গেছি। -

- (প্রসঙ্গ ঃ বাবার স্বহস্তে লেখা ডাইরি) ১৩ বছর বয়স থেকে ডাইরি লিখতাম - diagram এঁকে ধ্যান কিভাবে করতে হয় কতটা সময় পর্যন্ত করতে হয়, কতটা করতে হয়, সব লেখা ছিল- কিন্তু সেই ডাইরিটা ট্যাক্সিতে (Taxi) হারিয়ে গেল।

- আবার সেটা ফেরত পাবে - অন্যের কাজে ওটা আসবে না - আবার আনন্দলোক আশ্রমের বাসিন্দাই খবর পাবে - খবর পেয়ে যাবে।

<u>১২.৬.৯৬ চন্দননগর ধাম</u>

(প্রসঙ্গে বেনারসের রামনগর) ব্যাস কাশী বিশ্বামিত্রর কাশি, তার সৃষ্টি তার রচনা মা (অন্নপূর্ণা) এক অন্ধ বুড়ির রূপ ধরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন - এখানে এই যজ্ঞ কেন করছ তুমি? নতুন কাশীর রচনা কেন করছো? (সেখানে অর্থাৎ আদি কাশীতে) যে ঘরে তার মুক্তি, সেটাই শিবের উক্তি - তা এখানে মরলে পরে মানুষ কি হবে? উত্তরে বিশ্বামিত্র বললে গাধা হবে - মাও বলে উঠলেন ‘তথাস্তু’। এই বলে মা নিজের রূপ ধরল - আসলে আমরা দেখি না শুনি না - ও বুঝিও না। কিছু চেষ্টাও করি না। চেষ্টা করলে জানতে সফল হতাম।

- মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ বেনারস সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন উনি আনন্দময়ী মায়ের ভক্ত ছিলেন। তিনি আনন্দময়ী মাকে প্রশ্ন করতেন, তো মা বলতেন পাগলা কে জিজ্ঞেস কর - আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতাম - তো মহামহোপাধ্যায় মাকে জিজ্ঞাসা করতেন এ কে? - মা আনন্দময়ী বলতেন আমার ছেলে।

- আজ আমি চলে গেলেও কয়টা লোক আমার বিষয়ে জানে? তখনই কেউ জানবে যখন তার ধারাবাহিক কিছু জানা থাকে।

উত্তরপ্রদেশ (U.P) ভারতের বিরাট পীঠস্থান - সেখানে নানা রকম মঠ মন্দির আছে - শ্রী রামচন্দ্র, শ্রী কৃষ্ণের জন্ম ওখানেই - ত্রৈলঙ্গস্বামী, গঙ্গায় বুক চিতিয়ে ভাসছে আবার কখনও জলের তলায় ৮/১০ ঘন্টা কাটিয়ে পরে উঠল - পীলীভীত জেলা বিখ্যাত - ওখানে বিখ্যাত সেতার বাদক রাজা - এনায়েত খাঁ এর জন্ম। এনায়েত খাঁ সেতার বাদক বিখ্যাত বিলায়েত খাঁর বাবা। আগে উনি সেতার বাদ্যযন্ত্রকে সাত তারের বানালেন - তারপর তৈরী করলেন তরকদারা - মা - ওদের দুই ভাইকে সেতার বাজানোর তালিম দিতেন দুই ঘরে দুই ভাই ব্যাস। তারা রেওয়াজ করছেন - মা মধিখ্যাতে বসে। শুনতেন আর বলতেন উহু ঠিক হোলো না।

- আমি মেহরে, মধ্যপ্রদেশ ছিলাম। ছিলাম চম্বলভ্যালী ডাকাতের জায়গায় ডাকাত মানসিংহের স্ত্রীর কাছে ছিলাম। আমি মেহরের ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর কাছেও ছিলাম। খুব ভালবাসতেন - একবার আমরা তার কাছে আবদার করলাম রাগ দরবারী শোনাতে। প্রথমে ছেলে - আলী আকবর সরোদ ধরলেন কিন্তু তেমন গভীর ভাবে বাজাতে পারলেন না। - তখন বাবা নিজে সরোদ ধরলেন। তার আগে বললেন উহু ভাল হয়নি। যদি চোখের জলই না পড়ল মানুষের অন্তরই না নিংড়ালো - তবে সেই রাগ কিসের? বলে তিনি নিজে দরবারী রাগ বাজালেন ৩:৩০ ঘন্টা ধরে। নিজেও কাঁদলেন আপরকে কাঁদালেন - ফৈয়জ খাঁ সাহেব দারুন শাস্ত্রীয় সংগীতের ওস্তাদ ছিলেন - অচ্ছন মহারাজ, শম্ভু মহারাজ দারুন নৃত্যকার - কত্থক নাচ - পায়ে তোড়া ভর্ত্তি ঘুঙুর বেধে যখন যেটা সেই একটা ঘুঙুর বাজাতেন -

(রুবিকে) - তাহলে তুই যাবি মা? মহাকালে -

রুবি ঃ- হ্যাঁ বাবা তুমি যখন বলবে টু

দত্ত (পার্থদত্তর বাবা, তারাদা) কারোর ভৃত্য নয় তবে আপনার ভৃত্য নিশ্চয়ই -

বাবা ঃ- আরে দুত্তোর। -

তারাদা ঃ- বাবা আপনার আশীর্বাদে ছোট ছেলের চাকরি হয়েছে।

কি করে?

তারাদা ঃ- বাবা আপনার আশীর্বাদে -

- হ্যাঁ হয়। সবই হয়। কিন্তু আমরাই হতে দিই না। অস্থির হয়ে যাই। স্থির হও - তবে আশ্রমের জন্য কিছু চিন্তা করেছো?

- ছোটোবেলায় বাবা ডায়েরী লিখতে বলেছিলেন ধরলাম - ভাবলাম - কি লিখি? সুখ, খেলাধুলা এই সব লিখব? - কে যেন আমার ভিতর থেকে লল - লেখ, তোর ডায়েরির প্রতিটা পৃষ্ঠায় যেন থাকে - যে আমাকে চায়, সে আমাকে পায়, যে আমাকে না চায়, তাকে ছভূতে নাচায় --

- ডায়েরির লেখা পড়ে বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন -

- আমরা মা বাবাকে কিভাবে সেবা করি? পারি না - জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, এই জননীর জন্য তোমরা কি করছো? তার ভিতর হতে অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা, নানা জাতের জিনিস তুলছ - তার উপর বাড়ি, ক্ষেত, খামার করছ - কিন্তু তার জন্য কি করেছো। মা আমাদের চিরদুখী - কোটি লোক ধারণ করে রয়েছে।

- মহারাষ্ট্রের গান বাজনার চল বেশী। - ভি. জি. যোগ, ভীমসেন যোশী - কুমার গন্ধর্ব

(দূর্গার সঙ্গে বাবার কথোকপন রসিকতা।) সে বলে আমি চুপ করে থাকছি - খুব ভাল খুব ভাল। দূর্গা ঘর ছাড়তে ছাড়তে বলল - খোদা বড় বদমায়েস, টিঁপে টিপে কষ্ট দেয় - বাবা বললেন গুরু হরি, হরি গুরু বল, মনের ময়লা কেটে যাবে।

<u>বিকেল ঃ ৬:২৫ মিঃ</u>

(বাবা ডলদিকে) - খোদার নামে আজান দিয়ে, যিশুর নামে প্রার্থনা, সবই করে দেখলাম মোহের ঘোরে আর তো হয় না। - হয় কি জানো। মানুষ যখন মোহের ঘোরে পড়ে - তখন তার ফেরা কঠিন হয়ে যায়। যারা স্বার্থের বন্ধু, তারা চলে যায় - বন্ধু শুধু এক জন্মের থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেই শুধু বন্ধু।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব - ত্বমেব বিদ্যাং দ্রবিনং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মমদেব-দেব

- সবই তুমি ও তোমার প্রভু, আমি কিছু জানিনা। এই হবে ভাব। বাড়িতে অনুষ্ঠান করবার সময় নিবেদন করবে এই প্রকার - প্রভু তুমি, তোমার সব। কিছুই আমার নয় - তুমি করাচ্ছো তাই করছি।

এই যে অমুকের মা - আমাকে কি গালাগালি করসে। তারপর দেখি সে এখানে সবাইকে নিয়ে এসেছে। বললাম বুড়ি আমার কাছে কেন? আমি তো দূর্যোধন, সে বলল - আমায় ক্ষমা কর। বললাম হ্যাঁ দোষ স্বীকার করে নিলে তার মাফ আছে। সংসারে শান্তি থাকবে কখন - যখন তোমার ধৈর্য্য আর ক্ষমা বজায় থাকবে।

- ধৈর্য্য যস্য পিতা, ক্ষমাচ জননী

ধৈর্য অর্থাৎ সহ্যজ্ঞান তোমার তখনই থাকবে যখন সংসারের অশান্তি তুমি নীরবে স্বীকার করে নেবে। তখন অশান্তির ঘাটতি চলে যাবে - কেঁদে ডাকাই আসল - সে শুয়ে হোক বসে হোক - রাস্তায় হোক সব রকম ভাবে।

- তবে আজকাল ছেলেমেয়েরা মায়ের বাপের শিক্ষণ নিয়েই তো শেখে। গান্ধারী শত পুত্রের জননী - যখন দেখল দুর্যোধন অন্যায় করেছে, বলল ফেলে দাও, ছুড়ে দাও, কাঁদাও তাহারে -

- আমার দেশ কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে দেখছি, শুনছি অন্যায় করছে ছেলে, তবু তাকে প্রশ্রয় দেবে - এই হলো অন্ধ মোহ -

- মানুষের অর্থ থাকলে ধরাকে সরাজ্ঞান করে - কিন্তু শঙ্কারাচার্যর কথা মনে রাখতে হয় - অর্থম অনর্থম ভাবয়ে নিত্যম। তবে অনেকে অর্থের সদব্যবহার করে যেমন ডাঃ অমরকুমার। আবার অর্থ থাকলেই মানুষের মধ্যে ভাই - ভাইয়ে ঝগড়া, মাতা - পিতাকে অপমান করা - মানুষ কিনা করে।

- আড়াই হাজার বছর ধরে বেনারাসের মা অন্নপূর্ণা আমাদের বাড়িতে পূজা পাইছে। ফল মূল খেয়েছে কলকাতা থেকেও ফল খেয়েছে সেই মা আমার দুটো নকুলদানাও পায় না। কালই তোমাদের মা আমাকে বলল - তুমি আমার মাকে না জানিয়ে যেতে পারবে না।

- তবে তপন যে যা কর - আশ্রমের জন্য কর, নিজের ভাল চাওতো আশ্রমের জন্য কর মিথ্যে কথা বোলো না। আগে আশ্রমকে দান করো তাহলে তোমরা যা চাইবে পাবে - সব পাবে।

এটাকে আমি তপোবন বানাবো। অনেক মুনি ঋষিরা এখানে সাধনায় বসবেন - বীরভূমের মাটি বড় পবিত্র। আগে যখন ভাবতাম এখানে আশ্রম করব, তখন এও ভাবতাম কোথায় আশ্রম বানাবো। তখন মা-ই নির্দেশ দিয়ে দিল - এখানে আশ্রম কর, কিন্তু কি করে। যার জমি তার অনুমতি চাই - (প্রসঙ্গ উঠল - জমির মালকিন শ্রীমতি শান্তিলতার চক্রবর্ত্তীর - অমূল্য চক্রবর্ত্তীর মা) শান্তিলতার চক্রবর্ত্তীর ইউটেরাসে ক্যান্সার ধরল - সে ৫ বছর ভুগল ঐ অসুখে যখন তার গঙ্গা যাত্রার সময় এল, অমূল্য এলো আমার কাছে - আমি তাকে আশীর্বাদী ফুল দিলাম - প্রসাদ দিলাম - ভাবলাম আমি আমার কাজ এখান থেকে শুরু করব। শান্তিলতা ভাল হয়ে গেল - ইউটেরাস-এ Cancer-এ দাগ পর্যন্ত ছিল না। আজ ক্যান্সার সারাবার জন্য 'রে' দেয় - থেরাপি দেয় - কিন্তু সারাতে পারে না। ক্যান্সার হাসপতালের ডাক্তারেরা শান্তিলতার সেরে যাওয়া দেখে হতবাক হলেন। ডাঃ দাশগুপ্ত ক্যান্সার হাসপাতালের Head of the department অমূল্যকে বললেন আপনারা আপনাদের গুরুদেবকে চিনতে পারেননি তিনি মানুষই নন।

এই কথা গোটা পৃথিবীতে প্রচার হবে। যখন রায়পুর মন্দিরের প্রচার হবে। তার সঙ্গে এই কথারও প্রচার হবে।

- আমার মন খুব কোমল - আমি যখন দণ্ডকরণ্যে ছিলাম তখন ভোরবেলা উঠলে দেখতাম কোনো খরগোশের পা গিয়েছে চেপে। কারোর কিছু ভেঙেছে কারণ সেখানে রাত ভোর ট্রাক লরি চলত। এবং তার তলায় অবলা জীবেরা পিষে মরত, তখন তাদের সারাইতাম, বিপদে আপদে যারা এসে দাঁড়ায় তারাই আত্মীয়।

- তারে ধরলে সব কেটে যায় তার স্পর্শে। ইষ্ট করা আমার কাজ। অনিষ্ট করা আমার কাজ নয়।

ভজ, ভজ, মানুষ ভজ - দেবতা বল, যাই বল, সব কিছু মানুষের সাধ্য। সবাই রামচন্দ্রকে বলত। তিনি বলতেন দূর্বত্তের সঙ্গে থাকলে তাকেও দুর্ভোগের ফল ভুগতে হয়। যদিও তার নিজের কোনো দোষ নেই। সমুদ্র লঙ্কার সাথে যুক্ত বলে তাকেও শাস্তি পেতে হয়েছিল।

- সে তার পাওনা ঠিক বুঝে নেবে। যার যেখানে পাওনা আছে সে সেটা নেবেই নেবে। ছলে বলে কৌশলে। আমার কর্তা ও কার্য এক, দুই হয় না।

বৃহস্পতিবার ঃ ১৩.৬.৯৬

গুরু ছাড়া কোনো পথ নেই। রামের গুরু, শ্যামেরও গুরু মানুষ ছিলেন। এবং হ্যাঁ হাজার গুরু তৈরী করতে পারে শ্রীরামচন্দ্র। বশিষ্ঠ মানে কি যে ইষ্টকে বশ করতে পারে।

- গান্ধারী বললেন যেহেতু যুধিষ্ঠির বড়, ওরই রাজ্য পাওয়া উচিত। ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন কিন্তু আমি দূর্যোধনের পিতা - কি করে তাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান করি - গান্ধারী বললেন আমিও তার মাতা তাকে ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে ধরেছি, তবু বলি -

তব পুত্র দুর্যোধন ত্যাগ কর আজি
শুন মহারাজ,
অধর্মের মধু মাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচছো পুত্র স্নেহ মাথায় ভুলি।
কেড়ে লও কেড়ে লও কাদাও তাহারে

মা আর মাটি - এই দুটি খাঁটি।
মাটির ধৈর্য কত (বৃক্ষরোপণ) -

জমি কোপাচ্ছে - আরও কত কি করছে - তাকে কেটে শেষ করছে - তাহলে এর কত ধৈর্য - তোমরা ধৈর্যর উপরে নজর দিও।

- পুরুলিয়া বাঁকুড়া লোকেদের মধ্যে আমার খুব নাম প্রচার হচ্ছে - ওরা সব অশিক্ষিত তো ওদের প্রত্যেকের গলায় আমার লকেট আছে -

- খারাপ কাজ করলে একশো বছর পরও তার ফল ভোগ করতে হয় - ভাল কাজেও তাই। মানুষ বড় হয় গুণে - যার যত গুণ বেশী, সে ততই তার কাছাকাছি পৌঁছে যায় -

- মানুষ মনে করে এটা আমার, ওটা আমার, কিন্তু কোনটাই আমার নয় - সবটাই তার জল, বাতাস সৃষ্টিতে - যা কিছু আছে সবটাই তার। আমি বলি আমার কাছে আসার কোনোও দকার নেই, ফটো (Photo) বা লকেটই কাজ হবে। (একজন বলল বাবা কত কষ্ট করে এসেছি তখন কষ্ট করে) আমি আর আমার এই কথা ছাড়, তবেই গুরু করবে ভাবের পার। আমার কি? একমাত্র পরিচয় দিতে পারি আমার কর্মকে - কিন্তু মানুষ আমার আমার করেই মরছে - অভিমুন্য বধ হয়েছিল সপ্তরথীর দ্বারা।

-''সংসার ঘিরেছে আমায় সপ্তরথীতে

- অভিমুন্য নিদানকালে ডেকেছিল হা কৃষ্ণ বলে''

আগমে নিগমে মানুষ যখন সেই জায়গায় যায় - তখন আর তাকে কোথাও যেতে হয় না আগমেই মানুষ ঘোরাফেরা করে - মানুষ খুঁজিয়া মরে জনম জনম - নিগমে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন (অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি)

- ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম তবু প্রভু না পাই তোমার ঠিকানা'

মাস্টার এর অর্থ গভীর - পার্থর সারথি শ্রীকৃষ্ণ- কিন্তু পার্থই কি জানত তিনি কে? যখন মহাপুরুষেরা জীবিত থাকেন - তখন তাদের চিনতে পারা যায় না। তাদের মারা যাবার ৩০/৪০ বছর পরে লোকে তাদের জানতে পারে। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ছবি আজ ঘরে ঘরে।

- (অগস্ত যাত্রার প্রসঙ্গে) শিষ্য বিন্ধ্যপর্বত তেজে শক্তিতে এত বেশী বেড়ে উঠছিল যে সে আকাশকে ছুঁয়ে ফেলার সংকল্প করেছিল। বিষ্ণুর পরামর্শে দেবতারা অগস্ত মুনির কাছে প্রার্থনা করলেন - অগস্ত্য মুনি পয়লা ভাদ্র বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণাপথে যাত্রার উদ্যোগ নিলেন। শিষ্য বিন্ধ্যকে বললেন সে যেন মাথা নত করে বসে, যার কারণ তার যাত্রাপথ প্রশস্ত হয়। তাকে বললেন - যতক্ষণ তিনি না ফেরেন, বিন্ধ্য যেন মাথা নীচু করেই বসেই থাকে। কিন্তু তিনি আর ফেরেন নি। তাই এই যাত্রাকে অগস্ত যাত্রা বলা হয়। (আরেক প্রসঙ্গে গুরু বাবার অগস্ত্য মুনির সমুদ্রপানের কথা বললেন) -

দেবাসুরের সংগ্রামের সময় অসুরেরা সমুদ্রে লুকিয়ে পড়ত - আর দেবতারা তাদের নাগাল পেতেন না। এমনই সংগ্রামের সময় দেবতারা অগস্ত্য মুনিকে ধরলেন - তিনি রাগ করে পৃথিবী

জোড়া মহাসমুদ্রকে এক গন্ডুষেই পান করে ফেললেন - জলবিহীন শুষ্ক ধারায় প্রাণীজগৎ হাহাকারে পড়ে গেল - তখন দেবতারা আবার অগস্ত্য মুনিকে প্রার্থনা জানালে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে দিতে অগস্ত্য মুনি সম্মত হয়ে বললেন - যা জলজ প্রাণীদের জীবন রক্ষার্থে সমগ্র জল ফিরিয়ে দিলাম।

- পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখতে সর্বদা তিনি দুই-ই করেন ভাল এবং মন্দ।

- গুরু শিষ্য সম্পর্ক বড়ই মধুর - গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, কিন্তু সম্পর্কের এই মধুরতা দেখা যাবে শুধু সুক্ষ্মেতেই।

আগে ঘরে ঘরে হরিনাম হতো। কিন্তু এখন আছে শুধু Pop নাচ অর্থাৎ বিদেশীদের অনুকরণ। হাজার বছরের পরাধীন এই ভারত। কত লোক এল, খিলজি - কত কি? - তারপরে জমিদার রাজামশাইদের বাড়িতে এইসব উৎসব পালা হোতো -

- আমার বয়স যখন ৫ বছর - মনে আছে নিমাই সন্ন্যাস পালা হচ্ছে- জমিদার আমার দাদামশাই বসে আছেন। যখন গৌরাঙ্গদেবের মা বিলাপ করছেন - তখন আমি অঝোরে কাঁদছি- আমার পাশে বসে আছেন - সুপন্ডিত আমার মাস্টার মশাই শ্রীযুক্ত কালীচরণ বসু, তিনি জগদীশ বসুর খুড়তুতোভাই ছিলেন - তার বাড়ি বিক্রমপুরে ছিল - বিক্রমপুর বড় জোলো জায়গা তাই তিনি আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। আমার কান্না দেখে তিনি আমায় বললেন - খোকন তোর ঐ একটু আমাকে দে - জিজ্ঞাসা করলাম কি দেব? বললেন আমার ৪২ বছর বয়স আর তোর ঐ ৫ বছর, কি করে তুই অমন করে কাঁদলি? তারপরে মাস্টার মশাই দাদামশাইকে বললেন - কর্তা আজ আপনিও দেখলেন - আমিও দেখলাম - দেখবেন একদিন ও জগৎগুরু হবে।

<u>রাত ১১:২০</u>

তপন ঃ- বাবা, গুরু মাঝে মাঝে শিষ্যের মধ্যে কিছুটা ঢেলে দিয়ে মজা দেখে কতটা উন্নত (developed) হোলো। তাই না?

- হ্যাঁ তিনিও তো শিষ্যকে পরীক্ষা করে নেন। কতটা নেবার যোগ্যতা আছে তার একটুও বেশী দেবেন না - যতটা প্রাপ্য ততটাই। অভক্তকে নয় - তিনি দেন ভক্তকে তবে অভক্তকে দিলেও তিনি তাকে ভক্ত বানিয়ে নেন গুরুকৃপাহি কেবলম -

- যার যা ভাব তার সেই ভাবে লাঐ, কারণ তোমার ঠাকুরতো তোমায় দেখছে, চালাকি করে - কিছু পাবে না। এই আমি বলে গেলাম। বিদ্যা প্রকৃত তারই - যে নত হয়ে থাকে - আমি জ্ঞানী - 'আমি সব জানতা' এটা ঠিক নয় - সবাই আমার থেকে বেশী জ্ঞানী - এই শিশুভাবে যে থাকে সেই তাকে তাড়াতাড়ি পায়। লোকে ছেলের জন্যে কাঁদে, বাড়ির জন্য কাঁদে, কই তার জন্য তো কেউ কাঁদে না? তার জন্য একটু কেঁদে দেখ কি হয়?

- প্রত্যেক সন্তের একটা করে বাণী থাকে তাদের অভিঙ্গতার সঞ্চয় শিরডি সাইবাবা - সবকা মালিক এক হ্যায় - চন্ডীদাস - জয়দেব রামকৃষ্ণ - জগবন্ধু জয়দেবের রচনা - দেহি পদ পল্লব মুদারম, আর আমি বলে গেলাম - যার যে ভাব সে তার সঙ্গে সেই ভাবে থাকো। সত্যের একই রূপ - মিথ্যার নানা রূপ - ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী ... গয়া গঙ্গা - প্রভাকাশী।

- সৎ সঙ্গে - সৎলোকের - সঙ্গ না থাকলে আস্তে আস্তে ভাল গুণগুলি দেবে যায়। কারণ তাকে সেই সব লোকেদের (অসভ্য) সঙ্গে মিশতে হলে তাদের মতই চলতে হয়।

আমি বুড়ো বুড়িদের পছন্দ করি না, অল্প বয়স্ক তরুণদের পছন্দ করি - কারণ তারা কত লড়তে পারে। আমার কথা সব ছেলেমেয়েকে বলেছি - যদি তাদের মধ্যে সত্য আর ন্যায় প্রিয়তা বর্তমান থাকে - এবং এগুলো খুব ভাল গুণ, তাহলে আর কিছু লাগে না।

১৪.৬.৯৬ সকাল ৭টা (শুক্রবার)

পোকা কামড়ালে আমের কষ খুব ভাল ওষুধ। বারোমাস এ কষ পাওয়া যায় না একটা শিশিতে ধরে রাখতে হয় - এটা ঘা-এর জায়গায় লাগিয়ে দিতে হয়। Jaundice রোগ ধরলে মোক্ষম রস - সাতটা আটটা পাতা সাত দিন বেটে খালি পেটে খাইয়ে দাও -

- পন্ডিতদের বিচার - প্রশ্নাদি জটিলতা বাড়ায় - যেমন প্রশ্ন হয়েছিল - রাণী রাসমণি শূদ্রানী - কি করে দেবী তার নিবেদিত অন্ন খায়? সমাধান দিলেন পুরোহিত রামকুমার - ব্রাহ্মণের নামে মন্দির (ভবতারিনী মায়ের দক্ষিণেশ্বর) উৎসর্গ করতে হবে।

- শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা -

তিনি মানুষকে অমৃত দিয়ে পাঠিয়েছেন ধরায় ঠিকই - কিন্তু আমরা শুধু বিষ ঢেলে চলেছি। হওয়া উচিত - অমৃতের সন্ধান করে হয় তাকে পাব নয় - মরব - আমরা তার চিন্তাই করি না তাকে পাব শুধু এই জীবন মরণপন হওয়া উচিত, কিন্তু মরণ বাঁচনের চিন্তা করিনা। তো তাঁকে পাব কি করে?

আরেকটা কথা - সর্বদাই আত্মসন্তুষ্টিতে থাকবে - যখন যা জুটবে - তাতেই সন্তুষ্টি থাক এই হলো তার দান - এটা ভাববে শাক ভাত হজম হয় ভাল তাই আমার শাক - ভাত ভালো লাগে - মাছ মাংস ভাল লাগে না।

- দূর্গাপুর মন্দির আমার মা বাবার নামে আর রায়পুর মন্দির আমার গুরুদেবের নামে উৎসর্গ করেছি।

ভক্তই ভগবানকে জাগায় - দেখনা দুর্গাপূজার মা জাগেন - তার চোখ থেকে জল পড়ছে, যজ্ঞের আগুনের শিখায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

- অনেকেরই বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা হয় না। গৌরাঙ্গদেব দেখলেন এক ব্রাহ্মণ তার গুরুর কথা ধরে রেখেছেন - তিনি লেখাপড়া জানেন না তাই গীতা পাঠ না করলেও গীতা খুলে বসে থাকেন - কাঁদেন। গুরুর কথায় বিশ্বাস করে - তিনি গৌরাঙ্গদেবের আশীর্বাদ পেলেন।

- গুরু বাক্যম সদা সত্যম - না হলে আমার গুরু আমার জন্মের সময় - সেই রাত্রে শেয়াল এলো - আমার জন্ম হোলো জঙ্গলে বিশাল উঠুন প্রাঙ্গনে গাছ তলায়। ৩৫৬ খানা ঘর যার বাড়িতে, আমার জন্ম বৃষ্টিতে হোলো বলে আমার নাম হল বাদল। আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন আমার নাম বাদল? তিনি বললেন -

''নব দূর্বাদল ঘনশ্যাম'' -

- মেদিনীপুর থেকে আগত এক দশনার্থী বললে - বাবা আমার বড় গরীব -

গরীব তো আমি সবাইকে দেখছি, ধনী কে? যে মনে ধনী - সেই আসল ধনী -

(পুরীধামের প্রসঙ্গে) এখন ১২বছর অন্তর মন্দিরের ঘাটে নিমকাঠ ভেসে আসে - কোথা থেকে আসে কেউ জানে না - এই কাঠ দিয়ে নবকলেবরে শ্যাম মূর্তির গঠন হয় - (প্রসঙ্গ রামেশ্বর ধাম) - রামেশ্বর মন্দিরের সামনে সবাই দেখে তিন ভিখারী গান গাইছে - আমি দেখছি - ওদের রূপেতে - এরা কে? তারপর মন্দিরে দেওয়া পূজার টাকার অর্ধেক রাশি আমি ওদেরকে দিয়ে দিলাম।

মিহির রায় ঃ- কেন বাবা আমরা পূজায় নিবেদন করব বলে যে টাকাটা আপনার কাছে দিলাম সেটা আপনি ওদের দিয়ে দিলেন কেন?

- পরে সবাই দেখল সেই তিন মূর্তি অদৃশ্য হয়েছেন -

বাবা, আসলে যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। ছোটবেলায় আমার বড় বৌদি চিড়ে মুড়িতে চিনি নারকেল ঘি মিশিয়ে আমাকে টিফিন খেতে দিতেন। আমি বলতাম আগে এটা মন্দিরের মাকে নিবেদন করে দাও। উৎসর্গ কর। পুরোহিত চন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে বলতেন এঁটো (চিড়ে মুড়ি) নিবেদন করব না। উত্তরে আমার দাদু বলতেন আমার নাতি যদি বিষটাও এনে দেয় তাই তাকে দেবে - মা তাই গ্রহণ করবেন তোমার হাতে হালুয়াও গ্রহণ করবেন না।

আর্চনার প্রবেশ - তুমি কেমন আছো বাবা?

- আমি ভালই আছি - তবে আছি কি নাই তা জানি না। তবে তোমরা থাক, ভাল থাক।

- নিয়ে হরিনাম হে গুনধাম - ঝাঁপিয়া পড়ি সংসার পরীক্ষায় - কারণ সংসারীরই পরীক্ষা। মানস সরোবরে গুরু আমাকে ২৩ হাজার ফুট নীচের গভীরে ঝাঁপ দিতে বললেন - দিলাম ঝাঁপ - সম্বিত ফিরে দেখি আমার মাথা তার কোলে- আসলে গুরু আমার সকল দোষ ত্রুটি ঐ ভাবে গড়ে নিলেন। যাতে করে আমি আমার কাজ করে যেতে পারি - আমার পরমায়ু ছিল

৪২ বছর পর্যন্ত - গুরু বাড়িয়ে করলেন ৭৮ বছর - এখানে ১০০ বছরেও আমার কাজ চলছে কবে যে ফুরাবে -

তিনি চাইলে কি না হয়? কখনো শুনছ ইঞ্জিন বিহীন মোটর গাড়ি চলতে? (প্রসঙ্গঃ বাবার বেল্ডাঙাযাত্রা মোটর গাড়ি চলতে) আমি একবার chasis নিয়ে চলে এলাম - কখনও কখনও এমনি এমনি ছেলেমানুষী করে ফেলি - আমার বাকুড়ার এক শিষ্যের চাকরীতে ২২বছর যাবৎ প্রমোশন হয় নাই - তারপর প্রমোশনের জন্য সে পরীক্ষা দিল - কিন্তু খাতায় কিছুই না লিখে শুধু সে লিখল জয়গুরু শ্রী গুরু - পরীক্ষায় সে ফাস্ট হল - অর্থাৎ তাঁর চরণে ভক্তি থাকলেই হোলো - সেখানে এক বিন্দুও নড়চড় হওয়া উচিত নয়।

- আমার একবার সীতা ভোগ চাল খেতে ইচ্ছে করল - পরমাত্মা খেতে চেয়েছেন কিন্তু কি করব?

- ৪০ টাকা কিলো দর কেনা সম্ভব? হঠাৎ এক সকালে উঠে দেখি এক বস্তা সীতা ভোগ চাল নিয়ে কে একজন এসে হাজির। আমি সজনে ডাটা খেতে ভালোবাসি, ভাদ্রমাস - আমি অন্য কিছু খেতে পারি না। একদিন মনে হলো আমার আর সজনে ডাটা খাওয়াই হবে না। সজনে ডাটা নেই, তার দশমিনিট পরেই এক শিষ্য (গনেশন) মাদ্রাজ থেকে এলো তার হাতে এক বান্ডিল সজনে ডাটা বেশ মোটা সজনে ডাটা নিয়ে সে এসে হাজির হলো - আবার বলল আপনি বললেন যে সজনে ডাটা নিয়ে চল।

- মানুষের যত পারো উপকার করো - সেবা করাটাই ধর্ম - জগন্নাথের ঠুঁটো রূপ আসলে নিরাকারের স্বরূপ- অন্তরজগতে অন্তর হৃদয়ে -

অর্চনা ঃ বাবার এই হাসিমুখটা দারুণ

- হ্যাঁ ঐ হাসিমুখের মধ্যে দিয়াই অনেক কিছু কথা তিনি বলে দেন -

- দূর্গাপুরের মন্দিরের মূর্তি তৈরী হতে ১২বছর লেগে ছিল - তারপর সেই মূর্তি জমিদার বাড়িতে পূজিত হল ৮৬ বছর ধরে - তারপর তিনি এলেন দিল্লী কালকা মেলে, দূর্গাপুরে গার্ড মূর্তি আনার জন্য booking-এর পয়সা নিল না। সে নিজের কামরার সীটের তলায় সেই মূর্তি রেখে দূর্গাপুরে পৌছে দিল।

<u>১৪.৭.৯৬ চন্দরনগর ধাম</u>

আজকাল মানুষের ব্যবহার বদলে গেছে লোভযুক্ত হয়ে গেছে - এর জন্য কিছু মানুষ ভুগছে - তারা বুঝতে পারে না কি করব - তাই বাঙ্কুকে বলি দাদুভাই তোমরা বড় হও - সব সময়

মনে রাখবে - শেষ কথাই - ঐ এক তিনি, ভালোবাসাই আসল, ভাল না বাসলে কোনো কাজ কোরো না। তাহলে অশ্রদ্ধার কাজ তিনি নেবেন না, তবে এক পয়সার শ্রদ্ধাও তিনি নেবেন। ঠাকুর বলেছিলেন জলকে কত রকম নামে ডাকা হয় - কখনও জল কখনও water কখনও পানি। শুধু নামের তফাত।

- তিনি এক - তিনি কখনও মধুসূদন তো কখনো কেশব মাধব - যখন যা নাম। তা'ছাড়া তার কাছে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিবেদন করতে হয় (fully surrender), দ্রোপদীর যখন বস্ত্র হরণ হচ্ছে তখনও তিনি একহাতে শাড়ি ধরে - অন্য হাত তুলে মধুসূদনকে ডাকছিলেন ত্রাহি মধুসূদন কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না। যখন সে কাপড় ছেড়ে দুই হাত ওপরে তুলে দিল (অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করল) তখন তিনি তার ত্রাতা হিসেবে (অদৃশ্যে) উপস্থিত হলেন।

মানুষের মনে অর্থের ভীষণ অহংকার প্রবল হয়ে গেছে - মানুষের মন অন্য (ভাল) কথাগুলো ভুলে গেছে -

চিরদিন কারো সমান নাহি যায় - আজ যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায় --

- রাজা হরিশচন্দ্রকে ঋষি বিশ্বমিত্র বললেন তুমি মহান - যুগে যুগে মানুষ সবাইকে ভুলে যাবে তবে রাজা হরিশচন্দ্রকে কেউ ভুলবে না। তুমি যা দেখালে - তুমি ছিলে রাজা - হয়েছো যোগী - আমি ছিলাম যোগী হয়েছি ভোগী। আমার দরকার নেই।

চন্ডীদাস বলে গেল শুনরে মানুষ ভাই! সবার উপর মানুষ সত্য - তাহার উপর নাই - আরে তোমরা দেবতা - দেবতা কর, দেবতা কে? সবাই মানুষ - গৌরাঙ্গ, রাম, শ্যাম জগৎবন্ধু, তৈলঙ্গস্বামী বিবেকানন্দ - এরা সবাই মানুষ। একটা কথা জান কি বাবা তিনি বেঁচে থাকতে কেউ তাকে চেনে না, তিনি চলে গেলে তখন হৈ হৈ পড়ে যায়। তিনি নব রূপে নরের মধ্যে আসেন।

যদাযদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানাম্ সৃজাম্যহম্।।

ধর্মের যখন হানি হয় - তখন আমায় আসতে হয় - চন্ডী তে মা বলে গেছেন এই জগতে যত মেয়েছেলে আছে - সবাই আমার রূপ।

মহাভারত - হোলো একটি মেয়ের লাঞ্ছনার জন্য - এখন ঘরে ঘরে মেয়েদের লাঞ্ছনা হয়।

- ত্যাগেরই তিনি সব নেন - একজনের অনেক টাকা - কিন্তু যে নিজের tuition-এর টাকা দেয় - আমি মনে করি তারটাই নিতে হবে - ভোগ নিয়ে আনন্দ নেই - দানই - ত্যাগেই আনন্দ -

শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে নামের নেশা - ঐ রকম নেশা না হলে চলে না।

আমি আমার সন্তানদের বলি - সংসারও করবে আবার গুরুকেও ধরে থাকবে - গুরুকে বাদ দিয়ে সংসার কোরো না।

এই দেহের মধ্যেই জগত-কে বানালো এমন ঘর? ধন্য কারিগর, কোনো হাড় চামরা দিয়ে নয়। সেই কারিগরের কোথায় ঘর?

আরে যে বানিয়েছে তার খবর নে, কেন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াস - ঘরের খবর নে

- এই ঘরের মণি কোঠাতে তিনি বসে আছেন পরমাত্মা রূপে তার সন্ধান কর - তাহলেই তুমি তাকে পাবে - (know yourself and you will know God - Otherwise not)

গুরু মানুষ, শিষ্যও মানুষ - কিন্তু এর মজাটা সূক্ষ্মেতে -

- রামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছে - শিব তখন আসছে কালি কালি বলে, মথুর হতভম্ব কারণ তোতাপুরীর মত গুরু রামকৃষ্ণর জন্য বললেন - গুরু মিলে লাখ লাখ শিষ্য মিলে এক।

শঙ্করাচার্য জানতেন কলির জীব এমনি হবে। তাই লিখে গেলেন অর্থকে অনর্থ আর অর্থকে আমরা অব্যর্থ করে নিয়েছি। এরা অর্থাৎ German ও Russian বিদ্বানেরা খুব রিসার্চ করেছে এ বিষয়ে ''আপনাতে মন আপনি থেকো যেও নাকো মন পরের ঘরে''

রামকৃষ্ণ মাইকেল মধুসূদন দত্ত এমন কতবাণীই বলেছেন - মধুসূদন দত্ত বিরাট প্রতিভার, অমৃতাক্ষর ছন্দে অপূর্ব রচনা করে গেছেন। মেঘনাদ বধ কাব্য লঙ্কার খুব উজ্জ্বল বর্ণনা করে গেছেন - তাল তমালি বনরাজি অতি লীলা - কত লোক, কত ভাবে বুঝিয়ে, আমার বিশেষ কথাটি বলে গেলাম - যাক! ''যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ'' - ভাবগ্রাহী জনার্দন ভাব ধরে রেখো। তুমি যে ভাবে যে অবস্থায় তাঁকে ডাকবে তিনি সেই ভাবেই তার কাছে যান। শিব ডাকলে শিব-কালী ডাকলে কালী আমাদের বাড়িতে আমার গৃহশিক্ষক ছিলেন (Graduation tuitor) জগদীশ বোসের খুড়তুতো ভাই শ্রী কালিচরণ বসু। আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন।

''মন রে বসবি কি আর ম'লে
মান নিতেছে ধান নিতেছে ... কলে
সাধে কি দেয় রে brute, foolish nonsense বলে''

- আমি যেটাই শুনি বা যেটাই করি খুব মনোযোগ সহকারে শুনি এবং মন দিয়েই করি তাই আমার সব মনে থাকে।

- রায়পুর মন্দির : ৩৪ একর থেকে ৪২৮ একর হয়েছে। World Bank-এর লোক এসে বলল এই হলো আসল মন্দির এখানে হিন্দু - ক্রিশ্চয়ান - মুসলমান বলে কিছু নেই আমি এখানে সাঁওতালদের পড়াশুনা করাব - ওদের মধ্যেও অনেক ভাল ভাল ছেলে আছে।

রায়পুর মন্দিরে আছেন শশ্মানবাসিনী শ্যামা - সেখানে আছে আমলকি, হরতুকি, অশোক, বেল ও পাকুড় গাছ (ঘিরে আছে পঞ্চমুন্ডির আসনকে) সেখানে একটা ঝিল পাওয়া গেছে আশ্রম লাগোয়া জায়গাটার ৯৯ বছরের লীজ নেওয়া হয়েছে (তখন কে থাকবে) -

মাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলাম - কল্পতরুর মত যে যা চাইবে সেইখানে তৎক্ষণাৎ তা পূর্ণ হবে।

<u>২৮.৭.৯৬ দুর্গাপুর ধাম</u>

- আমি খুব বাচ্চাদের ভালবাসি - কখনও ছেলেমানুষ হয়ে যাই - কখনও বাচ্চাদের মধ্যে থাকি - আবার তোমার মধ্যেও থাকি - তবে আমি বাচ্চাদের মধ্যে বেশী থাকি - কারণ সে আমাকে বেশি স্মরণ করে - আমি বড়দের মধ্যে বেশী থাকি না। তবে কখনও আমি জ্ঞানী গুনীদের মধ্যেও বসি।

- ন্যা অহং স্বামী - বৈকুণ্ঠে - নারদ আমি বৈকুণ্ঠে নয় আমার ভক্তদের মধ্যে থাকি - এই মন্দির হবে বিদেশীদের ঢালা টাকা নিয়ে - তখন দিশী লোকেরা আসবে। দেখ গুরু শিক্ষা দিলেন - তা নয় আসলে ভক্তরা শিক্ষা দেয়।

আমি আসি। আমাকে আনতে হয় না আমি নিজে থেকে আসি -

দাদা ভাই ঝগড়া নয় - শান্তি বজায় রেখে চলবে সংসারে - আমি সংসারে কি করে করতে হয় তাও বলি - ভগবানের পথে কি করে চলতে হয় তাও শিখিয়ে গেলাম। সবাই ধর্ম ধর্ম করে। মনে রাখবে কর্ম প্রধান-এ বিশ্ব করি রাখা, বিবেকানন্দ কর্মের উপর জোর দিতেন- কোথায় খুজিব তারে - জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। আগের কালে রাজারাও গরীবের সেবা করতেন - তখনই রাজকার্য খুব ভাল হতো।

- 'মনের প্রেম ভালবাসা' এটা অন্তরের কথা ব্যাখ্যায় বোঝানো যায় না। এই যে আমার শিষ্যরা এদের অনেকেই স্বার্থ নিয়ে আসে।

তপন ঃ- বাবা গুরু যাকে তুলবে - তাকে পিটিয়ে চুবিয়ে - কর্ষন - আপনি করে সব করে তাই না?

হ্যাঁ তবে আধার বিশেষে। তোমার আধার যতই খোলা সে ততই তার নিকট - যদি আধার ছোট হয় তাহলে কি করে হয়? সেও তো একটা থাকার জায়গা চায়।

- আর গুরু বাক্য যে সদা সত্য মেনে চলে তার আর কোনো বিপদ নাই। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা - কিন্তু গুরুবাক্যে এক বাক্য এই কথা যে সব সময় মনে রাখে তার কোনো ক্ষতি নাই।

দাদাঠাকুর বলেছিলেন -

দুটো কথার কথা বলি জগদম্বে, অধমের এই দুঃখ কষ্ট কবে কমবে?

- আহা দাদাঠাকুর কি রসিক লোক ছিলেন মহাজ্ঞানী ছিলেন -

আমি প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে বলি - যে তোমার কাছে হাত পাতবে তাকে চাল দেবে - বা যা পার দেবে আর প্রণাম করবে। তিনি কত রূপ ধরেন কিভাবে আসেন কেউ জানে?

- বলে শ্রীকৃষ্ণ ১০৮টা নাম - আর এ কি বোকারে। সবই তো সে গোটা পৃথিবীটাই সে - তারই মধ্যে পৃথিবী অবস্থিত তার তো অজস্র নাম, মোট ১০৮টা নাম - কি বোকা - কি বোকা রে সবাই।

তবে আমি কারোর অনিষ্ট করি না। আমার বাড়ি আমার ঘর বলে কিছু নাই - আমার চন্দনগরের বাড়ি আমি মনে করি সবার। মা বলেন কত লোক আসছে গো? আমি বলি আর ওরা কোথায় যাবে গো? ওরা তো ওদের গুরুর বাড়িতেই আসে -- তবে যারা এখানে আছে তারা অনেক সেবা করে।

তপন ঃ- বাবাজী মহারাজ শুধু শিষ্যেরই সেবা করলেন।

বাবা - আরে ওরাওতো মানুষ।

মঞ্জু ঃ- হ্যাঁ এটাই আমাদের শিখবার

- এই শিব মন্দিরে (দূর্গাপুরে) আগে শিব ছিল গম্ভীরার (বেদীর অভ্যন্তরে) নীচে - এখন ওপরেও দেখা যায় - তার মানে পাথর বাড়ছে - পাথর নিষ্প্রাণ নয় - মূর্তি (মায়ের) পাথর নয় নামটা শুধু পাষাণী। তিনি সদাহাস্যময়ী - শুধু বরদহস্তে দাঁড়িয়ে আছেন -

- তিনি তোমার কাছে নাড়ু - হালুয়া চান নাই হয়তো তিনি তোমার কোনো কাজে এত খুশি হয়েছেন। এটা হচ্ছে গুরুর অহেতুক কৃপা।

- বিশ্বকর্মা এক রাত্রে রাজপ্রাসাদ বানিয়েছিল কিন্তু আমি বানাই এক মূহুর্তে - এসব যোগের ব্যাপার-

- অবশ্য এই মন্দির আমি বানিয়েছি অনেক সময় নিয়ে। এখানটা অনেক ঠান্ডা হবে - রাতে পাখা লাগবে না - এখানে ৫০০/৬০০ লোক থাকবে।

আর রায়পুরে থাকবে ৫/৬ হাজার লোক। এবারে মায়েদের ওপরে থাকতে দিয়েছি - তাদের সন্তানদের জন্য থাকবে দোলনা - মায়েরা উপর থেকে দেখবে - ঘুমন্ত শিশুকে দড়ি দিয়ে দোলনা টানবে -

মহাপ্রভু ঃ- (হেসে) তুমি মায়েদের এবার অনেক কৃপা করছ -

- আরে মেয়েদের দিয়েই তো সংসার। - দেবী চন্ডী স্বয়ং বলছেন যে মেয়েদের মধ্যেই সকল বিদ্যা (বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা) থাকবে - তাদের মধ্যেই আমি থাকব - বিদ্যা সমোস্তা সকল দেবী ভেদা, স্ত্রীয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু -

- হে দেবি, বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা আপনারই অংশ চতুঃষষ্ঠি কলাযুক্তা এবং পতিব্রতা সৌন্দর্য ও তারুণ্যাদি গুণান্বিত সকল নারীই আপনার বিগ্রহ - আপনি জননীরূপা ও একাকিনীই এই জগতের অন্তরেও বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন আপনি স্বয়ং ভক্তিরূপা।

তবে এদেশে মায়েদের বড় হেনস্থা হয়। বড় লাঞ্ছনা হয়। এমন ব্যবস্থা হবে যাতে করে সংসারে কর্তীরা কারোর অধীনে থাকবে না। যে যার স্বাধিনভাবে কাজ করবে।

- তুমি দুঃখ দিতে ভালবাস - তাই দিয়ে যদি তুমি সুখী হও - তাহলে তাই হোক তুমি যদি তাতে সুখ পাও - আমি যদি তোমাকে দুঃখ না দিয়ে সুখ দিই হে নাথ, তবে তুমিই সুখী হও। মনে এই ভাব থাকা উচিত - এইতেই ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর কে কবে ভাল করে বুঝবে? কত ঋষি - মুনি তারাও ধরতে পারত না।

এই দূর্গাপুরে প্রতিটি quarter-এ আমি যেতাম কাঁদতাম - গান গাইতাম - এরা কিন্তু সেই সময়টাকে ভাল করে নিতে পারে নি। ভাবত - ইনি কেমন লোক রে বাবা? ইনি কি রকম পাগল, আমি তাই তো পাগল হলাম না, মনের মতো পাগল পেলাম না - পাগল অর্থাৎ মরীয়া - এক পাগল নারদ ঋষি, বীণা বাজায় দিবা নীশি - প্রতিক্ষণ মনে শ্বাসে প্রশ্বাসে তার নাম নেয় - তবে তার জয় হবে না তো কার হবে।

- বাবা প্রসন্ন চিত্তে মন্দিরের চারিদিক দেখছেন বললেন - আর এর (মন্দিরের) কাছে যে আসে - যে এখানকার কথা ভাবে - যে ভাবে এর সঙ্গে জড়িত আছে - মায়ের কাছে সবাই তার ফল পাবে -

- এই মা এক জায়গায় বসে নেই - সব জায়গায় ঘুরছে - সবাইকে দেখছে, তোমরা দেখতে পাওনা। কিন্তু আমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারে না।

<u>২৯.৭.৯৬ দূর্গাপুর ধাম</u>

এই সংসারে যে যে রকম কর্ম করে তার সেই রকম ফল হয় - এ সংসারে যে নিঃস্বার্থ ভালবাসে - যে নিঃস্বার্থ প্রাণ নিঃস্বার্থ প্রাণে গান করে - সেই আমাকে পাবে। এই সংসারে টাকা দান করা কি সোজা। তিনি জগৎজননী - তিনি দান করছেন - তুমি দান করবার কে? টাকা নিয়ে দিয়ে কি হবে।

নিজেকে জানি না - আমি জানি তাঁকে - শ্রী গুরুর দেখানো পথ জানলে আর কি চাই?

অনেক জনম হয়েছে, অনেক মরণ হয়েছে। জনম মরণের জন্য একটা রাস্তা আছে - অনেকবার এসেছি, কোথায় এসেছি - কেন এসেছি কোথায় যাব এগুলি চিন্তা করবে।

গুরু করেন জগৎ সৃষ্টি - জগৎ সৃষ্টি তার, অতএব তার শ্রী চরণ পেলে - অন্য রাস্তার দরকার নেই - নান্য পন্থা বিদ্যতে - উনিই এক আর কেউ নেই। কিন্তু আমরা মানুষ - পৃথিবী দেখবা আমারও কর্তব্য - যে আমাকে সৃষ্টি করেছে তাকে আমি দেখবই - এই চিন্তা হওয়া চাই -

- গীতা আর শ্রীকৃষ্ণ - আদি অভিন্ন। আমি ধনীর গৃহে নাই - আমি পাহাড় পর্বতেও নাই আমি ভক্তদের মধ্যে থাকি - তবে দুঃখ না হলে তাকে পাওয়া যায় না - আমার জীবন দিয়ে দেখেছি।

আমাকে কেউ সৃষ্টি করে না -
আমি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করি -
আমি অযোনিসম্ভব।

(প্রসঙ্গ লখনউ অজিত ভট্টাচার্যের বৌ সূপর্নাকে)
লখনউ নবাবী জায়গা বাবা - আমি চিনতাম পি.এন. যোশী এবং পি.বি. যোশীকে যিনি হাত দেখতেন। অতুলপ্রসাদ লখনউতে থাকতেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করতেন - 'পাগলা' তোর এই গানটা কেমন লাগে রে -
''তুমি অরূপ স্বরূপ সগুন নির্গুণ - দয়াল - ভয়াল হরি হে'' (রচনা রজনীকান্ত)
(প্রসঙ্গ আজমের শরীফ) - আজমের শরীফের ইমান ১৮ বছরের দীক্ষিত, তিনি বাবাকে দর্শন করার পর বললেন - তার গুরুর কথাই সত্য হল - তাঁর গুরু তাকে বলেছিলেন - তোমার নবীর দর্শন হবে। লিখে রাখ অমুক বছর অমুক দিন - অমুক সময় তিনি তোমার কাছে আসবেন।

<u>৩০.৭.৯৬</u>

যে নিজের গুরুর নাম তুলে ধরতে পারে - সেই তো মহান - তোতাপুরীর শিষ্য ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ - শেষে তিনিই তার চরণে পড়ে বললেন - বাবা তুমি আসল গুরু - গুরু মিলে লাখ লাখ - শিষ্য মিলে এক - বিবেকানন্দও তেমনি এক গুরু ছিল।
নিঃস্বার্থ লোক একটাও নেই - মুক্তিটাও একটা স্বার্থ - কেন চাইব মুক্তি? গুরু বোঝেন না? তোমরা আমার মাকে দুচোখ ভরে ভাল ভাবে দেখ নিশ্চয় দেখতে পাবে তাঁকে -

<u>৩০.৭.৯৬ রাত ১১:৪০</u>

পাপের রাস্তা চট করে খুলে যায় ধর্মের রাস্তায় অনেক বাধা -
- ভারতবর্ষ থেকে বাউল গান তলিয়ে যাচ্ছিল - আমি চাই বাউল গান একদম শীর্ষে উঠুক ট্র TV, Media ভাল। - যে যা কাজ, মাঝপথে থাকা ভাল নয় - গুরুর জন্য মরিয়া হয়ে কাজ কর -

(প্রসঙ্গ যোগানন্দের বাউল গানে নদীর বিবরণ) - তার ব্যাখ্যা হোলো। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না - সব কিছু শরীরের মধ্যে অবস্থিত।

- সব দিকে আমি দেখি - সব জায়গায় সামনে থাকলেও - না থেকেও আমি কিন্তু সব কিছুই দেখি, সব জায়গায় আমার চোখ যায় - স্থূলে - সুক্ষ্মেও।

<u>রাত : ১২:৫০</u>

- কত লোক আমার সামনে থেকে বেলুনের মত চুপসে গেল, নাঃ একে আমি পাবই পাব - এই মনোভাব না থাকলে কিছুই হবে না।

- পুরো দিনটা আমার কেমন হয়ে গেল - এক সেকেন্ডের মধ্যে আমি এখানে নেই। এই আমার মনের মুহুর্মুহু ভাব - (বাবা কয়েক সেকেন্ডের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন) -

- মনটা যদি খাওয়ার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি খেতে পারবে - সুখ - দুঃখ - খাওয়া দাওয়া সব কিছুরই মূলে আছে মন।

- অমুকের পাঁচতলা বাড়ি - আমার একতলা বাড়ি। মনে মনে এই চিন্তা করতে করতেই রাত কাবার -

গঙ্গা - কেমন লাগল তোর? (বহরমপুরের গঙ্গানারায়ণ ধর) - তোমার বন্ধুটিরও?

গঙ্গা ঃ- ওর ভাল লাগছে বাবা -

- তোমরা বহরমপুরে ফিরে গিয়ে বলতে পারবে -- নাঃ ভালই! -

আমি যা বললাম তার মিথ্যা নেই, পৃথিবীর কোনো দূর্গম স্থান নেই - যেখানে মানুষ থাকে না - প্রত্যেকের আলাদা - বসন - চলন - বলন।

<u>৩.৯.৯৬ রানাঘাট : প্রাকজন্মাষ্টমী তিথি</u>

- গায়ক গাইলেন - গুরু চরণে শরণ যেন থাকে - গান শুনে বাবা অভিভূত, গায়ক কে বাবা বললেন বাবা, তোমার গানে গমক থাকলে ভালো হয় .... গায়ক আরেকটি গান ধরলেন -- ‘‘ম্যায় তো আওরে কে সঙ্গ না চিথী’’

<u>রাত ১২:১৫</u>

এই যে আজ উৎসব হোলো এখন অনেক জায়গাতেই কোথাও ২দিন কোথাও ৩দিন উৎসব হয় -

রাধা ঃ- বাবা তোমার দয়াতেই গুরুভাইরাও এলো -

(প্রসন্ন মুদ্রায়) ওরা খুশী - তোরাও খুশী। এই যে খুশী হওয়া, এইটাই চাই কেননা আনন্দের রেশ হলে - আনন্দ মন থেকেই উঠে আসে - ঈশ্বর এদের ভাল হোক ব্যস - তাতেই হয়ে গেল যা হতে দু-চার হাজার বছর লেগে যায়।

- ও সবাইকে দেখে - যে ভক্ত তাকেও দেখে - যে অভক্ত - তাকেও দেখে - কারণ তারাও তো মানুষ - তাদের ভিতরেও তো সে আছে। সবাইকে ডেকে খাওয়ায় - কত সুখ পায় - কেউ - কেউ। আমি সব সময় ঘুরে ঘুরে দেখি যে এই মুখটা চেনা না অচেনা - কখনও অচেনা - কখনও খুবই চেনা তারপর সবই কেমন যেন গুলিয়ে যায় কিছুক্ষণ ফিরে এসে দেখি - ও এই মুখ।

- তবে আমার কথাও যা, শাস্ত্রও তাই। কি আর তুমি করেছ? কিন্তু শাস্ত্র এমন যার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি নেই - কোনো ভুল পাবে না। তবে আমি খুব চুলচেরা বিচার করিনা - একটুখানি নরম হওয়া উচিত, তাতে যার যা প্রয়োজন সব মিটে যাবে আমি চাই সত্যকেই - মনে শান্তি আর কি। লেখাপড়া শিখলে? কিন্তু এর মতো আনন্দ কি আছে? তোমার এই আনন্দকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে?

- যতই করিবে দান ততই যাবে বেড়ে - তুমি যেমন পাচ্ছ তেমন অপরকেও পাবার সুযোগ দাও - আর দেনেওয়ালা তো তিনি - ওরা ঘড়ং ঘড়ং ঘন্টা বাজায় কিন্তু মন মুখ এক করে তবে তার কাজ করা যায় - মন মুখ এক না করলে আমার কাজ করতে পারবে না।

<u>জন্মাষ্টমী ঃ- রানাঘাট - ৪.৯.৯৬ রাত ১২</u>

শ্রী গুরুবাবার জন্মতিথি - জন্মলগ্ন - পূর্জার্চনার পর বয়সের সময়সীমা বলে কিছু নেই - ১০১ বছর বয়স হলো আমার - চিদুরই ৫৫/৫৬ বছর বয়স হয়ে গেল - জন্মের মা পাগলিনী মহামায়া রূপে - অনেক পড়াশুনা করেও কিছু হয় না।

- যমুনা বেষ্টিত মথুরা - মথুরায় এক কোটী রাসপূর্ণিমায় (অথবা কর্তিকী পূর্ণিমায়) গোপনারীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যোৎসব করেন - উৎসব হয় যমুনার ৮৪ যোজন ক্রোশ বেষ্টিত মথুরার কুঞ্জে কুঞ্জে বনে - সেখানে সবাই হরি নামে বিভোর (শ্রীকৃষ্ণর জন্ম তিথি জন্মাষ্টমী)।

রুবি ঃ- বাবা আজও শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হয় - কিন্তু আমরা দেখতে পাই না-

- দেখতে পাও না কারণ পড়াশুনা করেও ভ্রম কাটে না - তিনি দেবেন কি করে তার কাজের জন্য ত্যাগ - দান - দয়া - দাক্ষিন্য সব করতে হয় - তিনি কি করে আসবেন? তাহলে তো শ্রীরামকৃষ্ণের মতো বলতে হয় - 'দে শালা বকল্মা' কিন্তু তাও দিতে পারবে না - কারণ

দেহবোধ তোমায় দিতে দেবে না - তুমি ল্যাংটা আছ কি কাপড় পড়া এই বোধ থাকলে চলবে না।

- আমার ছেলেদের বলছি - নিঃস্বার্থ কোনো লোক হলে তাকে প্রণাম করবে - সে রকম লোক খুঁজবে। শরৎপন্ডিত ছিলেন সে রকম - আর ছিলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী - জজ সাহেবের কোর্টের খুনের কেস উঠেছে - তিনি পুলিশকে বললেন হ্যাঁ আমি খুন হতে দেখেছি - জজ সাহেবের বিশ্বাস হয় না জিজ্ঞাসা করলেন ২ মাইল দূরে খুন হলো - আপনি নিজের জায়গা থেকে অতদূরের ঘটনা কি করে দেখলেন? উত্তরে তিনি বললেন - আমরা পাই তোমরা পাও না। কারন তোমরা অন্ধ। তিনি তক্ষুনি নিজের বক্তব্য সমর্থনে একটি ঘটনার উদাহরণ প্রস্তুত করলেন - জজ সাহেবকে বললেন, ঐ সামনে যে উকিলবাবু আছেন এনার বাড়ি (দু-তিন মাইল দূরে) বাগানে যে দেবদারু গাছটা আছে - আমি দেখতে পাচ্ছি তার কান্ডটার উপরে একপাল লাল পিঁপড়ে ওঠানামা করছে। আপনি লোক পাঠিয়ে আমার কথার সত্যতা যাচাই করে নিন। তাই করা হলো - এবং লোকনাথ বাবার কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো। জজসাহেবের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মালো - পুলিশ ভুলবশতঃ যাকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিলেন জজসাহেব তাকে মুক্তি দিলেন।

আবর্তন বিবর্তন খুব দ্রুত হচ্ছে - আমরা এখন খুব দ্রুত ঘুরছি - লাট্টুর মতন - লোকনাথ বলেন - কেহ নাই যার, তুমি আছ তার। দুঃখেরই সাথী - সদগুরুর ছেলেমেয়ে তোমরা, গুরুকে পরীক্ষা করবে কেন? পরীক্ষা নিজেকে করবে এবং অপরকেও দেখাও অপরে বলুক তুমি কেমন?

আমি আর তোমাদের মা - কাশীতে নিত্য গঙ্গা স্নান করতে যেতাম - দেখলাম সেখানে কত লোক জপ-তপ-ধ্যান - স্নান করছে - দেখে ভাল লাগল। সে যাক এখনও - দিন কাল তত খারাপ হয় নাই - হঠাৎ শুনলাম কেউ বলছে নাঃ ঈশ্বর নাই! - সেকি এত জপ-তপ করে শেষে এই উপলব্ধি! আমার খুব হাসি পাইল - সে আরও বলল আরে যদি ঈশ্বর থাকত তাহলে আমারে অনেক টাকা দিতো, যাতে করে যারা না খেতে পেয়ে মরছে তাদের আমি খাবার খাওয়াইতাম। আরে যদি টাকা দেওয়ারই হতো তাহলে যারা না খেতে পেয়ে মরছে ঈশ্বর সরাসরি তাদেরই হাতে খাওয়ার টাকা দিতে পারতো না? এরা ঈশ্বরকে কি বেওকুব পাইসে?

- এখন আমার সময় অতি নিকৃষ্ট - আমার যাবার সময় তোমরা দেখতে পাবে আমি কিভাবে ধাপে ধাপে উপরে চলে যাব। এ কিছুই নয়, যোগবলে কত কি করা যায়। দেখবে হঠাৎ করে একটা মাছি এসেছে সে দেখেশুনে রিপোর্ট করবে তোমরা সব কি করছ না করছ তার spy রা যেমন টিকটিকি, মশা, মাছি সবাই তার spy হয়ে ঘুরছে।

- পৃথিবীটা শুধু ভারতবর্ষ নয় - অনেক হাজারটা পৃথিবী আছে শিবলোক, ব্রহ্মলোক, যেখান দিয়েই যাও কোনো বাধাই (গুরুর কাছে যাওয়া) আটকাতে পারবে না। যে জগৎ গুরু কোনো বাধাই তার যাওয়া আটকাতে পারবে না। তোমরাও জোর গলায় বলতে পারবে আগে আমার গুরুকে দেখে নিন - তারপর কথা।

সত্য কখনও ধ্বংস হয় না এবং ক্ষনিকের বিচ্যুতি হলেও আবার সে ভয়ঙ্কর হবে। এবং তোমাকে দিয়েই সে অন্যকে বলাবে - সুতরাং তুমি প্রস্তুত হও - তাহলেই তার কাজ সম্পন্ন হবে - তার কাজ তোমাদেরকে সম্পূর্ণ করতে হবেই। শুধু সম্পন্ন নয়, সুসম্পন্ন করতে হবে। তার কাজ নিখুঁত হয়। কারণ সেই কাজ সত্যতে প্রতিষ্ঠিত। আসলে থাকে বিশ্বাসের অভাব, বিশ্বাস থাকলে সব হয়। যাই হোক তোমরা সব গুরুভাই বোনেরা সুসংবদ্ধ হও।

রোজ ভাত খাওয়ার চাল থেকে দুই মুঠো চাল একটা টিনে ভরে রেখে দাও - বছর শেষে ৪ মন চাল জমা হবে - তার দামই কত - ইচ্ছা থাকলে ঠিক রাস্তা বেরোয় -

যখনই কোনো ধন্দে পড়বে - খটকা দূর করতে গুরুর কাছে যাবে - তাকে প্রশ্ন করে নির্দেশ নিয়ে নেবে - কিন্তু যদি তোমার মনে একবারও গুরুর নির্দেশের প্রতি প্রশ্ন জাগল - তিনি তো বললেন কিন্তু কাজ আদৌ হবে কি? ব্যস তখনই তুমি গর্তে পড়ে গেলে। না তুমি একেবারে নিংসংশয় চিত্তে স্থির হও। ভাববে - আমি বহু ঝড় জল পেরিয়ে এখানে (গুরুর আশ্রয়) এসেছি - আমাকে ঘুরাতে পারবে না। বিশদ ব্যাখ্যার জন্য তোমাদের আমাকেই প্রয়োজন - অপরে পারবে না - কারণ পূর্বাপর সব কিছুই তোমাদেরকে আমাকেই সুষ্ঠ করে দিতে হবে - না হলে খটকা যাবে না - তবে তোমরা পবিত্রতা সত্যতা এবং একনিষ্ঠতার মধ্যে আছে বলে তোমরা পারবে - তবে শক্তিমান এবং শ্রী গুরু সহায় ছাড়া কিছু হবে না। আমি কখন শুই বলোতো (কেউ বাবাকে বলল রাত একটা বাজে) - তো বাজুক একটা, এর পরের বৈঠকে হয়তো এই কথাগুলো উঠবে না - আমার মনে এখন এই কথাগুলি উঠছে - সেটা অবশ্যই থেকে যাবে -

- আমি বরাবরই অনেক রাত করে কথা বলতে ভালবাসি। সবাই শুয়ে পড়েছে - আর এরা কজন আমার কাছে কেন আছে? কারণ এরা আমাকে জানতে চায়। আমিও এদের দিতে চাই - এরা আমার ছেলেরা - তবু এখানে ওদের আসা।

<u>৫.৯.৯৬ রানাঘাট বেলা ১১:২৫</u>

আমার লক্ষ কোটি লোকের প্রয়োজন নেই - একজন হলেই হবে। এ সংসারে অসম্ভব বলে কিছু নেই - এবং মানুষের বিশ্বাসটা হারিয়েছে বলে মানুষ পাকে পড়ে ঘুরছে।

১১:৪০

(অপর্নার বোনের প্রশ্ন - বেহালায় কয়বার এসেছেন?)

ওর ওখানে (রুবির) বেহালায় আমি রোজ যাই

সন্ধ্যে ৭:১৫

(শ্রী গুরুবন্দনার পর - দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে)

এক একজন সাধক তার সাধনার কিছু চিহ্ন রেখে যায় - সাঁইবাবা বলে গেলেন - ''সবকা মালিক এক হ্যায়''. রামকৃষ্ণ বললেন ''যত মত তত পথ'' চন্ডীদাস বললেন - ''শুনরে মানুষ ভাই সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই'' -

বিবেকানন্দর উক্তি 'জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'

বাবা (সোমনাথ ও তার স্ত্রী আইভিকে) তোমরা যাই করো ঠুনকো সঙ্গ কোরো না। আমার সঙ্গে মরণে বাঁচনে থাকতে হবে তবে আমার গুরু সর্বৈব প্রশস্ত - তার উপরে টাকা পয়সা চান না - তিনি বলেন যাই করিস, কিন্তু গুরু ধরে চলিস।

যাই করনা বাবা বেশী কিছুর আকাঙ্খা করো না। তিনি যা দেন তাতেই সন্তুষ্ট থেকো।

- ''সদা সত্যম ব্রুয়াৎ মা ব্রুয়াৎ সত্যম প্রিয়ম'' সংসারে দীক্ষা নেবে - নিজের কাজ অব্যাহত রেখে। তার আশীর্বাদ পাবো - সাউথ কোরিয়া - নর্থ কোরিয়া - প্যারিস - রোম - জাপান সব জায়গায় আমার শিষ্যরা আছে - তারপর তোমাদের জন্য রায়পুরে আশ্রম করছি।

- ভক্তের টান এত বেশী যে সে যখন টানবে - সে যেমন ভাবে পারবে ছুটে আসবে - তবে যারা আমাকে কাছে পিঠে পেয়েছে তারা কিন্তু আমাকে গুরু হিসেবে পেয়েও, কিন্তু সেভাবে পায়নি। তারা গুরুর কথা, গুরুর ছবি একে বোঝেনি - বই পড়ে বুঝেছে যে Yes he is him - কিন্তু আমাকে সেভাবে তারা এখনও পায়নি - বোঝেনি -

১২:২৫

আনন্দ সৃষ্টি করেছিলেন তিনি রাসে, অথবা এই যে আনন্দ পেলাম আমি বা আমরা - এখানে এটা কি লাখ টাকা দিয়ে কেনা যায়? অসম্ভব, তবু চেনে না একে? দেবতারাও হাত জোড় করে থাকেন তার কাছে ট্র

১৩.১০.৯৬ চন্দনগর ধাম - বন্দনার পর

- এই জগতে রসদদার (বলবন্ত ভাই দাবে) শুধু যার অর্থ আছে তার সাহায্য করনেবালা

আছে - কিন্তু যার অর্থ নেই তাকে কেউ সাহায্য করে না। যে বিপদে পড়েছে তাকে বিপদমুক্ত করাই তার কাজ।

- পতিতপাবন - কত নাম - না? ১০৮ নামেই শুধু তারে পাই - তার অনেক - অনেক বেশী নাম! যে যখন যে নামে ডাকে তার সেই নাম -

সুদামা রাখিলে নাম মাখনচোর

অবধূত রাখিল নাম - নওল কিশোর।

- কত শত নাম? যে কে হে? শুধু এই চিন্তা কর খুশী হতে পারবে। কংস রাজা তারও অনেক ক্ষমতা - মায়া তার করতলে ... রাক্ষস ইত্যাদি - এরাও কিন্তু সাধক - পরে দৈত্য হয়েছে - আগে তো সাধনা করেছে, বর লাভ করেছে।

<u>১১:১৫ PM</u>

জীবনের প্রতি মূহুর্তে - প্রতিক্ষণেই কিন্তু কিছু শিক্ষণীয় থাকে এবং এটাকে মনে প্রাণে আচরণ করবে - চেষ্টা করবে আচরণ করার - সে তাকে পেয়ে যাবে।

- যুগ পরিবর্তনকালে আবহাওয়া পাল্টায় একটা চাপ সৃষ্টি হয় - সেই জন্য চাপের মধ্যে ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়।

- আবার হঠাৎ করেই অঘটন ঘটে যায় দুম করে হাত ভাঙল - পা ভাঙল, সবাই তখন সময় খারাপ বলে -

- আরেকটা জিনিষ - কে কি বা কেন এই সবার মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই - নিজেদের মধ্যে বসে সুন্দর আলোচনা করবে। যেমন প্রত্যেকে আমার সঙ্গে ভ্রমণ কাহিনীর আলোচনা করবে - প্রত্যেকে প্রত্যেকের দূর্বলতা জানবে - দূর করবে এবং দোষমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ (perfect) হবার চেষ্টা করবে।

- আগের কালে গুরুগৃহে খুব কঠোর পরিশ্রম করাতো - রাতে ভাগবত আলোচনা চলত গভীর রাত পর্যন্ত। পরবর্তীকালে এত পরিশ্রম করাকে শিষ্যরা অত্যাচার বলে মনে করতে লাগল - কিন্তু না - এটা অত্যাচার ছিল না - কারণ এতে শিক্ষন (training) প্রাপ্তি ঘটত - অর্থাৎ পরবর্তীকালে জীবনে অনেক কষ্ট ও কঠোরতা সইতে হবে - তারই ট্রেনিং পেয়ে যেত। ঐ শিষ্যরা। এরই সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা চলত - তারও তো কাজ করাতে হবে। যোগে কাজ হয় কারণ তিনি এসেছেন তা ঠিক - ধ্রুবতারা, কিন্তু কোথায়? প্রাচ্যের তিন মনিষী তাকে খুঁজতে বেরোয় - পরে ওদের উনিও (যিশু) ডেকে নিলেন -

অনেক সময় আমি ক্রোধ করি - কিন্তু পরক্ষণেই ভাবি না - এটা ঠিক নয় - কোথাও দোষ আমারই - অর্থাৎ সহানুভূতিশীল - সমব্যথী হতে হবে।

- কখনও কোনো গুরুভাই সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে তখন তুমি চেষ্টা করবে - কি করে তাকে উদ্ধার করা যায় - উঠিয়ে দেওয়া যায় তোমার ভালবাসা দিয়ে কারণ ওর জায়গাতে ও জব্দ। শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম রইল - কিন্তু ওর ভালবাসাতে সবাই বন্দী।

- কত রূপ কতভাবে হয় এই মায়ের পূজা, বিপত্তারিনী, মঙ্গলচন্ডী কত কি? মাকে খুব খাওয়ায় ভক্তেরা - কিন্তু বাবার বেলায় টনটন - একটু সিদ্ধি দিলেই হোলো (শিব সর্বত্যাগী)।

- এইই মনে করবে একটা আনন্দ - একটা সৎ লোক যদি তোমায় আশীর্বাদ করে সেই আশীর্বাদ ফলেষু হবেই - মন ঠিক থাকলে হাসি পাবে - আনন্দও পাবে - কিন্তু সেই আনন্দ তুমি মানুষকে বোঝাতে পারবে না --

- মানুষ কখন তাকে পায়? যখন তিনি চলে যান - ওনার থাকাকালীন হুল্লোড় চলে তারপর কত কত গবেষণার ফল দাঁড়ায় সে মানুষ নয় - সে অতি অতি উঁচু সূক্ষ্ম দেবতা নাম বাবাজী মহারাজ।

- যেমন শ্রীকৃষ্ণ। আমি কত জায়গাতে এসেছি গেছি তার মতই লোকে আমাকে কত নামে ডেকেছে। ডাক পিওন মানি অর্ডার নিয়ে আসে, বলে দূর আপনার নামের কত বানান - কত নাম!

চন্দননগর ধাম - ১৮.১০.৯৬ দুর্গাপূজা

মন্টু সাহার শালা এসেছিল - ক্যান্সারে ধরেছে -

শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আগমন

সন্ধ্যা ৭:৩০

- রামকুমার বাবাকে প্রণাম জানিয়ে বললেন - একে যে বলে যে ইনি এমনি যোগীপুরুষ সে সঠিক জানে না। উনি যে উনি এঁকে দৈনিক দেখবে - এক চেহারা - একেবারে চেহারায় পরিবর্তন হয়নি - অথচ ৪০ বছর বয়স্ক লোকেদের চেহারাও পাল্টিয়ে যায় - আমার মত এমন নগন্য লোক এঁকে সঠিক কি বুঝবে - তবে কথা হচ্ছে এই যে আমি একটু ব্রহ্মবিদ্যাচর্চা করি - তাই বলছি - এত জায়গায় ঘুরে এসেছি - দেখছি - আমি যার পায়ে পড়ে আছি ইনি সেই বাবার বাবা - এ সেই এক রকমই - বাবাজী মহারাজের একমাত্র ধারক - এই বাবাজী মহারাজ - আর কেউ নেই।

আসুমদ্র হিমাচল দেখে এলাম - কিন্তু আর কোথাও কেউ নয় -

- এরপর রামকুমার চট্টোপাধ্যায় তার অপূর্ব ভক্তি গীতি পরিবেশন করলেন। সঠিক ছকে কি সঠিক ছক ঠিক হয় নাই। মানুষই ভগবান ‘শুনরে মানুষ ভাই - সবার উপর মানুষ সত্য

তাহার উপর নাই' - রাম - কৃষ্ণ বহু রূপে আসেন তিনি - কিন্তু কেউ ধরতে পারে না - তিনি অধরা - যেও না মন পরের ঘরে - যা থাক তা নিজের ঘরে।

তপন ঃ- বাবা এ তো আপনারই গান রামকৃষ্ণ ছবি তে।

যদি মনে করেন তিনি তখনই কিছু হতে পারে উনি না চাইলে - কিছুই হতে পারবে না। এমনিতে তিনি সর্বভূতে আছেন - ওকে কোনো মলিনতা স্পর্শ করে না -

বাবা - এই রাম-ডাক আর ডাক তার। আসলে যাওয়া যায় না - তুমি গলায় দড়ি দাও - ছিঁড়ে যাবে - তুমি নদীতে ঝাঁপ দাও - প্রাণ ফিরে পেয়ে যাবে -

<u>রাত ৭:৫৫ ষষ্ঠী তিথি ১৮.১০.৯৬</u>

রামকুমার গান ধরলেন (তবে তার গান ধরার পূর্বে শ্রী গুরু বাবা ঠান্ডা জল দিয়ে নিজের গলা ধুয়ে নিলেন প্যান্ডলে বসে)

রামকুমার - আমি প্রথমে শ্রী বাবাজী মহারাজের চরণে নত মস্তকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম রেখে তার অনুমতি নিচ্ছি। - আমার ধারণা সেই গুরুশক্তি ও তাঁর শক্তিতে - আমি যদি কিছু বলতে পারি তো বলতে পারব - প্রথমে তার অনুমতি নিয়ে নিচ্ছি। প্রথমেই বলি - আপনাদের সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি - সকলে বলুন

''জয় শ্রী বাবাজী মহারাজ কী জয়'' -

জয় জগন্নাথ প্রসীদ জয় মা শক্তি'' --

প্রথমেই বলি - আমার বহুখ্যাত দুরদর্শনের গান আরম্ভ করছি, তব চরণ ধূলি নমস্তে - শারদষোড়শী শিবে --------।

- এই প্রকৃতি নিজেকে সাজাচ্ছেন মা আসছেন বলে - তার গায়ের উপরে মা চলে আসেন - তাই প্রকৃতি নিজেকে সাজাচ্ছেন - মা জননী আসে - ঐ মা জননী আসে - পাগল বাতাসে ঢেউ খেলে যায় - মাটির ঘাসে - ঘাসে।

- তার মা মেনকা গিরিরাজ হিমালয় তার স্বামীকে ডেকে বলছেন - এই যে শরৎকাল এসে গেল - কই তুমি আমার মেয়েকে আনতে গেলে না? - যাও গিরিরাজ, যাও গো যাও চলে আনিতে আমার উমাকে - কতদিন হোলো উমা চলে গেছে - দেখিনি আমার স্বর্ণপ্রতিমা রে --

- দেখ - এখনও তুমি আমায় প্রবোধ দিচ্ছে যাব যাব বলে? দেখ শরৎ ফিরিয়া গেল উমা তো এল না? গিরিরাজ বললেন - আমাকে ভৎর্সনা কোরো না - এক্ষুনি আনতে যাব - তব ইশ - মনীষ - মহেশ শারনাং প্রণমামমি শিবে - শিব কল্পতরু -----

গিরিরাজ দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন - কৈলাশে গিয়ে দেখেন - নন্দী - ভৃঙ্গী উপস্থিত শিব ও উপস্থিত - কি অবস্থায় - কিন্তু কি অবস্থায় - ভাঙ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ। যে তপস্বীগন অঙ্গনে নাচিছে দূর্গা বলে মধুর ডমরু বাজিছে - শিব নাচছেন -

ওঁ রিমিকি রিমিকি দ্রিম রিমিকি রিমিকি দ্রিম নাচে ভোলানাথ

ওঁ রিমকি দ্রিম দ্রিম রিমকি দ্রিম দ্রিম নাচে - ভোলানাথ -

গিরিরাজ ঐ নৃত্য দেখছেন - তারপর ভোলানাথকে জিজ্ঞেস করলেন - একটা কথা বলব?

- বলুন -

- আমি এসেছি মেয়েকে নিয়ে যেতে - ঠিক আছে কিন্তু বেশীদিন তো আমি শক্তিহীন হয়ে থাকতে পারব না। শিব উমাকে বললেন - যাও যাও চলে -- তিনদিন মধ্যে আবার -

গিরিরাজ বলেছেন - তাহলে অনুমতি পাওয়া গেল এবার আসছেন মা, গিরি পর্বতে চতুর্দিকে আলোয় আলো - এসেছে শরত রাণি হলুদ বসনখানি শেফালিরা আঁচল বিছাইলো - নগরবাসীরা ছুটে গিয়ে মাকে বললেন - ঐ তোমার মেয়ে তো এসেছেন। তুমি কন্যা বরণের ব্যবস্থা করো, হেরো গিরিবাণি - তোমার নন্দিনী - রাজরানি বেশে আসিছে ---

- মা বরণ করে মেয়েকে কোলে নিচ্ছে - এসো মা - এসো মা কোলে এসো মা গৌরী -

- পঞ্চমী পোহায় গেলে আসে ষষ্ঠী হবে পূজা - বিল্ববৃক্ষ পূজা করে - বসিবে বোধন -

মা মেয়েকে বলছে এসেছিস মা থাকনা হেথা দিন কতক - আনন্দময়ী এলো ভূবণে দেখে যাও-

- সৃষ্টি - স্থিতি - বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী -

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমস্তুতে -

শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়নে।

সর্বস্যার্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে।

ওঁ দূর্গতিনাশীনী শিব স্বরূপিনী ।।।।

নামের তরী - ভরসা করি - থাকনা বসে --

গুরু বড়ই দয়াল - প্রেমিক

মাঝে মাঝে তিনি সবার কথায় হয় যে রাজি

গুরু দুঃখ কষ্ট করে নষ্ট ট্র

আপন করে নেয় যে - সে -

গুরুর পায়ে প্রাণ সঁপে দাও -

ঐ গুরু জয় গুরু বলে -

- গুরু কৃপাহি কেবলম্ -

গুরুর পায়ে প্রাণ সঁপে দাও - যা করো তা কোরো না
গুরুর ভার গুরু অতি জয়গুরু - জয়গুরু অন্য কিছু জানি না।
- আমি বাবার কথাই শুধু জানি -

<u>রাত - ৯:২৫ অনুষ্ঠানের পর</u>

রামকুমার ঃ- মানে আমি একবার (গুরুবাবার) দিকে আর একবার প্রতিমার দিকে চেয়ে আছি - দুজনাই অদৃশ্য - আমি গান চালিয়ে যাচ্ছি কারণ এক অদ্ভুত শক্তি, বাবা ঐ শক্তির ধারনা করা যায় না কতখানি, আমরা তো আমি-তুমি দ্বন্দ্ব নিয়ে থাকি - কিন্তু ইনি বিশ্ব সংসার নিয়ে আছেন।

বাবা ঃ- আমি আর রামকৃষ্ণ দৃষ্টান্ত রেখে গেলাম। যে সাংসারিক জীবনে থেকেও তাকে পাওয়া যায় - তার নামে তো এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠেছে - রামকৃষ্ণ মিশন - রামকুমার - তুমি ব্রহ্মানন্দে লীন - আমার চাওয়া - পাওয়ার কি আছে?

- তুমি তো অনেক জায়গায় ঘুরেছো, আসলে বলতো চাওয়া পাওয়া হলে - কত কিছুই দিতে পারতেন তিনি। এই সংসারে কোনো কিছুই নিঃস্বার্থ থাকে না - কোথাও যদি স্বার্থই না থাকে তো কে কি দিল কে কি খাওয়ালো - কে কি পাঠাল - এই নিয়ে ভাবতে? তাই বলছি - আমার কাজ শেষ এইবার তোমাদের ভার বাড়ল অনেক - এবার সময় এসেছে তার প্রচারের -

- মা আমাকে সাধাসাধি করছেন আমাকে মায়ের কাছে যেতেই হবে - বছরে একবারও আসবিনা?

- সৎ যারা - তাদের কাছে কোটি টাকাও নস্য। আজ ধর্ম দুই পয়সায় এসে ঠেকেছে। কিন্তু মহাশক্তির কাছে ঐ দু পয়সায় ধরা আছে -

রামকুমার ঃ আমি তো আপনাকে বলে গেলাম - গুরু শক্তিতে গান করব - গান ধরলে দুই মিনিটের মধ্যে আমি আমার জ্ঞানে থাকি না - বাবা যদি টানেন - বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সেটা আটকাবার ক্ষমতা কারো নেই। আমি গান করব - সব সময় এখানেই একটা আত্মিক টান - কতক্ষণে ওঁর কাছে আসব। এই চিন্তা ওঁর পূজার বোধন উনি ছাড়া কারো কাছে হয় না। গুরু আপনি মাঝি, আপনি দাঁড়ির হাল ধরেছেন কষে, ওঁর অপার স্নেহ আমি জানি - আমার উপর ওঁর দৃষ্টি আছে - এটা আমার তো অজানা নয় - (রামকুমার বাবার চরণে প্রণাম করলেন)।

বাবা - আমিও কখনও হিসাব করে নিইও না। হিসেব কষে দিও না! -

<u>রাত ১১:২৫</u>

যাত্রা সার্থক তখনই যখন আনন্দ পাওয়া যায়। যখন ট্রেন চলছে - কারো সঙ্গে কথা নেই-তখন তুমি কি ভাববে? - তাকে পাবার অনেক রাস্তা আছে।

- যে সম্পূর্ণ পৃথিবীটাকে ধরে রেখেছে - সে স্রষ্টা - তখন তাকে সেটা ধরে থাকতেই হবে - কথাগুলো খুব সহজ আবার করাও সহজ - যদি সঠিক রাস্তা পাওয়া যায়। কারণ যুগে যুগে তাকে সব জায়গাতেই কাজ করতে হয়।

১৯.১০.৯৬ সপ্তমী তিথি - চন্দননগর ধাম

সব সময় যেন মুখে হাসি লেগে থাকে - খোলা - মেলা - আরেকটা কথা শুধু তাকে নিষ্কামভাবে ভালবাসবি - ভালবেসেই যাবি - তবে তাকে পেয়ে যাবি।

২০.১০.৯৬ অষ্টমী তিথি চন্দননগর ধাম

এক জীবনে মানুষ বড় হয় না - তাকে বার বার ঐ কাজ নিয়ে আসতে হয়।

২২.১০.৯৬ বিজয়া - চন্দন নগর ধাম

মার আশীর্বাদে আমি কোথাও মাথা নোয়াই নি - কত বড় - বড় সাধু - ইমাম আমাকে সম্মান দিয়েছে - আমি তো হিন্দু - কিন্তু সে কেন আমাকে তার সবার চেয়ে ভাল সম্মান দিয়েছে - এই সবই আওতার মধ্যে আছে - নিজেরা গুরু ভাই বোনেরা বসে - বসে একত্র ঠিক করা - কি করা হবে - তবেই সব কাজ সম্পন্ন হয় -

এই যে রায়পুর - কোনো গুরুভাই ঠিক করতে পারেনি কি ভাবে কাজ করবে - কিন্তু কতবড় কাজ হোলো। এখানকার ভিতকে লোক বলেছে - এর ভিত খুব পাকা- ৫০তলা বাড়ি হয়ে যায়। কাজ করবে এমন যে দেখবে এই মন্দিরই শুধু থাকছে আর কোনো মন্দির নেই - সবাই ডাকবে - সব বলবে ওঁ মা! ওঁমা! - ওঁমা! -

ভক্ত ও ভগবান এক হয়ে গেল। কেউ জানতেও পারল না।

জনৈক শিষ্য - বাবা এই যে মহাবতার নিজের মন্দির নিজের পূজা করার জন্য মন্দির বানাচ্ছেন - এমন কথা পূর্বে শোনা যায়নি - এমন কি শ্রী রামকৃষ্ণও নয় -

বাবা - দেখ - আমি বিশ্বাস করি না শ্রীরামকৃষ্ণ পারেন নি - উনি চেষ্টাই করেননি - ওঁর তদগত ভাব ছিল - কাপড়ের ঠিক থাকত না। - শুধু ‘তারা মা’ ‘তারা মা’ করতেন। তারার পূজা মন্দির। বাড়িতে করে না - মন্দির আছে।

তপন ঃ- বাবা দেখেছি - তুমি ২০ বছর আগেও গান গাইতে জয়গুরু বলতে মা মা বলতে আর কাঁদতে -

বাবা - তখন সেটা করতেই ভালবাসতাম, যার যা করতে ভাল লাগে সে তাই করে কেউ মদ খায় - গাঁজা খায় ভাল লাগে বলেই -

শুধু টাকা থাকলেই হয় না। মানুষকে আপন করে জড়িয়ে ধর - বল - সব আমার - দেখবে কোনোও ভেদাভেদ থাকবে না।

- দেখ হরি কে তো হরিই পরীক্ষা করে আর কোনো শক্তির সেই ক্ষমতা নেই। ভীমের শক্তির অহঙ্কার ঐ হনুমানই তো ভেঙে দিল - শায়িত হনুমানের ল্যাজ ভাঙতে গিয়ে সেটা সরাতেই পারল না। তবে কখনও এমন কিছু কোরোনা যে মানুষ মনে ব্যাথা পায়। তুমি ব্যাথা পেলেও তাকে ব্যাথা দেবে না - যিশুর বারোটি শিষ্য ছিলো। যেদিন তাকে রোমান সরকার ক্রুশবিদ্ধ করবে তার আগের দিন তিনি তার শিষ্যদের ডেকে বললেন - কাল আমাকে ওরা ক্রুশ বিদ্ধ করবে, নিয়ে যেতে হবে। কেন স্রষ্টা এত কষ্ট করলেন? আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখায়ে - ত্যাগের উদাহরণ প্রস্তুত করতে। আমিও ত্যাগের উদাহরণ তো দেখিয়ে গেলাম তাদের যিশুকে তার শিষ্যরা জিজ্ঞেস করল কাল আপনাকে ধরিয়ে দেবে - কে? আমি? না আমি (তিনি বললেন) - সকলের মধ্যেই তিনি থাকেন -

- গুরুশক্তি অনেক কাজ করে - তুমি রাস্তায় বেরোবে তাকে স্মরণ করে - আর ফিরে এসে আবার তাকে প্রণাম করবে - দেখবে তুমি, তিনি তোমাকে অহোরাত্র রক্ষা করছেন। এটা পরীক্ষা করবে তপন।

- হ্যাঁ করেছি বাবা - তুমি দয়া করে চালাও আমাদের চলবার কোনো ক্ষমতাই নেই -
তিনি সবাইকে দয়া করেন। কেউ জানতেও পারে না - তিনি পরম দয়াল - তিনি বলছেন -
কাজ করে যাও - ফল তোমার হাতে নয় - ফল ওঁর হাতে - নিজে কর আর অপরকে
করাও। নিজে খাও, অপরকে খাওয়াও নিজে পর (বসন) আর অপরকে পরাও - দান অন্ন -
হস্তী - ধন - দান কর।

- সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান হলো নিজেকে তার পায়ে সমর্পন করা বকলমে দেওয়া-

বলবন্ত ভাই ঃ- সমর্পন -- বেশ চালাক আছ!

এর মধ্যে নারদীয় উপাখ্যান আছে - নারদের মনে অহংকার ছিল - তিনি নিজেকে শ্রী নারায়নের শ্রেষ্ঠ ভক্ত মনে করতেন - বিশ্বাস করতেন তার সম্পূর্ণ মন প্রাণ - সমগ্র সত্বা শ্রী নারায়ণ প্রভুর চরণে নিবেদিত। তার ঐ অহঙ্কার দূর করতে প্রভু নারদকে এক বাটি দুধ দিয়ে বললেন ত্রিভুবন পরিক্রমা করে আসতে - সর্বক্ষণ প্রভুকে স্মরণ করতে করতে - কিন্তু শর্ত একটাই গোটা পরিক্রমা প্রক্রিয়ায় বাটি থেকে এক ফোটা দুধও পড়তে পারবে না। - দুধ পড়লে নারদের পরিক্রমা অসফল হয়ে যাবে। ফলে নারদ ত্রিভুবন পরিক্রমা করতে করতে শুধু দুধের বাটির পরেই মনোযোগ দিলেন - প্রভুর নাম করার সুযোগই আর পেলেন না। প্রভুকে বললেন প্রভু এক ফোঁটাও দুধ বাটি থেকে পড়েনি - উত্তরে মৃদু হেসে নারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন - আর

আমার নাম স্মরণ করতে পেরেছিলে? নারদ তখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। আত্মসমর্পন। ১৬ আনা তার দ্বারাও সম্ভব হয়নি।

- ত্যাগ - ত্যাগ এক জন্মেই আসে। ত্যাগ একটা গুণ - কোনো ভাল কাজের মাধ্যমে গুণ আসে। দোষের মধ্যে থাকলে ত্যাগ আসে না।

অপূর্ব - আপূর্ব কথাটার মানে কি?

এর অর্থ হলো (গুড, বেটার, বেস্ট)

(প্রসঙ্গ স্কুলবাড়ি - যেখানে বাইরে থেকে আসা গুরু ভাই বোনেরা এসে রয়েছে। - স্কুলের হেডমাস্টার মশাই বাবার দর্শন করতে এসেছেন) দেখ তোমার এই মাস্টার মশাইকে - নীলমণি ব্যানার্জ্জী তোমরা এর কাছে পড়েছো - খুব মেরেছে আর এখন তাকেই গুঁতা দিচ্ছ তোমরা? (হাস্যরোল)

রাত ১০:৪০

- (টুম্পাকে পরেশদার মেয়ে - হাতের ফ্রেকচার প্রসঙ্গে)

বাবা ঃ- দিদিভাই তোর অনেক কষ্ট। তবে অনেক কষ্ট আসে - তাকে এমনিতে তো পাওয়া যায় না - পাবে না।

- শারদীয়া উৎসবের পরে আজকের (দশমীর) উৎসবটা কিন্তু প্রীতি উৎসব এগুলো শাস্ত্রবিহিত।

- আমাদের বাড়িতে এই সময়ই কিন্তু দশমন দুধের সিন্নি হোতো -

- দুই গয়লা দড়ি দিয়ে দুধার দিয়ে টানতো - আগে দুধের দাম কম ছিলো পয়সাও কম ছিলো - কিন্তু যার ধন ছিল তার অঢেল ছিল। আমার মনে আছে আমাদের মিটিং হোতো মঞ্চ করা নিয়ে - দিদি বলল খোকনের ব্যক্তিত্বই আলাদা ওকে কেউ চাঁদা দেওয়া নিয়ে না করতে পারবে না। ঠিক আছে আমি প্রথমেই গেলাম শ্রীনাথ গোপীনাথ এবং জানকীনাথ - তিন ভাইদের কাছে ডাক সাইটে চালের আড়তদার। সে যুগের যাওয়া ওঠাবসা কথাবার্তা সব অন্যরকম ছিল - আজ থেকে ৮৫ বছর আগে চারণ কবি মুকুন্দ দাসের আসর বসতো। আমাদের বাড়িতে বৎসরে দুইবার।

- এখনকার দিনে সরলতাটা পাপ। লোকে বলে বোকা -কিন্তু অন্তে তার জয় হবেই। তিনি ভার তো দেন তেমন লোকেদের উপরই - চিন্তা ভাবনার পরে যে কাজ তাতে জয়ী সে হবেই -

- এই দুনিয়াটা কত ঘুরলাম - দেখলাম কোথাও মানুষের মধ্যে মিল নেই - কে কার - সেই অমিল ঘুচিয়ে - মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটানোর কাজটা আমি নিলাম।

- তুমি যদি মানুষের মন নিতে পার - সে তোমার জন্য জান দিতে পারে -

- এটা কি?

তপন ঃ- টেপ বাবা।

- আমারও তো বিশেষ বিশেষ পাত্র থাকা চাই যেমন এখানে তোমরা রয়েছো - তোমাদের ঠিক রাস্তা দেখিয়ে অন্যত্র যাই - সেখানে অন্য শিষ্য - তাদের ঠিক করা। পরে এক সময় সব মিলে মিশে এক হয়ে যাবে তখন সব ফুটাফাটা সেরে যাবে। এখনও মানুষের তেমন চৈতন্য হয় নাই - এখনও মানুষ জানে না - পৃথিবীটা ধ্বংসের মুখে কাজেই এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে সব কাজ সারতে হবে - এক মিনিটও নষ্ট করার সময় আমার নেই। তাছাড়া সব কিছুরই ঘন্টা - সময় বাধা - একটার সঙ্গে আরেকটার যোগ সম্পর্ক আছে - সবাই এখানে কেন বইস্যা আছে? লাঠিটা দাও তো - লাঠি দিয়ে সবার মাথা ফাটাবো। সবাই বলে যাচ্ছে - পঙ্কজ এই ঘরটার মধ্যে একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে বিশেষ করে এই ঘরটার মধ্যে -

দীপাবলী ৮.১১.৯৬ দূর্গাপুর ধাম

- ভক্তির পরে শ্রদ্ধা - শ্রদ্ধার পরে বিশ্বাস - ভক্তি যদি একবার (হৃদয়ে) ঢুকে গেল - তাহলে আর সেটা কাটবে না, আজ সেটার অভাব বলেই এত গন্ডগোল।

- ঠাকুরের সঙ্গে ১০ বছর ছিলাম আমি রামঠাকুরের সঙ্গে। কথা বলতেন না চুপচাপ বসে থাকতেন। ঠাকুরের কাছে আসল জিনিস কেউ চায় না। আরে মায়েরা তার কাছে চা। ভক্তি-শ্রদ্ধা বিশ্বাস আর মন এই দিয়ে আমি তোমাকে পাই

- মনকে যখন ধরতে পেরেছি - তখন তোমাকে ধরবো মনকে ধরতে পারে না বলেই এত অশান্তি - মন হচ্ছে দেহের আকর - এইই তোমাকে ঘোরাচ্ছে মন তো নয় - মতিভ্রম - হঠাৎ এদিক ওদিক চলে যায় তারে খুঁজতে খুজতেই অনেক সময় চলে যায়।

রাধিকা বলেছিল -

খুঁজিয়া জনম জনম

ক্ষিতি অপ তেজ - মরৎ ব্যোম

খুঁজিয়া পাই না তোমারে -

জনৈক - আচ্ছা বাবা মাড়ওয়ারিরা দান করে লোক দেখানো না ভক্তিতে?

বাবা - ভক্তিতে।

গোরখনাথের মন্দিরে আশ্রমের ম্যানেজার আমাকে অতিথিশালায় থাকতে দেবে না বলল বেরিয়ে যান এখান থেকে। ওর গুরু সে আবার স্বামী গম্ভীরানন্দের শিষ্য আমাকে জিজ্ঞাসা করল - বাবা রাতে থাকবেন তো এখানে?

- না তোমার ম্যানেজার আমাকে থাকতে দেবে না। -

- সে ম্যানেজারকে বলল কি নির্মল? তুমি যার কাজ করছ শ্রী গোরখনাথজীর ইনিই তিনি। ওর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। আর ইনি এখানে যা দেখতে চাইবেন - দেখাবে - (গোরখনাথ মন্দিরে কিছু কিছু জায়গায় সর্ব সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ)

আমি শ্রম করতে গা বাঁচাই না।

জনৈক - বাবা রায়পুরের শঙ্কর বাবা আর আপনি কি সমসাময়িক?

বাবা - উনি আমার অনেক পরে। ঐ আশ্রমটার বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে - এখন কাকে হাগে - রায়পুর মেলা বসে - অরবিন্দ আশ্রম (পন্ডিচেরি) - সেখানে ৩৬৮ খানা ঘর - সেখানে লন টেনিস - ব্যাডমিন্টন কোর্ট, সাঁতার কাটার পুল - সব আছে। ওরা আমাকে বলেছিল মা আর তিনি (শ্রী অরবিন্দ) চলে যাবার পর লোকে এখন আমাদের প্রশ্ন করে শ্রী রামকৃষ্ণ কে ছিলেন - তার অবদান আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কি কি এই সব বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন আপনিই তাই আপনিই উপযুক্ত ব্যক্তি - আপনি এখানকার দায়িত্ব নিন। আমি বললাম - না। তারা আবার প্রস্তাব দিল - বাবা এখানকার সব আসবাব পত্র (furniture) সেগুন কাঠের তৈরী - এখানে সেগুন কাঠের খুব ভাল ফার্নিচার তৈরী হয়। আপনাকে কি চন্দননগরে এক set আসবাবপত্র পাঠিয়ে দেব? আমি বললাম - না।

- প্রার্থনার সময়টায় ওখানে বড়ই শান্ত

- দেখ মানুষ যায় তার কাছে মনে বনে কোনে নির্জনে। আবার মানুষ বনে তাকে ডাকতে গেলেও তার ধ্যান চলে যায় বাড়িতে -

Auravilla - ২৭ মাইল ব্যাপী আশ্রম - ৫০,০০০ কোটি ডলার দিয়ে তৈরী - কোনো ভারতীয় সেখানে আজ অবধি পয়সা দিয়েছে একটাও?

Germany এবং রাশিয়া থেকে আমার এখানে লোক আসবে তারা বাবাজী মহারাজ সম্পর্কে রিসার্চ করছে - তারা গবেষণা করছে মক্কা - মদিনা - সবাইকে নিয়ে। তারা খুব রিসার্চ করে তাতো করবেই - কেননা বিজ্ঞান আমাদের অজ্ঞান করেছে - কোনোও সুফল পাই না আমরা। যেমন খাদ্যে ভেজাল এক যদি শাক সবজি বাড়িতে ফলাও তোমরা। যেমন আমি আশ্রমে করব মূলো, ঝিঙে, উচ্ছে আলু পটল বেগুন - এগুলির নিজেরাই চাষ করা -

তার কাছে তো আসতেই হবে। যদি এই জনমে এসে তাকেই না পাই তাহলে কিসেরই বা সাধু - কিসেই বা কি? শুধু দাড়ি আর চুল রাখলে সাদা জামা কাপড় পরলেই সাধু হওয়া যায় না - কত দূর দূর থেকে পাটনা রায়বেরিলী থেকে - এখানে লোক আসে। না এসে যাবে কোথায়? তত্বকথা নিভৃতে বলার কিন্তু আমি এককথার লোক - দু-রকম কথা বলি না।

- কেনারাম আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিল - বলল বাবা লোকে বলে আমি খুব সৎলোক - আমি বললাম হ্যাঁ খুব - তখন সে মিনিট ৪৫ ধরে আমার কমন্ডুলতে জল ঢেলেই গেল কিন্তু তার ঢালা জল একটুও চলকায় নি - আমি তখন কেনারামকে বললাম --

- বাবা তুমি তোমার জারিজুরি দেখালে - এবার দেখ - আমার কমন্ডলু ভিজা - না শুকনো? সে নিজের হাত গলিয়ে দেখলো কমন্ডলু একেবারে শুকনো। তখন সে পায়ে পড়ল। অনেক সাধু সন্ত দেখেছি চুপ করে -

- আমার এই মন্দির (দূর্গাপুরে) নিয়ে কম দূর্ভোগ গেছে? উন্মুক্ত জায়গায় শুধু মন্দির দাঁড়িয়ে - এমন জায়গা নেই যেখানে বসে ছেলে মেয়েরা একটু প্রসাদ খাবে। আমি বললাম - বাবা মা এরা ভোগ খাবে তার শান্তিদূত আজ তাই নাটমন্দির হোলো -

দেখ একটা কথা কি জানো? ব্রাহ্মণ হয়েও শুদ্র হয় - যদি কৃষ্ণ ত্যাজে আর শুদ্র ব্রাহ্মণ হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।

- কেমন আছ বাবা? জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করলেন - খুব ভাল আছি বাবা তবে কতক্ষণ থাকব জানি না - মা ডেকে পাঠিয়েছে - মা ডেকেছে - ডাক এসেছে।

<u>মায়ের বাণী ঃ-</u> সংসারের বাইরে কোনোও ধর্ম হয় না - সংসার ধর্ম - সব থেকে বড় ধর্ম - মন থেকে রাগ - মায়া - মোহ - সব ত্যাগ করবে - সংসারের কাজ করে যাবে তার থেকেই একে একে বাইরে বেরিয়ে আসবে - বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলেই হয়ে গেল - সব স্বার্থপরের মত - সংসার ত্যাগ করে আশ্রমে চলে আসবে - তা হয় না - বাইরে এসে মনটা ওখানেই পড়ে থাকে ট্র

- আমার আত্মায় চাচ্ছে - কতদিন ইচ্ছা হোলো শুয়ে শুয়ে দেখি যেন আমি হুক্কা খাচ্ছি -

- বাসু ঃ- আপনি আগে খেতেন তো -

- নিতাই ঃ- বাবা একটা কথা আছে না - রামের হুক্কা - শ্যামের বাঁশি --

বাবা - জিজ্ঞেস কর মহা প্রভুকে -

- বলবন্তভাই হুক্কা না রুক্কা - হাওয়ালা কেসে?

বাসু ঃ- বাবা কি ভীষন গরম পড়েছে -

নিখিলেশ ঃ- হ্যাঁ অন্ধ্রপ্রদেশে কি ভীষণ ঘুর্ণিঝড় বয়ে গলে - ৩৫০ লোক মারা গেল! -

বাবা - আরে ৩৫০ জন লোক আবার কি? লক্ষ কোটি লোক মারা যাচ্ছে - যুদ্ধু চলবে - আরও কত কি হবে. এই কবেই শেষ হয়ে যাবে সব এই তো সবে শুরু-

- রামকুমার গেলে পরে এই সব পুরাতনী গান আর শোনা যাবে না ঠুমরী - টপ্পা -

আমি কথার খেলাপ করিনা - ওরা রবীন্দ্রসদন ভাড়া নিল - গিরির বাড়ির প্রসাদও খেল - আবার (বিসর্জনের) মিছিল দেখল -

ওখানে প্রতিমাগুলি ক্রম সংখ্যা (নম্বর) দেওয়া আছে - যেমন কানুদেরটা ১ নম্বর। ওর প্রতিমা না বেরোলে আমরা যেতে পারব না।

জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে বেরোলে - নিজের পায়ে আর হাঁটতে হবে না।

- (বাবার ছবির copy 25,000-টা দ্বিজেন কর্মকারের তোলা দেখে বাবার উক্তি)

- অদ্ভুদ একটা কৌশল আছে ওর মধ্যে ছবি তোলার।

১১.১১.৯৬ শনিবার দূর্গাপুর ধাম

- সন্ধ্যাবেলা - চাদর - কম্বল বিতরণের পর ৫.৩০ pm - জনৈক ভদ্রলোকের মেয়ে - বিয়ের পর পাতকুয়াতে ঝাঁপ দিয়েছিল - কিন্তু সে বাবার দয়াতে বেঁচে যায় - এখন শ্বশুর বাড়ি থেকে চাপ দিচ্ছে লিখে দিতে হবে - এর জন্য তারা দায়ী নয় - ভদ্রলোক বাবার নির্দেশ জানতে এলেন - বাবা আদেশ দিলেন মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী না পাঠাতে - কোনো আইনি ব্যবস্থাও না নিতে - এ যেন একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে- (বাবা ভীষণ অসন্তুষ্ট) মাতৃজাতির উপর অত্যাচার হচ্ছে। বাবা মেয়ের বাবাকে আশ্বস্ত করলেন - কোনো ভয় নেই - বাবা দেখছেন পূজা পর্ব মিটলে বাবা কিছু তাবীজ ইত্যাদি দেবেন।

৮ pm বিশ্বনাথ বাউল

- আমাদের চলার পথে শ্রী গুরুর নাম অহরহ নেওয়া আবশ্যক - যতক্ষণ আমরা তাঁর নাম করি ততক্ষণই মঙ্গল। সামনে যিনি বসে আছেন - শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ - আমার সঙ্গীত শুনে একবার নিভৃতে নিজের বাড়িতে - ভাব সমাধিতে চলে যান - তাপর সম্বিত ফিরলে বলেন - বিশ্বনাথ তোমার কৃষ্ণনাম দেশ - বিদেশে পর্যন্ত যাবে। আমার পুত্রগণ নিত্য গোপাল দাস - তাদেরকেও বাবা আশীর্বাদ করেছিলেন - তোমরা বড় হবে তারাও আজ এখানে উপস্থিত। এইটুকুই আমার বিশ্বাস - তার কৃপা হলে সকল আশা মনোস্কামনা পূর্ণ হয়।’’

১.১২.৯৬ (বেহালা কোলকাতা)

গুরুবন্দনার একটা tape বাড়িতে রেখে - নিজেরা বসেই বন্দনা কর - তাতে যথেষ্ট তিনি আসতে বাধ্য -

ডলিদি ঃ- বাবা রোজ বন্দনা করার ফল কি ভাল হয়?

- খুউব ভাল - করো যেমন খাওয়া দাওয়া তেমনি বন্দনা।

- অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তে অহনির্শি ময়া দাসমিতি মাঙ্গ মত্তা ক্ষমস্য পরমেশ্বর আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনেং বিসর্জনং ন জানামি ক্ষম্যতাং পরমেশ্বর

- পূজা একরমের হয় না - পূজার রীতি অনেক - প্রেম - প্রীতি - দান - ক্ষমা এগুলিই পূজা -

- কাজ কি আমার তীর্থে গিয়ে -

ঘুরবো কেন গয়া কাশী

আমার হৃদকমলে আলো করে

দাঁড়িয়ে আছে এলোকেশী -

- মানুষ বাড়িতে এলে সে চোর কি ডাকাত দেখার দরকার নেই - তাকে অতিথি নারায়ণ রূপে আপ্যায়ণ করাই ধর্ম শুধু হাত ঘুরিয়ে অং - বং - না করে মন, তোমার মনের মধ্যে আছে কিনা তাই দেখ -

- তার ধরার মাপকাঠি একদম ঠিক - তুমি ভাবছ হয়তো বেশী আছে কিন্তু না। আসলে এই line-টা হচ্ছে, মানে এই ধর্মীয় লাইনটা হচ্ছে - যারা অকুতোভয় তাদের জন্য আমি কত গোখরো সাপ ধরেছি ছোটবেলায়।

আজ পর্যন্ত যতগুলো মহাপুরুষ এসেছে প্রত্যেকেই গুরুর দয়ায় তার কাছে পৌঁছেছে - না হলে ঘন্টাটা, সবই আছে ত্যাগে - ত্যাগের মাহাত্ম্য যে যত ত্যাগ করবে - সে তত মহান।

- কখনও আপন লোকের থেকে কিছু চাইবে না। এই যে আমি নিজেই চিন্তা করি - যা ভেবেছি - তার থেকে পেয়েছি - (টুম্পার মাসিকে)

শরীরম মাধ্যম খুলুম অসাধ্যম্ - শরীর থেকেই সব --

দুঃখকে যে চায় তিনি তার কাছে আসবেনই অহংকার, ঈর্ষা আর অস্পৃশ্যতা এই তিনটিকে তিনি ক্ষমা করেন না। গুরুর কাজের বিচার করতে নেই। অহঙ্কার আসে -

অথচ মহাত্মা আছে একলব্য। আমরা সামান্য মানুষেরা - ক্ষুদ্র। মানুষেরা সামান্য অর্থ - সামান্য বিদ্যা - বুদ্ধিতেই নাচানাচি করি - তিনি এ সবের বাইরে - কিন্তু দেখেন তিনি সব।

আমি খেলার খবর নিই - থিয়েটার নাটক সবই দেখি - তবে আমি একটা কথা বলছি ভারতবর্ষ আমার ধর্মে সবার গুরু হবে - রাজনীতি বাদ দাও - ধর্মই আলাদা জগৎ

কেউ হালকা থাকে - যেমন রূপ সনাতন - যমুনার ধারে - কদম্বগাছের নীচে, অথর্ব অবস্থায় সাধনায় বসে ছিলেন - একটা লোক বলল - দেখতে পাই না - বাঁচান আমারে। রূপসনাতন তাকে নিজের পরশপাথরটা দিয়ে দিলেন -

লোকটির তখন চৈতন্য হোলো বলল দূর দূর যা দিয়ে গোটা পৃথিবী কেনা যায় সেটা সে আমারে দিয়ে দিল? তা হলেও সে আরো কি পেয়েছে?

- ‘‘পানী পিবে ছানকে গুরু নিবে পহচানকে’’

গুরু করে নেবে সেই অদ্বিতীয়কে - দেখবে সেই গুরু কি করে তোমার?

জগা মাধা কি কম ছিল. আমারও কি জগা - মাধা কম আছে রে মা? - তাদের দলে রাখতে হয়।

- প্রেম - প্রীতি - ভালবাসা -এর কোনো ওজন নেই - সব কিছুরই মাপ আছে -

- কর্ম প্রধান বিশ্ব করি রাখা’’ -

শুদ্র হলে সে কিছু ধরতে পারবে না - আর ব্রাহ্মন হলে সে সব পারবে - একথা ভুল।

- Newton-এর ভক্তরা তাকে বলল স্যার আপনার মতো জ্ঞানী লোক এই পৃথিবীতে আর আসবে না।’’

- Newton বলল দূর বোকা আমি তো কেবল জ্ঞান সমুদ্রের ধারে পড়ে থাকা কয়েকটি নুড়ি মাত্র কুড়োচ্ছি - আমার সামনে জ্ঞান সমুদ্র এখনও অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে’’ --

I am gathering pebbles from the seashore-where the ocean of knowledge lies undiscovered before me (Newton)

- একটা শিশুর কাছেও শিখবার আছে -

- যেখানে দেখিবে ছাই

উড়াইয়া দিবে তাই -

পেলেও বা পেতে পার অমূল্য রতন

- তুমি যা কিছু করো শুদ্ধ ভাবে করো

ডুব দেরে মন কালী বলে

মনরে আমার খুলে দে তোর দ্বার

আসুক আলো ঘুচুক অন্ধকার।

মনেরই বাসনা শ্যামা

মন চল নিজ নিকেতন এই একটা গান বটে -

-ঠাকুরের নাম নিয়ে বাইরে বেরো -

- তাকে পবার অনেক পথ আছে। প্রেম - ত্যাগ - দানে

<u>মহাকাল তীর্থের যাত্রা</u>

25 December - 1996 - হাওড়া থেকে যাত্রা আরম্ভ 3:55 - শেওড়াফুলির উপরদিয়ে যাচ্ছি - বাবা বললেন প্রিয় চন্দননগর'' - শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে বসেছেন -

মা ঃ- এখনও speed দেয়নি (বৈদ্যবাটিতে ট্রেন দাঁড়াল) মা বললেন - এ এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যাবে।

বাবা ঃ- না - বর্ধমানের পর স্পিড নেবে।

- 8:55 pm বাবা শুয়ে আছে। TTE (টিকিট চেকার) কাজ সেরে সামনের সীটে বসে বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন - মহারাজ আপকো কষ্ট তো নেহী হ্যায়? আপকো পরেশানী তো নহী হ্যায়?

- বাবা - হমে তো নহী হ্যায় আপকো তো নহী হ্যায় --

- টি.টি.ই. - নহী - অব নহী হোগী। - হমে যহ লগা কি আপ হামারে হি ডিব্বে মে চলেঙ্গে যহ সৌভাগ্য হ্যায় মেরা -

- বাবা - মেরা ভী সৌভাগ্য হ্যায় -

- (বাবা টিটিকে) - আপ কহা সে আয়ে হ্যাঁয়?

- জী, ম্যায় জিলা নিজনৌর সে হু - মগর আভী হম গরোখপুর মে হ্যাঁয় - ফতেপুর

- য়হা ভী মেরে শিষ্য হ্যাঁয় (আমাদের ট্রেন দূর্গাপুর হয়ে এগোচ্ছে) বার্ণপুর, চিত্তরঞ্জন, পাটলিপুত্র, যো আব পাটনা হো গয়া হ্যায় - রামায়ণ কি রচনা সে ভী পেহেলে কা বসা হুয়া বৈশালী নগর - সব জগহ -

-টি.টি.ই. - মহারাজ মেরা নাম সত্য প্রকাশ হ্যায়।

- মহারাজ মেরা নাম আচ্ছা নহী হ্যায়?

- বাবা - বহুত আচ্ছানাম হ্যায় - সত্য কো আপ প্রকাশ করেঙ্গে- আপকে গার্জেন নে আচ্ছা নাম দিয়া হ্যায় -

- টি.টি.ই.- কাম আচ্ছা নহী হ্যায় মেরা?

- বাবা - কাম আচ্ছা নহী হ্যায় - মগর আপ আচ্ছে হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁয় -

- বাবার কথা অর্ধেক থেকে গেল - রাত তখন ৭টা আমাদের ট্রেন তখন গোমো স্টেশনে ঢুকল - গাড়ি দুমিনিট থমকে - অগুনতি গুরুভাই - বোনেরা - লাইন বানিয়ে ট্রেনে ঢুকল - বাবাকে অতি শীঘ্র প্রণাম করে এক - এক করে আমাদের কামরা থেকে নেমে গেল - উঠল গুরুভাই সুকুমার (অন্য ট্রেনের ড্রাইভার) উষাদি

- অনেকদিন পর ট্রেনে চড়লাম - (বাবাকে রুবি ট্রেনেতে গোমো স্টেশনে জিজ্ঞেস করছিল - বাবা তুমি এখানে কবে ছিলে?

- বাবা - ধূর তেরী - এ আবার একটা প্রশ্ন হল? আরে আমি সব সময় ছিলাম - সব জায়গায় ছিলাম সব সময় থাকি - সব জায়গায় থাকি - আমি বলবন্তের বাড়িতে থাকি (গুরুভাই বলবন্ত দাভে) আমি তোর বাড়িতেও থাকি - অনেকে খলবল করে - এ বলে আমায় চেন ও বলে - আমায় চেন

- স্যার - হম G.R.P. সে হ্যায় - বগল কে কামরে মে হল্লা হো গয়া কি উহা মহারাজজী হ্যায় - সো হম আপকে দর্শন করনে আয়ে হ্যায় - হাম কোডার্মাকে হ্যায় - G.R.P. প্রণাম করে চলে গেলো।

- বাবা - তবে এদের কাজই এমন ... ইতিমধ্যে Parsvnath এলো।

<u>২৬.১২.৯৬</u> ট্রেন এলাহাবাদ ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল বেলা ৯টা নাগাদ - বাবা পাহাড় দেখে খুব খুশী (বিন্ধ্যাচল পর্বত) - বাবা বললেন - একদিন কত না ঘুরেছি এই সব জায়গায় - এখানকার লোকেরা বড় গরীব - চাষীরা চাষ করে - ছোট ছোট ইঁদারা থেকে জল তুলে। চাষ করবার আগে সকাল ৮টা নগাদ তারা সরষে ক্ষেতে বসে - কুসুমবীজ মুড়িতে মেখে ...

<u>২৭.১২.৯৬ Hotel Ambassadar - (Indore)</u>

- ইন্দোরে আমাকে বড় ব্যবসাদার মিঃ রাওয়ানী ৪/৫ দিন তার বাড়িতে থাকতে বললেন। তখন আমি চম্বল থেকে মেহার ঘুরে এখানে এলাম। মেহারে আলাউদ্দিন খাঁ সাহাবের কাছে ছিলাম তার থেকে আলী আকবর তখন খুব নাম করেছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাকে চেনে একদিন - তখন আমি Music College-এ 6th year-এর ছাত্র - খাঁ সাহেবের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম। দরবারী রাগ শুনব। তিনি আলী আকবরকে বললেন বাজাতে। আলী আকবরের বাজনা তার তেমন পছন্দ হলো না। তিনি আলী আকবরকে বকলেন - বললেন - কি আর বাজাবো যদি মানুষকে কাঁদাতেই না পারি আর নিজেও না কাঁদতে পারি - তাহলে আর রাগ দরবারী কি হলো নামে (খ্যাতি) কি হয়? - তারপর তিনি নিজে সরোদ ধরলেন এবং রাগদরবারী বাজানেলন। অসাধারণ বাদ্য সংগীত - সেই সংগীতে আবহে মানুষ ডুবে গেছে। তিনি নিবিষ্ট চিত্তে সংগীতে ডুবে গিয়ে বাজাচ্ছেন - আর দেখলাম - তার পিছনে এক সাপ ফনা তুলে ওর সংগীতের সাথে মাথা দোলাচ্ছে -

- বাজানো শেষে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব খুব খুশী হলেন তিনি মানুষকে ভীষণ ভালবাসতেন। আমি ওর সংগীত শুনব বলে থেকে গেলাম মেহারে। বেশ কিছু দিন - তারপর যখন চলে আসব বলে ঠিক করি - তখন তারা আমায় সেখানে থাকতে বলল - তখন আমি বললাম

সম্ভব নয় - কারণ আমার পা সুর সুর করে। এরপর আমি উত্তরপ্রদেশ ইটওয়াতে গেলাম। সেখানে তখন ইনায়েত খাঁ সাহেব থাকেন - সুপ্রসিদ্ধ সেতার বাদক - তার পুত্র বিলায়েত খাঁ সাহেব সেতার বাদক হিসাবে ততোধিক বিখ্যাত। দুই বাপ - ছেলে যুগলে বসে বাজাতে লাগলেন রাগ যোগ। বিলায়েত খাঁ একবার বাজাতে বসলে আর তার খেয়াল থাকত না। রাত ভোর সন্ধ্যে বাজাতেই থাকত - কি - সাধনা করছে তার ঠিক নেই।

রবিশঙ্কর - আলীআকবর ওরা ওর কাছে (আলাউদ্দীন খা সাহেবের কাছে) শিখত সংগীত।

- নাটুবাবুর বাড়িতে নাগপুরে গেছি। আমাদের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন প্রফেসর রতন জয়ন্ত কর - তিনি ছিলেন শ্রীযুক্ত ভাতখন্ডের শিষ্য- যেমন গুরু তেমন শিষ্য।

আবদুল করিম খাঁ সাহেবের ঠুমরী আর নিধুবাবুর টপ্পা - এমন গান আর কারোর হবে না। শিল্পী আর অন্য কিছু ভাবে না - শুধু সৃষ্টির কথা ভাবে আর থাকে রেওয়াজের জগতে। ভীষ্মদেবকে গানের জগতে এনেছিলেন আব্দুল করিম খাঁ।

- লখনউর গাছপালা - মাটির মধ্যে পাবে গানেরই পীঠস্থান

- দেবাশীষ - বাবা আপনি সংগীত শিক্ষার সব শেষে করে এখানে এসেছেন -

- হ্যাঁ - B. Muse M. Muse পাশ করেছি - ভেবেছিলাম সব শেষ করে তারপর ফিরব - কিন্তু পারি নাই। যে কারণে আমাকে এখানে আসতে হবে।

- ফৈয়াজ খাঁ সাহেব গান শুনতেন - আমিও খাঁ সাহেবের সঙ্গে গান করেছি - লখনউতে আমার মেসে তিনি এসেছিলেন - কথা বললেন তার তানপুরা নিয়ে এসেছিলেন - রেডিও স্টেশনে গান করতে যাবেন - গাড়ী সময়মতো এলো না - এসে পৌঁছাতে লেট করলো - তিনি আর গেলেনই না - বড় তেজী লোক ছিলেন।

- গুনীজনের সংবর্ধনা তো ভাল - যেখানে তাঁদের সংবর্ধনা হয় - সেখানেই ভাল।

- সংগীতে অনেক পরিশ্রমের কাজ - আনোখেলাল তবলা সংগত করত আমার সঙ্গে - আমিই প্রথম ওকে তবলিয়া রূপে মঞ্চে উপস্থিত করেছিলাম তারপর আমার তানপুরা ২টা ছিল - আমার প্রিন্সিপাল ঐ গুলি বাজানোর জন্য তার মিলিয়ে দিতেন - তিনি সুরমন্ডলী (বাহার) যন্ত্রটি ব্যবহার করতেন না - কি তান মারতেন না! কোন সপ্তমে থেকে যে তান ধরতেন!

- একবার আমি আমার কলেজের উৎসবের জন্য তানপুরা মেলালম - কিন্তু সেই তানপুরানা ওনার ছিল - খাঁটি সুর তাতে মিলল না - সেই তানপুরাটা অন্যের (শ্রোতার) কাছে খাঁটি কি করে বুঝব? তাই নিশ্চিত হবার জন্য প্রিন্সিপালকে শোনালাম - সুর শুনে তিনি বললেন - ঠিক হী হ্যায়'' --

- আমি বললাম- না স্যার ঠিক নেই'' - তিনি হেসে বললেন কেন? আমি বললাম স্যার আপনি আপনার কথায় হী যোগ করেছেন। তখন তিনি হেসে বললেন - হ্যাঁ বাবা - পঞ্চমার তীব্র সুরটা একটু কম বাধা হয়েছে'' - তিনি আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন।

- V.G. Jog - ভী.বী. পলুক্কার - ভীমসেন যোশী এরা সব সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ - যোশীজীর সেই বিখ্যাত ভজন - ''যো ভজে হরি কো সদা - সোহি পরমফল পায়েগা'' - সেই হরি কে ভজলে তো পরমফল পাবেই তো মা - আর এ জীবনে অনেককেই ভজেছি - এবার শেষ বয়সে শুধু হরিকেই ভজব মা - (বাবা কেঁদে ফেললেন)

- আমি যেটা শিখি না! একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিখি - আমি এসেছি বাবাকে দেখব - নিজেরটা শুনব - ব্যাস - ওর সঙ্গে চলে যাব। তোমার মা কে কথা দিয়েছিলাম তাই এই অবস্থায় এলাম।

- তোদের (রুবিকে) লখনউতে ছিলাম - আগে রজনীকান্ত সেন গান লিখে আমাকে শোনাতেন - তুমি অরূপ স্বরূপ ... লিখে আমায় শুনিয়েছিলেন -

<u>11:20PM</u>

- মনকে ঠিক রাখ - মন চাঙ্গা তো কঠোতো মে গঙ্গা - মঞ্জুকে সালোয়ার পরা নিয়ে ঠাট্টা--

- ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব - ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব ত্বমেব বিদ্যাং দ্রবিণং ত্বমেব - ত্বমেব সর্বং মমদেব - দেব

অর্থাৎ গুরু তুমি আমার সব

- পল্টু বলল - এখানে সবাই যে যার ঘর ছেড়ে আসছে কেন? (অর্থাৎ এখন শুতে যাবার সময়)

- বাবা - আরে ঘর ছেড়ে আসা অত সহজ নয় - তব্বীয়মস্ত গোবিন্দং - তুমি আমাকে দিয়ে আমিও তোমাকে দিয়েছি - লোভটাই তো খারাপ। লোভ হতে দিও না। তোমার কোটি টাকা হোক না কেন - তাতে মন দিও না। - শুধু খাজুরাহো দেখতে আসতেই হবে - অপরেশও তখন আসবে। আসবার এতো প্রবল ইচ্ছা -

- মঞ্জু ঃ- তুমি কথা দিয়ে ফেলেছো -

আজ সকাল থেকেই বাবা অন্য mood-এ আছেন চোখে অনবরত অশ্রু ধারা - সবাইকে নমস্কার করছেন।

- যারা দূর্নীতির পথ ধরে চলছে - তাদের প্রত্যেকের শাস্তি হবে। ভারতের রাজনীতির চরিত্র পাল্টাবে যুদ্ধে। এখন ভারতের কাছে অনেক আধুনিক অস্ত্র মজুত আছে। ১৫,৬০,০০০ মিলিটারী জওয়ান আছে Russian এরোপ্লেন আছে। এখন সব উঁচুপদ গুলিতে বাঙালী কর্মকর্তারা মোতায়েন আছে - না হলে উপায় নেই -

- আগে সব বাঙালীদের তাড়িয়ে দিয়েছিল - এখন আমাদের মেজর - জেনারেল শঙ্কর রায় চৌধুরী খুব কড়ালোক -

- আগে ছিল দেশের জন্য প্রাণ দেব - আর এখন হয়েছে দেশের জন্য পকেট ভরব - প্রফুল্ল আচার্য, গনেশ বোস - অনন্ত সিংহ, শক্তিপদ রাজগুরু - ত্রৈলোক্য সেন - এরা কত আদর্শবান ছিলেন। (মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিয়ে) পুরানো মন্দির হলেই তো হবে না। প্রাণ প্রতিষ্ঠা কয় মন্দিরে আছে?

- এই যে মহাকাল - মহাকাল করছে - জানে কয়জন মহাকাল মন্দিরের মাহাত্ম্য কত? - দেবতার ফটো সব - এই ঘরেই (হৃদয়ে) ধরে রাখা যায় -

- আমি অনেক ফকিরের সঙ্গে ঘুরেছি - শিরডিতে সাঁইবাবার সমাধিস্থলে গিয়েছিলাম - সেখানকার এক নবী - আমার সমাধিস্থ মূর্তি দেখে বললে - তুমি এতদিন পরে এলে? বললাম হ্যাঁ। কিন্তু যতদিন সাইবাবা জীবিত ছিলেন তখন তুই গুরুকে চিনিস নি? গুরুর কাছে থেকে যদি গুরুকে না চিনতে পার তো এখানে কি করছ যাও! তারপর এখন সে শাহী ইমাম হয়েছে - নগরের অনেক উন্নতি করেছে -

- শিবাজীর দূর্গ - রামগড় - সতরার পথ দিয়ে একতারা বাজাতে বাজাতে গুরু রামদাস যাচ্ছেন - শিবাজী দূর্গ থেকে দূরবীন নিয়ে তানাজীর দ্বারা যাচাই করলেন - তারপর শিবাজী ছুটলেন তার পিছনে। রামদাস বাবার চরণে গিয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন- আর নিজের মুকুটটা তার পায়ে নিবেদন করলেন। দেখে গুরু আশীর্বাদ করে বললেন - এটা আমার জন্য নয় - তুই নিয়ে যা - স্বস্তিক আর গৈরিক পতাকা উড়িয়ে (মুঘুলদের) উচিত শিক্ষা দাও -

- আমাদের দেশের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে - ইংরেজ - পাঠান - মুঘল - দাসবংশ - এমন কত জনা অত্যাচার করে গেছে - সোমনাথ মন্দির ১৭বার আক্রমণ করে সোনা লুঠ করে নিয়ে গেছে -

- (তিরুপতি মন্দির) ইত্যাদি সোনা দিয়ে মোড়া কিন্তু সোনাতে কে ঠাকুর পায়?আমি তোমার মা কে নিয়ে তীর্থে বেরিয়েছি (তিরুপতি) না করেনি কোথাও তিরুপতিতে মা ফুল মালা দিয়ে প্রণাম করলেন পদ্মানভন মন্দিরে তারা (সেবাইতরা) পুর্ব দিকের দরজা (জন সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ) খুলে দিয়ে মাকে পূজা করার সুযোগ করে দিল।

- জনৈকা ভক্ত - বাবা - মহাকাল সম্পর্কে কিছু বলুন -

মহাকালের বিষয়ে কি জানতে চাও? নিজে গিয়ে সেখানে জেনে এসো - তোমার সরাসরি অভিজ্ঞতা হোক। কিন্তু সেখানে গিয়ে মনে ‘কিন্তু’ থাকা উচিত নয়। তখন মনে ঘরের চিন্তা আসা উচিত নয়।

- বালানন্দের গুরু থাকতেন মান্ডুকেশ্বরে সেখানে যাবার পথ খুব দূর্গম - সেখানে কি মানুষ যেতে পারে? আমি ছিলাম ও তিনি ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ পরমহংস কাশীর পন্ডিত - মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ তাঁরাও মান্ডুকেশ্বরের পরিক্রমা করেছিলেন।

- শিপ্রা কথাটির মানে কি? এর জল দর্শনে পাপ কেটে যায়।

আমি এইসব রাস্তায় আগে এসেছি তো - আমার এখানে এসে খুব আনন্দ হয়েছে। আমি চম্বল থেকে মেহার হয়ে ইন্দোরে এসেছি - এখনও জঙ্গল আছে এখানে - যেখানে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে না।

<u>বিকেল - ৭:০৫ মি</u>

ইন্দোর শহর ঘুরে আসার পর ঃ - কথা হচ্ছে মন্দিরের স্থাপত্য নিয়ে দ্রাবিড় স্থাপত্য শৈলী - নগরী শৈলী এবং আর্য স্থাপত্য শৈলীর উপর

বাবা - সবচেয়ে বড় সুন্দর টিপু সুলতানের প্রাসাদ। - চোখে সৌন্দর্য জ্ঞান শিল্পজ্ঞান আছে যার সেই জানবে কত নিখুঁতভাবে একটি মূর্তি গড়তে হয় -

- বাইরের পাশ্চাত্যে আনেক ভাল, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য বাইরের মনীষীরা এসেছেন এখানেই - যেমন - ডেভিড হেয়ার - ম্যাক্সমুলার - প্রাচীনকালে আসতেন প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দায় -

- তুমি যদি তার জন্য প্রাণ না দাও তাহলে আশা কর কি করে? যদি তুমি রাত ৩/৪-তে উঠে (আকুল হৃদয়ে বল বাবা আমার এই কষ্ট - দেখবে আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছি - আমি যাকে ধুলাও দিয়েছি, তাতেও তার কাজ হয়েছে -

- গুরু সন্ধান করার কারণ হচ্ছে জ্ঞান - এই জন্যেই দীক্ষা নেয় লোকে। আর গুরু দীক্ষা দেয়। তবে কারোকে আমি জোর করে দীক্ষা দিই না - প্রণাম করতেও দিই না - চরণামৃতও দিই না -

(প্রসঙ্গ সূর্য প্রকাশের মহিমা ঃ- অনেক শিষ্য বলে বাবা আমরা তোমার প্রকাশ করব। এক শিষ্য বলল - বাবা আমি যদি আরো কিছুদিন আগে তোমার কাছে আসতাম তাহলে তোমাকে তুলে ধরতাম সবার কাছে, তোমার অনেক প্রচার হতো।)

কথা হচ্ছে প্রকাশ করার কি আছে? সূর্য প্রকাশের মাহাত্ম্য কি সবার কাছে তুলে ধরতে হয়? সূর্য স্বপ্রকাশে মহিমান্বিত।

- শ্রীম চোখ বুজলেই শ্রী রামকৃষ্ণকে দেখতে পেতেন -

- ঠাকুরের অন্য শিষ্যরা দেখতে পেত না। আমি শ্রী রামকৃষ্ণের প্রতিটি কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ বলতে পারি -

- এই পৃথিবীর কথা মানুষ ভাবে না - পৃথিবীর ধ্বংসের কথাই ভাবছে, সৃষ্টির কথা ভাবছে না -
- আইনস্টাইন (বৈজ্ঞানিক) আগে নাস্তিক ছিল - ঈশ্বর মানত না। কিন্তু পরে পরমানু বোমার উৎসলীলা দেখে নিজের গবেষণাগারের ঘরে বসে ভাবল, আমি কত পাপিষ্ঠ - মার (ঈশ্বরের) কথা ভাবল মা কে (ঈশ্বরকে) বলল - আমায় ক্ষমা কর।
- নিউটন বলেছিল - আমি জ্ঞান সমুদ্রের তটের ধারে ছড়ানো কটা নুড়ি কুড়িয়েছি মাত্র - প্রত্যেক সমুদ্রের তল আছে - জ্ঞান সমুদ্রের তল নেই, সেই জ্ঞান সুমদ্রতে ঋষি - মুনিরা ডুব দিয়েছেন - তাদের কথা বিশ্ব সংসার জানে।
- স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে তোমরাও হবে বরণীয় অর্থাৎ মহামুনি - মহাজনেরা যে পথ ধরে গমন করেছেন - সেই পথেই স্বীয় কীর্তির ধ্বজা ধরে তোমরাও হবে বরণীয়।
যার গুরু সৃষ্টিকর্তা তার ছেলেমেয়েরা ছোট হবে কেন? পাপ করবে কেন? (সে) তাদের দিয়েই পাপ করাবে - আবার তাদের দিয়েও উদ্ধার হবে - একদিন তোমরা বড় হবে। গ্রহ নক্ষত্র এবং যুগের সময়ের জন্য কারো কারো ভাগ্য ভাল থাকে না। রাহু - কেতু ইত্যাদির জন্যে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। তবে আমাকে তাদেরও উদ্ধার করতে হয়েছে - এই পাপও করতে হয়েছে - কারণ আমি কারোর কান্না সইতে পারি না -
- প্রকৃতি থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করলে - তোমাদের সেই জ্ঞান অনেক কাজে লাগতে পারে। প্রত্যেক জিনিসের জন্য চাই চিন্তা চিন্তাশক্তি - যেমন দূরবীন দিয়ে দেখে শত্রুপক্ষের যুদ্ধ জাহাজ কাছে আছে কিনা এবং চিন্তা করে নিজেদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত।
- ধ্বংস উচিত নয় - যদিও বিধ্বংসের কাজ যাঁরা করেন তাঁরাও পন্ডিত। যদিও তাঁরা ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত, তবুও তিনি কারোকে ধ্বংসের কথা তো বলেন না। তারপরেও সবই তিনি করছেন, এই কথাটা সব সময় মনে রেখো।
- কোনো কথাই খুব গভীরে (depth) নেবে না - যেটুকু তোমার শিক্ষানীয় সেইটুকু গভীরেই যাবে - আর বাদবাকি কথাগুলিতে মন দিও না। হাল্কা ভাবে নেবে।
- শিব যখন পাবর্তীকে যোগ শিক্ষা দিলেন - তখন তাঁকে বললেন - যে অভক্ত তাকে (এই শিক্ষা) দেবে না - যে ভক্ত তাকে টেনে ডাকবে - কারোকে উপযাচক হয়ে দেবে না -
- যেখানে দেখবে - সেখানেই আমার শিষ্য - মানুষকে আনন্দ দাও মিষ্টি কথা বলে -
- দেবাশীষ, বাবা চোর কি শুধু ধান চোর কেউ মন চোর - কেউ বিদ্যাচোর - কেউ জ্ঞান চোর তোমার মাকে সবাই ভালবাসে - আমিও বাসি (হাসির রোল) হাসলি কেন. আরে স্ত্রী শুধু স্ত্রী নয় সেই মা - সেই কন্যা - সেই শক্তি - সব -
- তার কৃপা যার উপরে পড়বে - সেই ধন্য হবে - কিন্তু তার চিন্তাটা আমার চাই - যার মুখ আমার মনে ভেসে ওঠে - তাকে আমি বলি নেঃ তাই দেব - আমি তাই দেব তবে টাকা

পয়সা দেব না। আমি অল্প কথাতেই জিনিস দেব - এটাকা পয়সা দিয়ে কেনা যায় না - তবে এটাই গুরু এই গুরু -

- গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু গুরু দেবো মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ

- তুমি শ্রীকৃষ্ণ - রামকৃষ্ণর কথা - আমার কথার সঙ্গে মেলাও - দেখবে - সব মিলছে। তারা নেই - আছি আমি - যতক্ষন তোমার মা আমার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে - আমি ঘুরব -

- লক্ষ্মীপুজোর পর লখনউ যাবার কথা -

উৎপল ঃ- অজিতের মায়ের কাছে?

রুবি ঃ- বাবা লক্ষ্মীপুজোর পর গেলে ভাল হয়

বাবা - কি তোর ছুটি হবে - তখন যাবো তুই গেলি কি না গেলি আমার কি? - আরে ছুটি না হলে তোকে কি আমি রেখে যাব?

- বজ্জাতি যত! ওরে তোর মা বাবাও খুব পোড় খাওয়া - তবে দেখছি যারা দুর্বৃত্ত হয় তারা যদি মাতৃভক্ত হয় তবে সব কুফল থেকে বেঁচে যায়।

- রাম চ্যাটার্জ্জী কতবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচল - তারকেশ্বর বন্যার থেকে কি অলৌকিক ভাবে বাঁচল সে। দেখ ভালবাসা - (রাম চ্যাটার্জ্জী মাতৃভক্ত তাই মায়ের ভালবাসার দরুন বণ্যার হাত থেকে বাঁচল বাবার ইঙ্গিত সেদিকে) না হলে কিছু হয় না - রামচন্দ্র দেশকে খুব ভালবাসত।

আমি ছেলেদের বলতে শেখাই - বল বাবা কেমন আছ? ভাল - বেশ - কি রকম ভাল? Good ভাল better ও ভাল - best ও ভাল! তাহলে তোমরা best হও না কেন?

- সব জ্ঞানই গুরু হতে আসে -

- ‘‘ওঁ অখন্ড মন্ডলাকারং ব্যাপ্তম যেন চরাচরম

তদপদম দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।’’

- আমাদের ভারতবর্ষে - হিন্দু ধর্ম চলছে গুরুশক্তিতে। ভারতে হিন্দুধর্মের উপর বিশাল অত্যাচার হয়েছে - ঔরংজেবই বল আর যে-ই বল তবে বাবর ধর্ম বিদ্বেষী ছিল না - ওর পরামর্শদাতারা ছিল।

- (মা বাবাকে) আচ্ছা ঐ রেলের ডাক্তার যে এসে আমাকে প্রণাম করে গেল - তাকে তো আমি চিনলাম না। তুমি চেন তাকে?

বাবা - আমি তো চিনি না। কিন্তু তাকে চিনি চিনি মনে হচ্ছে। তবে মহাপশুত্ব থেকে তার উদ্ধার হয়ে গেল। সে মহাভক্ত হয়ে গেল।

- প্রসঙ্গতঃ ঐ ডাক্তারবাবু - মাকে আচমকা এসে প্রণাম করলেন রেলে আসার সময় - সে কি কান্না মায়ের চরণের উপর বারবার মাথা ঠুকতে ঠুকতে বললেন তুমি আমার মা - জগৎজনী জগদম্বা - তুমি সাক্ষাৎ দূর্গা - এবং এই বলতে বলতে ডুকরে ডুকর কাঁদছিলেন -

- বাবা ঃ মানুষকে ভালবাসবে না কেন? - মানুষ মানুষের মতো থাকবে - এই যে চমড়া পরে থাকলে, তাতে তো লাভ নেই - তিনিও আসেন মানুষরূপেই (মঞ্জুকে) ভালবাসতে শেখ মা!

<u>২৮.১২.৯৬ রাত ৮:৪০</u>

- (অজিতের সঙ্গে) আমি কারোর ভরসা করি না। শুধু নিজের উপরে ভরসা রাখি -

- (ভ্রমণের আসার উদ্দেশ্যেঃ) মেয়েরা অনেকে বাড়ি ছেড়ে বেরোতে পারে না তাদের একটা change হবে -

- পাহাড় কেটে মন্দির বানাচ্ছে - গভীরে তলিয়ে দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায় - মাথা খারাপ করে দেয়।

- আগ্রার দয়াল বাগের মন্দির কারু শিল্প তাজমহলের কারুশিল্পকে হার মানিয়ে দেয়।

- আমি সেখানে যাব - ভাল লাগলে থেকে যাওয়া কারণ সেই জায়গায় কিছু গুঢ় তত্ব আছে - যা সাধারন লোকে ধরতে পারেনা - ‘That is for discovery not for invention’

- যা করবে জান - প্রাণ - মান দিয়ে করবে - দেখন (দেখনাই) করাটা খুব খারাপ - সে তো তোমার কাছেই আছে - তোমার থেকে তো দূরে নেই, কিন্তু তোমরা? তাকে দেখতে পাচ্ছনা - তাতে তার কি?

- তোমরা গুরুকে নিয়ে কি করলে? জৈনরা - খ্রীষ্টানরা - তাদের গুরুকে নিয়ে কি না করে - তোমরা কি করেছো? তোমরা এই পৃথিবীতে আসার আগে আমাকে কথা দিয়ে এসেছিলে পৃথিবীতে যাবো - তোমার নাম গুনকীর্তন করব - কিন্তু এখানে এসে টাকা পয়সা বাড়ি - গাড়িতে - সব ভুলে গেলে? কিন্তু এদিন তো সব সময় থাকবে না। তোমাকে তার কাছে হিসাব দিতে হবে।

- লোকনাথ, বামাক্ষ্যাপা - জয়দেব - তুলসীদাস সুরদাস - পরশুরাম - এরা সবাই শিক্ষিত ছিলেন না - এদের একনিষ্ঠ ভক্তির জন্যে - এরা পেয়ে গেলেন। এই গুরু শিক্ষিতকেও নেয় - আবার অশিক্ষিতকেও নেয় -

- কম শিক্ষিত লোকেরাই তাকে বেশী পায় - কারণ তাদের মধ্যে বিশ্বাস থাকে - বিচার শক্তির অভাবে - বিশ্বাস বৃদ্ধির দরুণ - তাকে খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যায় -

- বাবা তোমার ব্যবহারটি যেন মধুর হয় - সে যেই হোক - তোমার বন্ধু হোক অথবা তোমার শত্রু হোক।

- নিষ্ঠা দরকার সব কাজে - যেমন একলব্যের ছিল - শুধু গুরুর মূর্তি গড়ে তাকে স্মরণ করে সে অর্জুনের চেয়েও বড় ধনুর্ধর হয়েছিল - একটি কুকুরের শুধু আওয়াজ শুনে সে তীর ছুঁড়ল - আর অমনি তীর বিধে কুকুরের মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

- যোগ করে সংযম দিয়েই কোনোও রুপে রিপুর কবলে পড়বে না।

- যদি কেউ কিছু চাইতে আসে শুধু হাতে তাকে ফেরাবে না - আর কিছু না থাকে পরনের কাপড়টা খুলে দাও।

<u>৪:০০টা</u>

(অজিতকে) - তোমরা লক্ষ্য করেছো কি আমাদের আসার সময় রাস্তার দুধারে কত গাছ -কিন্তু রাস্তায় একটাও পাতা পড়ে নেই? রাম আর রহিম এক যখন কেউ বুঝবে - সেই বুঝবে রাস্তায় কেন পাতা পড়ে ছিল না।

- অন্তর্দৃষ্টি - জ্ঞান চক্ষু - কেউ কারোকে দিতে পারে না। ওটা হয় নিজের থেকে।

- অজিত - বাবা আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি আমাকে আপনার ২২ বছর আগেরকার সেই ছিপছিপে মূর্তি দেখিয়ে দিন -

- শরীরের একটা ধর্ম আছে - আমি সেই নিয়মকে কি করে বিপর্যস্ত করি?

<u>২৮.১২.৯৬ রাত ১১:৩০টার পর</u>

- তোরা একটা ঠগকে পূজা করছিস কেন?কেন তোরা একটা ঠককে পূজা করছিস?

মঞ্জু (ভয়ে ভয়ে) ঃ- ঠিক মানতে পারলাম না বাবা

- কেন - কেন মানতে পারলিনা মা?

মঞ্জু ঃ- আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে - প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি যে তুমিই সেই পরম (পুরুষ) যার উপরে আর কেউ নেই।

বাবা - বাঃ মঞ্জু সংসারী মেয়ে হয়েও যদি অনুভব করতে পারল - তো তোরা কেন পারলি না? আরে ঘর সংসার কর আর যাই কর সেই আনন্দ যে পেয়েছে - তার সংসার পুড়েছে - ঘর পুড়ছে - ছেলে মেয়ে মরছে - সে কিন্তু সেই আনন্দেই থাকবে। - সেই ওঁ জ্ঞানই বেদ মত।

- এই যে আনন্দময়ী মা- আমাকে বড় ভালবাসতেন দেহ রাখার সময় বললেন - আমি পাগলাকে না দেখে যাব না তারপর দেখা গেল তার দেহের একপাশে আমি আর এক পাশে

ইন্দিরা গান্ধী - পরদিন আমার সেই ছবি আমি সেখানকার কাগজে দেখলাম। কিন্তু আমি তো তখন কুল্টিতে। যদি কেউ তলিয়ে সেটা ভাবে - তাহলেই তো উত্তর পেয়ে যাবে -

মঞ্জু ঃ- মা আনন্দময়ী তোমারই সৃষ্টি -

- না ঠিক তা নয় তবে আমি মাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করেছি।

- মান্ধাতার বয়সের কোনো হিসেব নেই, কিন্তু তার অধস্তন বংশের ৪৮তম প্রজন্মে জন্মেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র - তারপর কৃষ্ণ- তারপর গৌরাঙ্গ - তিনি ছিলেন শেষ অবতার। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণকে যুগাবতার বলব।

- ভক্তের কাছে ভগবান সব সময় বাঁধা থাকে - কি রসদদার? (বলবন্ত ভাই দাভেকে)

মা - রসদদার তো সবাই -

বাবা - না ও হচ্ছে আমার রসদদার

(তাপসীর সঙ্গে বলবন্ত ভাইদের মশার কামড় নিয়ে ঠাট্টা, তারপর তিনি বাবাকে বললেন) আচ্ছা বাবা তুমি আগের রাত্রে বলেছিলে যে প্রকৃতিকে লক্ষ্য করলে অনেক কিছু শেখা যায় - যেমন রাস্তার ধারের গাছগুলির নীচে একটাও পাতা পড়ে নেই - এটা আমাদের নজর এড়িয়ে গেল কি করে? তাহলে এর কি কোনো ব্যাখ্যা আছে? -

বাবা - হ্যাঁ আছে - তবে এটাও যদি আমি বলি তাহলে তো আমি আর নাই -

মঞ্জু ঃ- বাবা তুমি এটাও ভুল বললে - তাহলে তুমি নেই না তুমি আরো বেশি প্রকট হয়ে যাচ্ছ। বাবা একটা প্রশ্ন ছিল - ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে মা পূজা দিতে গেলেন যখন তিনি বাড়িতে তোমাকে এক মিনিট খানেকের জন্যেও ফেলে রাখেন না - আর মা তোমাকে ছাড়া আর অন্য কারোর পূজাও করেন না। তার মানে এটা নয় যে সেই সময়টা তুমি ওঁকারেশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলে - তার মানে কি এই নয় যে ওঁকারেশ্বর তুমিই? - এই কথাটি আমার মনে বেশ দাগ কেটেছে!

(বাবার ধরা পড়ার হাসি) ও ঠিক ধরতে পেরেছে - আসলে তিনি যা করেন - সব 'সেই' মানুষ কিছুই করতে পারে না। শুধু সব সময় তাকে স্মরণ কর।

<u>২৯.১২.৯৬</u>

[প্রসঙ্গঃ ইন্দোর উজ্জ্বয়নী হতে মহাকাল যাত্রা চলাকালীন লক্ষ্য করা গেল]

- বাবার গাড়ি আগে আগে চলেছে - শিষ্যদের গাড়ি ঠিক তার পরেই চলছে পথের উপর। এমন সময় দেখা গেল মহাকাল হতে প্রায় ১ কিলোমিটার আগে দুটো কুকুর বাবার গাড়ি পিছু ধরল। একটা কুকুর সাদা - অন্যটা কালো - তারা বাবার গাড়ি আচড়ে - আচঁড়ে অস্থির -

- কাশ্মীরে যখন গিয়েছিলাম - ইমাম হজরতবাল আমাদের তার বাড়িতে নিয়ে গেল - তাদের মেয়েরা তোমার মা ও আমার সামনে গান করল -

‘‘রাম রহিম কো জুদা না করো ভাই
দোনো হে এক সমান’’ -

- নর্মদার উৎস, অমরকন্টক - তাই ঐ স্থানের এতো মাহাত্ম্য - নর্মদা উড়িষ্যা হয়ে বেরিয়ে এসেছে -

- গঙ্গার কত নাম - অলকানন্দা - জাহ্নবী - ইত্যাদি গঙ্গার স্থান বিশেষ মাহাত্ম্য আছে - বাবা এই বলছেন যে হরিদ্বারে মুক্তিধারা অর্থাৎ সেখানে স্নান করলে স্বর্গলাভ হয় সেখানে পুন্যস্থান করার নিয়ম -

কুশল ঃ- আচ্ছা বাবা! আরতি কি বিশেষ বিশেষ সময় হয় -

- হ্যাঁ - এবং এর সঙ্গে বিশেষ উচ্চারণের মন্ত্রও আছে তাদের সুর আছে - তাতে পরিবেশ তৈরী হয় - তিনিই সুর সংগীতের সৃষ্টি কর্তা।

- ১২ মন দুধ দিয়ে দৈনিক স্নান করানো হোতো কাশীর বিশ্বনাথকে এখন আর তেমন হয় না। দক্ষিণের ব্রাহ্মণদের যে রকম নিষ্ঠার গভীরতা আছে, তা বাঙালী ব্রাহ্মণদের নেই।

- বেনারসে চেষ্টা করেছিলাম মাতৃপিতৃ ঋণ শোধের - বাবা বলেছিলেন - বাবা আমি কুম্ভ স্নান করতে পারিনি। আমি স্নান করে বললাম - বাবা আমি এই তোমার নামে স্নান করলাম।

- ধর্মে যতই সংস্কার থাকবে - ততই খারাপ। ধর্ম উদার হতে হবে - সব গুরুভাই বোনকে এক-সমান দেখতে হবে - এক বলে দেখতে হবে - যদি সে খারাপ হয় তো হোক তুমি কেন খারাপ হবে? এর কোনো মানে হয় না -

-আমি একদিন যমুনার ধারে আহ্নিক করছিলাম - আগ্রা কলেজের অনেকগুলো ছেলে স্নান করতে নামলো আমি একজনকে ডেকে বললাম - তুমি জলে বেশীক্ষণ থেকো না - শুনলো না। সবাই উঠল (সে বাদে) কয়দিন পরে উঠল তার কঙ্কাল।

- কলকাতা বানতলায় ১৪ ফুট লম্বা শঙ্খচূড় সাপ আছে আমি যেখানে যাবো - সেখানেই সাপ দেখা যায় - সাপের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ আছে।

- বেহাই কেমন আছ?

(তারাপদদা) ঃ- খুব ভাল বাবা খুব ভাল -

- গিরি বলেছে ভাল - আচ্ছা এই লোকগুলোর চোখ নেই কি? আরে ‘মহাকাল’ স্বয়ং সামনে বসে আছেন! আসল ইনিই মহাকাল - আমরা একে প্রণাম করি - এরা আবার মন্দির - দেবমূর্তি বানায়।

- সর্বানন্দগিরি বললেন - আমার গুরুও এঁনার (আমাদের বাবার) জন্য জীবন দিতে পারেন এত ভক্তি করেন এঁনাকে। তাহলে বাবা - গিরি সম্পদায়ের যিনি সর্বেসর্বা - তারও আরাধ্য - অর্থাৎ তিনিই ইশ্বর।

- সর্বানন্দগিরি উত্তরকাশির বদরীকা আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ বাবাকে বড়ো ভক্তি করতেন। ওঁকে ১২০০/- টাকার একটি চেক দিয়েছিলেন বড় নাগা।

- রামকৃষ্ণ ঠাকুরও গিরি সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তোতাপুরীও তাই, তবে তোতাপুরীর একটু অহংকার ছিল - রামকৃষ্ণকে বলতেন তুই এমন ম্যা ম্যা করিস কেন? তারপর একদিন যখন ঠাকুর পায়চারি করছেন - তখন পুরীজী দেখলেন - একদিকে যখন তিনি যাচ্ছেন তখন শিব, আবার অপরদিকে যখন তিনি ফিরছেন তখন কালী।

- নানামূর্ত্তি - দেবদেবী থাকলে জপের অসুবিধা হয় -

- ক্ষ্যাপাবাবা (কান্দীর) ঠাকুরের আসন থেকে সব দেবদেবীর মূর্তি ফেলে দিয়ে শুধু বাবার ছবি রেখেছে -

- এক সাধুবাবার গাড়ি এলো - বাবাকে নমস্কার করলেন তিনি - বাবুয়া tape করতে লাগল এঁনাদের কথোপকথন - সাধুবাবা বললেন সদা প্রসন্ন রহে - য়হ মেরা আশীর্বাদ হ্যায় - জয়হো মহাকাল! হামারা কাম বন্ গয়া - অগর আপ কী কৃপা হোগী তো ফির মুলাকাত হোগী''

- অগর বাবা কী ইচ্ছা হোগী তো ফির ...

- ফির মিলন হোগা - অপনা পতা (address) দীজিয়ে - হোতা হী রহেগা কুছ সাল বাদ। মাতা কী কৃপা হ্যায় --''

(বাবা) - হমরে ১২ আশ্রম হ্যায় ভারত মে। হম আশ্রম মে নহী রহতে হ্যায় - বাহর - বাহর রহতে হ্যায়।

- হুকুম শক্তি সে আয়া হ্যায় আপকে ওয়াস্তে - গাড়ি মে এক টঙ্কি পেট্রোল ম্যায় আপকে করোঁ সে চাহতা হুঁ - উসকা দাম দীজিয়ে ১৬০০/- রুপেয়ে -

তক্ষুনি আগে থাকতে গোছানো ১৬০০/- টাকার একটি বান্ডিল বাবা সাধুবাবার হাতে দিয়ে বললেন - 'য়হ রখলো'

(সাধুবাবা বলামাত্র বাবা বলবন্ত ভাইকে মূর্হূতে ইশারায় ১৬০০/- টাকার গোছাটা বার করতে বললেন বলবন্ত ভাইয়ের ব্যাগ থেকে - রুবি নোট লিখছিল - স্বচক্ষে ঘটানাটি ঘটতে দেখল।)

- সাধু বাবা টাকার বান্ডিলটি গ্রহণ করে বললেন। শঙ্কর ভগবান কী কৃপা হ্যায় - পুরা হী হোগা -

- (সাধুবাবার চেলা তাকে বললেন) অব বৈঠো গুরু গাড়ি মেঁ - পুরা হীহোগা -

- (সাধুবাবা) - অখন্ড প্রকাশ - জঁহা পর উহ শরীর জায়েগা - ওয়হী পর মানব শ্রদ্ধা ঔর ইজ্জত মিলেগী - সাক্ষাৎ হৃদয় মে প্রভু কা ওয়াস রহেগা - য়হ আশীর্বাদ হ্যায় মেরা'' - (পরে যেতে যেতে বলে গেলেন সাধুজী) - ক্যা আপ হমারে মহাকাল হ্যাঁয় মহাকাল হী আয় হ্যাঁয় - কিতনা বড়া মহাকাল হ্যায় ...

- সাধুবাবার গাড়ী ওঁকারেশ্বরে চলে গেল। বাবুয়া বাবাকে বলল ইনি তো তোমাকে আশীর্বাদ করে গেলেন! সবাই চিনলোনা তো আমরা কি করব?

বাবা - তা না! তাতে চিনবে না - কারণ আমি যখন যেমন তখন তেমন থাকি - মুখ থেকে একটি কথা বেরোবে না।

- এখানে যত বড় বড় সাধু সন্নাসীই হোক না কেন - সবাই আসবে - আসতে বাধ্য - আমিতো এই জন্যেই আসি - আমার তো এই জন্যেই ঘোড়া দেখি যদি কোন সাধু দেখা যায় - খুব উন্নত ধরণের সাধু - এই তো! অনেক কে দেখব মনে হয়।

- যেতে যেতে সাধুবাবা আশীর্বাদ দিয়ে গেলেন - সদা প্রসন্ন রহে য়হ মেরা আশীর্বাদ হ্যায় আর বাবাও তাকে বললেন - আজ আপ মেরে সব লড়কোঁ কো আশীর্বাদ দি-জিয়ে।

(সাধুবাবার পরিচয় পরে পাওয়া গেল। ইনি শ্রী সর্বানন্দগিরিজী মহারাজ - গিরি সম্প্রদায়ের মঠাধ্যক্ষ আজ মহাকালের দর্শন করে আগামীকাল ৩০.১২.৯৬ ওঁকারেশ্বরের দর্শন করতে যাবেন। সর্বানন্দ মহারাজের গুরুদেব হলেন শ্রী বদরিনারায়ণ গিরি)

(প্রসঙ্গ - আমাদের গুরুবাবার পূর্বশ্রমের নাম ছিল শ্রীযুক্ত বাদল কান্তি চ্যাটার্জ্জী, শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় এবং সন্ন্যাসনাম মুক্তানন্দ মহারাজ -)

- বাবা পুনঃ সাধুজীকে বলেছিলেন - হামারা কোই পতা (Address) নহী হ্যায় সাধুজী - হম তো হর বখত ঘুমতে রহতে হ্যায়। ক্যা ভাবনা হ্যায় - মহাকাল যাও য়হা উনহীনে বুলায়া হ্যায় - য়হ একদম আলগজগহ হ্যায় ট্র

<u>রাত্রি - **8 P.M.**</u>

- তাঁর ইচ্ছে না হলে কিছু হয় না - ইচ্ছা হলে ল্যাংড়াও পাহাড়ে উঠতে পারে তার মনে যা জোর তোমরা হলে আর কেউ পারতে না।

অজিত ভট্টাচার্য (লখনউ) ঃ- মায়ের তপস্যার জোরে আপনাকে পেয়েছি ট্র

মায়ের নয় তোমরা পেয়েছ নিজের তপস্যার জোরে -

কুশল! আমাদের এই ভ্রমণের সম্বন্ধে তুমি পত্রিকায় (আনন্দবার্তায়) লেখ।তোমার এটা আলাদা হবে - অন্যরা যার যা খুশি যত খুশি লিখিক -

কুশল ঃ- বাবার ইচ্ছা হলেই হবে -

বাবা, মা মহাকালের পূজা দিতে এসেছেন তার তাৎপর্য আছে কি?
হ্যাঁ আছে - তাই তো আমি তোমাদের বারে বারে প্রশ্ন করছি - মহাকালকে মা জাগাতে এসেছেন -

কুশল ঃ- কেন বাবা - তুমি বর্তমান থাকতে এটা কি হচ্ছে?

- ঐ যে ডাক্তার (রায়বেরিলীর ডাঃ অমর কুমার) দুজনাই দুজনকে দেখি নাই - কিন্তু দুজনার মধ্যে বিরাট টান - সব কিছু কি বলা যায় বাবা? - বলতে বলতে কত বাতুলতা আসে - মনে হয় যাঃ আর বলবই না - তবে মায়ের কাজ এবং কথা তোমরা কিছুই বুঝতে পার না।

- মৃত্যুঞ্জয় - বাবার নামে মৃত্যুঞ্জয় করবে - এর একটা মন্ত্র আছে - ''ওঁ হুঁং তুং স্বঃ ....'' যতদিন থেকে আমি তীর্থক্ষেত্রে ঘুরছি - তোমার মাকে সঙ্গে নিয়েছি। একবার আমরা বদ্রীনারায়ণ থেকে ফিরছিলাম - (বাবা চুপকরে গেলেন আর সুখ স্মৃতির মননে তলিয়ে গেলেন ওর আননে মিষ্টি মিষ্টি হাসি ফুটে উঠতে লাগল)

- ত্যাজিব সব ভেদাভেদ - ঘুচে যাবে মনের বিভেদ শত শত মহাবেদে বলি - তারা (মা) আমার নিরাকার - এমন দিন কি হবে তারা? আমার এমন দিন হবে তারা? যেদিন 'তারা' - 'তারা' বলে দুনয়ন ভরে তারামা বলে ডাকব তোকে -

মহাকালী - তারা দশবিদ্যার একজন - তপস্যা করলেই তাতেই সিদ্ধি একজন কোনো স্বরূপকে নিয়ে তপস্যা করলেই সিদ্ধি পাবে -

দে মা আমায় পাগল করে
আমার কাজ নেই মা জ্ঞান বিচারে
আমায় দে মা পাগল করে -

কুশল (বাবা) ঃ- তোমার মতো এই পৃথিবীতে অন্য কোনো গুরুজীর মুখে এমন কথা শুনিনি। এক সাধক শিষ্যকে শ্রী শ্রী মা বলছেন - দেহান্তে জপ অন্তে তাকে পাওয়া যায় - কিন্তু একমাত্র তুমি বল যে (আমাদের) চারতলা অবধি তুলে দেবে।

আরে তাকে ঠিক মত স্মরণ করতে পারলেই তো হোলো - তুমি তাঁকে যদি স্মরণ কর - তার চাইতে বড় আছে নাকি?

- এই জগতে সবাই অল্প বিস্তর পাগল - কেউ ধনে, কেউ জ্ঞানে পাগল - শিক্ষায় দীক্ষায় কিন্তু তাকে পাগলের মত স্মরণ করার লোকের অভাব এক পাগল নারদ ঋষি - এক পাগল ভোলা -

- কুশল ঃ- বাবা আজকের এই মহাকাল দর্শন আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের - কিন্তু তার সঙ্গে ভয়ও আছে - মায়ের কাছে তোমার মহাকাল তীর্থ ভ্রমণ করানোর অঙ্গীকার পূর্ণ হোলো - তার মানে আর কোনো তীর্থ ভ্রমণ বাকি নেই - না?

তারপরে এদিক - ওদিক ঘোরা - ওটা কোনো ব্যাপারই নয় - তীর্থভ্রমণ - একেবারেই নয় - ঠাকুর বলছেন তীর্থ ভ্রমণে মন উচাটন কোরো নারে - আপনাতে মন আপন - থেকো - তুমি আপনাতে আপনভাবে থাক মন যেও নাকো পরের ঘরে - তুমি তোমার গুরু -

মা ঃ- তোমার এত কথা - আমি সোজাসুজি বুঝতেই পারি না -

বাবা ঃ- তুমি তো সিধের চাল -

মা ঃ- আমাদের দেশে সিধের চাল অর্থাৎ চাল কুমড়ো দেওয়া হয়।

বাবা ঃ- সর্বানন্দগিরি - আমি বুঝতে পেরেছিলাম (এখানে) কোনো মহাপুরুষের দেখা মিলবে।

কুশল ঃ- তোমার উদ্দেশ্যই ছিল তাকে আশীর্বাদ করা

- এখানকার শিব ঠাকুর ২০০০ বছরেরও বেশী প্রাচীন। যেখানে সে থাকবে গান বাজনা থাকবেই --

- মকর সংক্রান্তিতে (১৪ই জানুয়ারী) পুষ্পরতীর্থ - নৈমিষারণ্যে - দক্ষিণেশ্বরে বিরাট উৎসব হয়

- মা দক্ষিণেশ্বরে, স্নান করেছেন - নৈমিষারণ্যে স্নান করা তো বিরাট সৌভাগ্য -

মা ঃ- আজকে আমার খুব আনন্দ হয়েছে - কতদিন যাবৎ বলছি - (পূজো দেব) বাধা পড়ছে কেবল তাই আজ পুজা দিতে পারে খুব আনন্দ হয়েছে - তাই বললাম - আর তোমাকে আমি বলব না এখানে নিয়ে যাও - সেখানে নিয়ে যাও - কথা দিলে। সে কথা রাখবেই -

প্রসঙ্গ শিপ্রা নদীর জন্ম - পঙ্কজদা শিপ্রা বৈকুণ্ঠের নদী - শিব নারায়ণ যুদ্ধকে নিয়ে ঘটনা - শিব গোটা পৃথিবীতে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে - কোথাও না পেয়ে বিষ্ণুর কাছে ভিক্ষা চাইলেন। বিষ্ণু তার তর্জনী কেটে শিবকে দিলেন - শিব ক্ষুধায় ক্রোধন্মত্ত - তিনি কাটা তর্জনীতে আঘাত দিতে লাগলেন - ফলে রক্তপাত আরম্ভ হল। সেই ধারা থেকে শিপ্রা নদীর সৃষ্টি। এবার ক্ষিধের জ্বালায় শিব নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন নারায়ণ শিব এবং শিব বাহিনীর উপর ছাড়লেন মহাস্ত্র, ফলে শিব এবং শিব বাহিনী মহাস্ত্রের ঘোরে স্তিমিত হলেন - পরে কিছুটা সুস্থ হয়ে শিব ঐ একই অস্ত্র ছাড়লেন নারায়ণের বাহিনী উপর। উভয় পক্ষই ঘোর আক্রান্ত হলেন - এর পরে দুপক্ষই শিপ্রার জলে স্নান করে সুস্থ প্রীত বোধ করলেন। (পুরানের মতে।)

বাবা বলছেন - শিপ্রাতে স্রোত নেই বাবা, যেন নদী নয় পুকুর। নর্মদাতে অনেক কুমির কাছিম -

কুশল ঃ- তারাও মুক্তি চায় -

মা ঃ- মুক্তি সবাই চায় -

সাধু সন্তের স্নানের ফল আছে -

পঙ্কজদা ঃ- অনেক সাধু - মুনিরা অপেক্ষা করে আছেন তাকে আসতেই হবে - তবে তাদের কাজ সম্পন্ন হবে।

বাবা ঃ- তীর্থতে নদীর জলে - সাধু সন্তদের স্নান করা জল - তোমরা ব্যবহার করছ।

(প্রসঙ্গ ঘুরে গেল কুম্ভ স্নান)

মা ঃ- তীর্থ স্থানে গিয়ে - আমি বেশীর ভাগ খালি পায়েই স্নান করতে যাই - কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরকে রাজা বিক্রমাদিত্য স্বপ্নাদিষ্ঠ হয়ে সংস্কার করেছিল - সঙ্গে অন্য মন্দিরগুলিও সংস্কার করেছিল।

মা বলছেন ঃ- মা মহাকালকে কেন পুজা দিতে এসেছেন কারন মহাকালকে বলা তুমি চল - তুমি এখানে বসে আছো আমাকেও মন্দিরে (রায়পুরে) কারোকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তো! তুমি চল - আমার মনে হয় বাবা আমার পুজা নিয়েছে।

উঃ বাবা - আমাকে সাহায্যই করেছে - তারপর দেখি কি ভীড়। এই সব দেখে মনে হয় আমাদের মন্দির (রায়পুর) এবার চড়চড় করে উঠবে।

বাবা ঃ- এত পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন মন্দির আর কোথাও দেখিনি - আবারও হয়তো যাব কাশীতে এই ভাঙা পা নিয়ে - মাকে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে আসি। রায়পুর মন্দির বানানো নিয়ে নির্মল খুব সন্তুষ্ট - ইঞ্জিনিয়ার নির্মল মুখার্জ্জী - যাকে মন্দিরের প্রস্তুতি - পর্বে বাবা সকল দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। কাজ ঠিক ঠিক এগোচ্ছে -

মা (বাবাকে) ঃ- এই চতুদর্শীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা যাবে?

বাবা ঃ- মা অনুমতি না দিলে সব ঘেটে - ঘুটে যাবে।

তোমাদের মানসিংহ কে মায়ের দেখবার ইচ্ছা ছিল খুব (প্রসঙ্গ এককালের দুদ্ধর্ষ ডাকাত মানসিংহ চম্বরের ত্রাস ধনী - অত্যাচরীর যম - গরীবের ত্রাতা - বাবাকে ভীষণ মান্য করতো - বাবার দর্শন পায় বাবার চম্বল পরিক্রমা কালে) আমিও তাকে দেখিয়ে দিতাম - ও ছাড়া আরও দুদ্ধর্ষ ডাকাত ডাকাতিনীরা ছিল - রূপ, পুতুলী বাই ফুলনদেবীর মেয়ে।

<u>রাত ১১:৪৫ মি</u>

- আপাতত এই ভ্রমণটা আনন্দপূর্ণ রয়েছে - এখন দেখা যাক অমরকন্টকে আমরা কি পাই - তারপর এই ভ্রমণ শেষ - যে যার চলে যাব - দূরে তারপর দেখবে চন্দননগরে রুবিকে ডেকে আনছি -

উৎপল ঃ তা হলে বাবা আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাই - তো তুমি কথা না বলে পারবেই না -

- না - তা নয় তোমরা আমাকে যা বোঝ তা কিন্তু ঠিক নয় - আমি খুব কঠিন লোক - চোরকে বলি চুরি করতে - গেরস্থকে বলি সাবধান হও।
- স্বীয় কীর্তির ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরনীয় - অন্তরের থেকে অন্তরের ভিতরে ভাল করে গেঁথে নাও (এই কথা) ভুল যেন না হয়। যদি এইটা তোমরা কর, তাহলে বাদ বাকি আমি সামলে নেব - তিনি কারোকে দুঃখ দিতে চান না। দুঃখ না পেলে সুখ পাওয়া যায় না - প্রত্যেকের জীবনে অশান্তি তা সে রাজাই হোক আর প্রজাই হোক- হরিশচন্দ্র, রাম, কৃষ্ণ নামেই দেশ উদ্ধার হবে।

৩০.১২.৯৬ ভূপাল ৮:৩০ **PM** হোটেল সূর্য

- আচ্ছা তোমার মা যখন পূজা করছিলেন মহাকালের মন্দিরে তখন সেখানে ফাঁকা ছিল - অথচ কত ভীড় তারপর দেখ তোমাদের নিয়ে ওখানে খাওয়া দাওয়া করছিলাম বড় সুন্দর লাগছিল - তারপর তোমাদের নিয়ে মা কতকক্ষণ বসেছিলেন বড় আনন্দময়। - মহাকালেশ্বর যেন প্রাণ ভরা - আর এই আমি পেয়েছিলাম অমরনাথে -
- অজিত ঃ- আপনি সর্বানন্দগিরিজীকে বলেছিলেন আপনার ১২টি আশ্রম ভারতে আছে - সেগুলো কোথায় দাদু? তারপর তাকে আপনি বললেন আমি আশ্রমে থাকি না - বাইরে থাকি।
- এই দুনিয়াতে তুমি যাকে ভালবেসে দেখবে - তো সেও তোমাকে ভালবেসে দেখবে - কখনও ভাববেনা যে সে কোথা হতে এসেছে - সে-কে! যদি কারোকে না ভালবাস তো সেখানে কাজ হবে না। দাদু একদম ঠিক ঠিক বলছেন -
- প্রেমময় জগৎ যাকে প্রেম দেবে সে তো প্রেম দেবেই - বৃন্দাবন লীলায় আছে অক্রুর দ্বারকা থেকে বৃন্দাবণে গিয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের অসহ্য মাথা ধরার ওষুধ আনতে কারণ সে যন্ত্রণা কিছুতেই কমছিল না শ্রীকৃষ্ণই নিদান দিলেন - মাথা ব্যাথা সারবে যদি ভক্তের পদধূলি তার মাথায় প্রলেপ দেওয়া যায়। ১৬,০০০ গোপিনীদের বাস বৃন্দাবনে তারা শ্রীকৃষ্ণের অকৃত্রিম ভক্ত। অক্রুর তাই গেল বৃন্দাবনে গোপিনীদের কাছে - সেই ১৬,০০০ গোপিনীরা তাদের পায়ের ধুলো এক বস্তা ভরে অক্রুরের হাতে তুলে দিল - পাপের ভয় পেল না। বলল - হ্যাঁ আমরা পারি প্রভুর জন্য নিজেদের পায়ের ধুলো তুলে দিতে। আমরা পঁচে যাই - গলে যাই - মরে যাই - নরকের কীট হয়ে যাই কিন্তু আমাদের প্রভু যেন সুস্থ হয়ে যান'' - সেই দেখে অক্রুরের চক্ষু স্থির।
আরও বলেছিল অতএব অক্রুর এই স্থানে (বৃন্দাবনে) ভক্তি নেই আছে প্রেম এটা প্রেমের স্থান এখানে গরু বাছুর রাস্তার কুকুর সবার মধ্যে তিনি প্রেম সঞ্চার করেছিলেন'' -

- এই প্রেম ভাব তোমাদের দ্বারাও সম্ভব - মনকে ঠিক রাখ - ঠিক পথে চল - মন চাঙ্গা তো কঠোতি মে গঙ্গা'' -

- অজিত ঃ- এই ভাব আসতে এক জন্মে সম্ভব নয় -

- না এটা এক জন্মেই সম্ভব - আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি - আমায় অনেক সাধু - সন্তরা পরীক্ষা করেছে - পরে এই পায়ে এসে পড়েছে কেনারাম কত কেঁদেছে - আমি এমন তীর্থ নেই যেখানে আমার দরবার বসাই নি - কোথাও কোথাও ঘুরেছি ২৪ বার / ২২ বার - নিজের খেয়াল খুশি মত -- নাঃ এবারে বৃন্দাবনে যাব - তার সঙ্গে দেখা করে আসি --

- আমি যেখানেই যাই - সব খুটিয়ে লক্ষ্য করে দেখি - তাদের আচার ব্যবহার চলাফেরা - এইযে কাল পথ পরিষ্কার ছিল - তোমরা খুটিয়ে দেখনি কারণ তোমাদের মন ছিল উচাটন - বড় হালকা - ভাসা ভাসা। তাহলে? তোমাদের আমি কি করে বলব?

- 'দোষ কারো নয় গো মা - আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা' - আমি নিজেই কুঁয়া খুঁড়ি - তার মধ্যে পড়ি - আর কাঁদতেই থাকি - মা - আমাদের চোখে ঠুলি দেওয়া -

অজিত ঃ- না তুমি নয় - আমাদের -

বাবা ঃ- মানবরূপে এলে আমরাও - তিনি সর্বদাই মানবরূপে আসেন -

যদা - যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ

অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম

পরিত্রানায় সাধুনাম - বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম -

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে

Discovery - যা আছে তাকে আবিষ্কার করে কিন্তু Invention যা নাই - সেটা তৈরী করা Einstein সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্ম গেল - যেখানে সে দেখছে molecules-রা ভেসে বেড়াচ্ছে - তারা চলছে - যাকে সৃষ্টি করা জীবের অসাধ্য। ভাবল - এই সুক্ষ্মে তাহলে life এল কি করে সে তখন স্বীকার করল ''yes there is God Pardon me please God - বিজ্ঞানের শেষে আধ্যাত্মিকতার শুরু'' -

আমার চিরকালের ইচ্ছা সবাই একসঙ্গে উঠব বসব থাকব - খাব দাব। এটা শুধু ব্যাতিক্রম নয়। চূড়ান্ত ব্যাতিক্রম আমরা এক রাস্তায় তোমরা আরেক রাস্তায়। ওঁকারেশ্বরের উনি (মা) এসেছেন শুধু মনোবলের জোরে তোমাদের সেই মনের বল নেই কেন?

অজিত ঃ- এক জন্মে হবে না।

বাবা ঃ- আমি বলছি, সাধনার চূড়ান্ত সারবত্তা নিয়ে আমি বলছি, গ্যারান্টি দিয়ে আমি বলছি, এই জন্মেই ২.৫ বছরেই লক্ষ্যে পৌঁছে দেব।